উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 March 2026 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 293

সাদা কে সাদা **কালো কে কালো**

বলার সাহস ক'জনের থাকে?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমরা খবরের গভীরে যাই, রাজনীতির ভিতরের খবর বের করে আনি।
বিশ্লেষণ যেখানে আপসহীন, খবর যেখানে ধ্রুবসত্য।

**আপনি আমাদের ভালোবাসতে পারেন, ঘৃণা করতে পারেন...
কিন্তু উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে উপেক্ষা করতে পারবেন না!**

uttarbangasambad.com

খিটখিটে মানেই মুড সুইং নয়

বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিশেষত তরুণী ও মধ্যবয়সি নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য এক গভীর অথচ নীরব সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক প্রত্যাশা, শারীরিক পরিবর্তন ও সম্পর্কগত টানাপোড়েন - সব মিলিয়ে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। নারীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় কনসালট্যান্ট সাইকোলজিস্ট ও স্পেশাল এডুকেটর **ডঃ গার্গী দত্ত কুণ্ডু**

ভারতীয় নারীদের সবচেয়ে সাধারণ মানসিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে - উদ্বেগ, বিষণ্ণতা, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক ক্লান্তি ও ট্রমা সম্পর্কিত উপসর্গ। তরুণীরা পড়াশোনা, কর্মজীবন ও সম্পর্কের চাপ সামলাতে গিয়ে ক্রমাগত 'পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি'-তে ভোগেন। মধ্যবয়সে এসে হরমোনাল পরিবর্তন যেমন থাইরয়েডের সমস্যা, প্রি-মেনোপজ, ঘুমের ব্যাঘাত প্রভৃতি মানসিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এইসব জৈবিক কারণকে প্রায়ই 'দুর্বলতা' বা 'মুড সুইং' বলে ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, ফলে চিকিৎসা ও সহায়তায় দেরি হয়।

একইসঙ্গে সামাজিক কাঠামোর একটি বড় দ্বন্দ্ব আজ স্পষ্ট। বহু আধুনিক পুরুষ এখনও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছেন। বর্তমান সময়ে ভারতীয় তরুণীরা শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও মানসিক সচেতনতায় অনেক এগিয়ে গেলেও সমান দায়িত্ব, ইমোশনাল ম্যাচুরিটি ও সম্মানভিত্তিক সম্পর্ক গড়তে অনীহা দেখা যায় তাঁদের, যা লিঙ্গগত ব্যবধানকে আরও বাড়াচ্ছে। এর ফল হিসেবে অনেক মহিলাই বিয়ে নিয়ে ভয়, অনিশ্চয়তা ও মানসিক ক্লান্তি অনুভব করছেন এবং সচেতনভাবে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা সমাজে এখনও সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রেক্ষাপটে নারীদের মধ্যে জমে থাকা রাগ ও ক্ষোভ একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবহেলিত বিষয়। বহু নারী প্রকাশ্যে রাগ দেখাতে শেখেননি। ফলে সেই রাগ কখনও হঠাৎ বিস্ফোরণের রূপ নেয় এবং কখনও সূক্ষ্ম ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। দমন করা এই ক্ষোভ শরীরে ব্যথা, মাথাব্যথা, হজমের সমস্যা ও সম্পর্কের জটিলতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাগকে 'খারাপ' না ভেবে, সেটিকে মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে দেখা জরুরি।

মানসিক সুস্থতার জন্য নারীরা যা করতে পারেন-

- হরমোনাল ভারসাম্যের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন।
- পর্যাপ্ত ঘুম এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত।
- ইমোশনাল বাউন্ডারি নির্ধারণ করা এবং 'না' বলতে শেখা উচিত।
- বিশ্বাসযোগ্য মানুষের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা এবং প্রয়োজনে কাউন্সেলিং বা থেরাপি নেওয়া যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে লজ্জার কিছু নেই। নারীর মানসিক স্বাস্থ্য শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সামাজিক দায়িত্বও বটে। নারীদের শুধুমাত্র শক্তিশালী হতে বললেই হবে না, বরং এমন সমাজ গড়তে হবে যেখানে নারীরা সুস্থ থাকতে পারেন।

মহিলাদের হার্ট অ্যাটাক, ছোট্ট লক্ষণই রোগের ইঙ্গিত

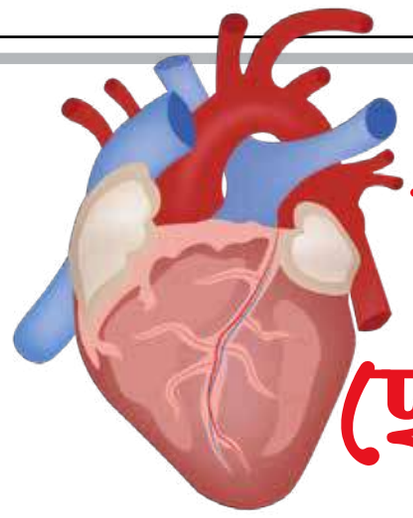

আমাদের দেশে ৫০ বছরের কম বয়সি মহিলাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। যে রোগ একসময় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের রোগ বলে বিবেচিত হত, এখন সেটাই নীরব মহামারিতে পরিণত হয়েছে এবং ভারতীয় তরুণীদের শ্রেষ্ঠ সময়কে প্রভাবিত করছে। এই পরিস্থিতিতে আদৌ বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত কি না সেটা প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হল তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কী করা উচিত।

আধুনিক অনিয়ন্ত্রিত জটিল জীবনযাপন এবং অনন্য জৈবিক চাপ ভারতীয় মহিলাদের ওপর যেন অদৃশ্য চাপ তৈরি করেছে। এরমধ্যে রয়েছে –

খাবারে পরিবর্তন : বাড়িতে রান্না করা খাবারের তুলনায় প্রসেসড ফুডে অতি মাত্রায় আকর্ষণ, উচ্চ শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়া এবং স্বাস্থ্যকর খাবারের নামে কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ডায়েট আখেরে আমাদের ক্ষতিই করছে। ফলে ওবেসিটি, উচ্চমাত্রায় ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডায়াবিটিস হচ্ছে – এসবই হার্ট অ্যাটাকের বড় ঝুঁকি।

অনিয়ন্ত্রিত জীবন : ডেস্কে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, কখনও দীর্ঘ যাত্রা এবং দৈনন্দিন কাজে অতিরিক্ত চাপের ফলে শরীরচর্চার জন্য আমাদের হাতে খুবই অল্প সময় থাকে। অথচ শরীরচর্চার অভাবে ওজন বাড়ে, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায় এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

স্ট্রেস : আজকালকার বেশিরভাগ ভারতীয় মহিলাই উচ্চচাপের কেরিয়ারের সঙ্গে ঘর ও পরিবারের দায়িত্ব সামলান। ক্রমাগত দ্বিগুণ বোঝার চাপে তৈরি হয় ক্রনিক স্ট্রেস, শরীরে কর্টিসল হরমোন নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায় যাতে রক্তচাপ ও প্রদাহ বাড়ে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর ক্ষতি হয়।

পিসিওএস এবং মেনোপজের মধ্যে সংযোগ : ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (পিসিওএস) এখন খুব সাধারণ সমস্যা। আর এই সমস্যা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের পাশাপাশি হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবে তাড়াতাড়ি মেনোপজ হওয়া বা সার্জিক্যাল মেনোপজ ইস্ট্রোজেনের মাত্রা দ্রুত কমিয়ে অল্প বয়সেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

লক্ষণ এড়ানোর স্বভাব

মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ অনেক বেশি সূক্ষ্ম। অস্বাভাবিক ক্লান্তি, বমিবমি ভাব, চোয়াল বা পিঠে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং অবশ্যই বদহজম যাকে প্রায়ই আমরা অ্যাসিডিটি বলে উড়িয়ে দিই বা মনে করি খুব স্ট্রেসের জন্য কেমন একটা লাগছে – এই সব কিছুই হার্ট অ্যাটাকের সূক্ষ্ম লক্ষণ, যাকে আমরা প্রায়শই পাত্তা দিই না এবং ডাক্তারের কাছে যেতে দেরি করি।

কী করণীয়

প্রতিরোধ করতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে সামান্য কিছু পরিবর্তন করে। তাই বলে অতিরিক্ত কিছু করতে যাবেন না। যেমন-

- শুধু খাবারে নয়, জীবনেও কিছু পরিবর্তন আনুন। অর্থাৎ ক্যালোরি ট্র্যাক করার পাশাপাশি কতটা স্ট্রেস নিচ্ছেন বা ঘুম ঠিকমতো হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখুন। আপনি কি সাত ঘণ্টা ঘুমোন? নিয়মিত ঘুম না হলে তা বিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং রক্তচাপ বাড়ায়। ঘুমকে ততটাই প্রাধান্য দিন যতটা আপনার কাজকে অগ্রাধিকার দেন।
- স্বাস্থ্যের পোর্টফোলিও তৈরি করুন। সেখানে বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি স্থির করুন। শুধু ওজনের সংখ্যা জানলেই হবে না, রক্তচাপ, ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল এবং ডায়াবিটিসের জন্য এইচবিএ১সি-র মাত্রা কত সেটাও জানতে হবে।
- শক্তিশালী হৃদযন্ত্রের জন্য স্ট্রেংথ ট্রেনিংয়ে জোর দিন। হাঁটা খুব ভালো, কিন্তু স্ট্রেংথ ট্রেনিংও করা উচিত। ওয়েট, রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ডের মাধ্যমে পেশি তৈরি, এমনকি স্কোয়াট ও প্লাংকের মাধ্যমে বডিওয়েট এক্সারসাইজ শরীরে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করে, যা হৃদযন্ত্রকে অনন্য সুরক্ষা দেয়।

এতদিন আন্তরিকভাবে মন দিয়ে সবার জন্য করেছেন। এবার সেই মন থুড়ি হৃদযন্ত্রকে যত্ন করতে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিন। সূক্ষ্ম লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানুন এবং সক্রিয় পদক্ষেপের মাধ্যমে হৃদযন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখুন।

সারোগেসি নিয়ে অজানা তথ্য

ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়
ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ

সারোগেসি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন নারী (সারোগেট) অন্য কোনও নারী বা দম্পতির জন্য গর্ভধারণ করেন, যাঁরা শিশুটির আইনি বাবা-মা হবেন।

সারোগেসি দুই ধরনের-**জেসটেশনাল (গর্ভকালীন) সারোগেসি :** ভারতের একমাত্র আইনসম্মত পদ্ধতি। এতে সারোগেট মায়ের শিশুটির সঙ্গে কোনও জেনেটিক সম্পর্ক থাকে না। ল্যাবে ভ্রূণ তৈরি করে তাঁর গর্ভে প্রতিস্থাপন করা হয়।

অলট্রুস্টিক (নিঃস্বার্থ) সারোগেসি : ভারতে একমাত্র অনুমোদিত সারোগেসির ধরন। এতে সারোগেট মাকে চিকিৎসা ও বিমা সংক্রান্ত খরচ ছাড়া কোনও আর্থিক পারিশ্রমিক দেওয়া যায় না। বাণিজ্যিক সারোগেসি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

একজন দম্পতি নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল বোর্ড থেকে 'সার্টিফিকেট অফ মেডিকেল ইন্ডিকেশন' পেলে সারোগেসির মাধ্যমে গর্ভধারণ করতে পারেন -

- জরায়ুর অনুপস্থিতি (জন্মগত বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে)।
- জরায়ুর গঠনগত ত্রুটি (যেমন- টি আকারের জরায়ু, পাতলা এন্ডোমেট্রিয়াম)।
- বারবার গর্ভপাত বা একাধিক আইভিএফ ব্যর্থতা।
- এমন প্রাণঘাতী চিকিৎসাগত অবস্থা যেখানে গর্ভধারণ ঝুঁকিপূর্ণ।

বর্তমান ভারতীয় আইন অনুযায়ী ট্র্যাডিশনাল সারোগেসি (যেখানে সারোগেটের নিজের ডিম্বাণু ব্যবহৃত হয়, সাধারণত আইইউআই-এর মাধ্যমে) নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র জেসটেশনাল সারোগেসি (আইভিএফ)-ই অনুমোদিত, যাতে সারোগেট মায়ের শিশুর সঙ্গে কোনও জৈবিক সম্পর্ক না থাকে। সেইসঙ্গে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ সালের সংশোধনী অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল বোর্ড যদি প্রত্যয়ন করে একজন সঙ্গীর নিজস্ব জননকোষ ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাহলে একটি ডোনার জননকোষ (ডিম্বাণুদাতা অথবা শুক্রাণুদাতা) ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে শিশুটির অন্তত একজন আগ্রহী বাবা-মায়ের সঙ্গে জেনেটিক সম্পর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া বিধবা বা ডিভোর্সি মহিলার ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব ডিম্বাণু ব্যবহার করতেই হবে, তবে দাতার শুক্রাণু ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

ডিম্বাণু দাতা ও শুক্রাণু দাতার ক্ষেত্রে বয়স, দানের সংখ্যা এবং বৈবাহিক অবস্থার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ডিম্বাণু দাতার ক্ষেত্রে বয়স যেখানে ২৩ থেকে ৩৫ বছর হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেখানে শুক্রাণুদাতার বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৫৫ বছর। ডিম্বাণু দাতাকে অন্তত একবার বিবাহিত হতে হবে এবং ন্যূনতম ৩ বছর বয়সি অন্তত একটি জৈবিক সন্তান থাকতে হবে। যদিও শুক্রাণুদাতাদের ক্ষেত্রে এমন কোনও নির্দিষ্ট শর্ত নেই। পাশাপাশি দাতাদের একটি নিবন্ধিত আর্ট ব্যাংক দ্বারা স্ক্রিনিং ও রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তাঁদের কিছু সংক্রামক রোগের জন্য টেস্ট করানো বাধ্যতামূলক।

সারোগেট মাদার হতে একজন নারীকে অবশ্যই ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সি এবং বিবাহিত হতে হবে। তাঁর অন্তত একটি নিজস্ব জৈবিক সন্তান থাকবে এবং তিনি জীবনে একবারই সারোগেট মা হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 March 2026 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 293

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় **১৬ লক্ষ** মহিলাকে প্রায় **৭৪০ কোটি টাকার** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে

৮৫ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় **৭০%** বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় **১২ লক্ষ** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় **১.২৫ কোটি** পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে; **১১.৫ লক্ষ** মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় **২২.৫ লক্ষেরও বেশি** কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় **২৭.৫ লক্ষ** মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদির সংকল্প

“ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।” - প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

CBC 01101/13/0045/2526

আকাশপথেই অসমে নমো

শামুকতলা, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তুতি চলছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুক্রবার অসমের কোকরাঝাড়ে পৌঁছেছেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় সড়কপথে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেইমতো শুক্রবার সকাল থেকেই ৩১সি জাতীয় সড়ক নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। বার্তা আসে, তিনি হাসিমারা বায়ুসেনার বিমানঘাঁটিতে নামবেন। সেখান থেকেই সড়কপথে অসম যাবেন। তার জন্য হাসিমারা থেকে বারবিশার অসম সীমানা পর্যন্ত পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখের পড়ার মতো। যদিও শেষপর্যন্ত তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী আকাশপথেই অসম পৌঁছেছেন।

অসমের পর শনিবার কলকাতার ব্রিগেডে সভা করবেন মোদি। ওই সভাকে কেন্দ্র করে বিজেপির প্রস্তুতি তুঙ্গে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : পি অ্যান্ড ইউ-১০-২০২৬। অকশন শুরু : ৩০.০৩.২০২৬, সকাল ১১.৪৫ মিনিট। লট নং : পিএনইউ-এমএলডিটি-এমএলডিটি-টয়-১-২৬-১। স্টেশন : মালদা টাউন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-369/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যানের চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং : এমএফভি-মার্চ-০২। অকশন শুরু : ২৭.০৩.২০২৬, সকাল ১১টা। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-366/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের ... স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-368/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং হল লাউঞ্জ, ক্লোক রুম, ... www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। ... মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক, বারহারওয়া। এএফ/২, এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-মোবস্টোর-৪৭-২৫-১, মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক, পিরপৈঁতি। এএফ/৩, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-মোবস্টোর-৭৪-২৬-১, মোবাইল ও অ্যাক্সেসরিজ কিয়স্ক, মালদা টাউন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-371/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দিদির টাকায় মোদির সভায়

বহুদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছে বিজেপি সমর্থক গোপাল দাসের। শনিবার কলকাতার ব্রিগেডে গিয়ে মোদিকে দেখার সেই ইচ্ছে পূরণ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় টাকা। কপর্দকশূন্য টাকিমারির ওই তরুণ তখন আচমকাই দেখেন তাঁর অ্যাকাউন্টে ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের টাকা ঢুকেছে। কালবিলম্ব না করে তিনি পাড়ি জমান কলকাতার উদ্দেশে।

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ : বেকার তরুণ-তরুণীদের জন্য ‘যুবসাথী’ প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের টাকা উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া শুরু হয়েছে। শনিবার ব্রিগেডে সভা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। আর ওই সভায় যোগ দিতে উত্তরবঙ্গের অনেক তরুণের কাছে একমাত্র ভরসা বেকার ভাতার টাকা।

বেলাকোবা স্টেশনে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। শুক্রবার।

শুক্রবার মোদির সভায় যোগ দিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। রাজগঞ্জের বেলাকোবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে টাকিমারির তরুণ গোপাল দাস অকপটে স্বীকার করলেন, তিনি দিদির টাকায় মোদির সভায় যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘শুক্রবার সকাল পর্যন্ত আমার কাছে কলকাতায় যাওয়ার মতো টাকা ছিল না। এরপর হঠাৎ দেখি রাজ্য সরকারের যুবসাথী প্রকল্পের টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। তাই আর কালবিলম্ব না করে ওই টাকা তুলে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।’

গোপাল আরও বলেন, ‘বহুদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখার দারুণ ইচ্ছা ছিল। আশা করি, এবার সেই ইচ্ছা সফল হবে। আমি জানি, দিদি শুধু ভাতা দেবেন। চাকরি দেবেন না। চাকরি দেবেন সেই নরেন্দ্র মোদি। তাই দিদির ভাতার টাকা নিয়ে আমি নরেন্দ্র মোদিকে দেখতে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ, মোদিকে দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে দিদির টাকাতেই।’

এদিন বেলাকোবা রেলস্টেশনে পদ্ম নেতা-কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিজেপির পতাকা নিয়ে মোদির নামে স্লোগান দিতে দিতে ট্রেনে ওঠেন তাঁরা। আর সেই ভিড়ের মধ্যেই গোপালের মোদি-দর্শনের নেপথ্যে দিদির অবদানের কথা উঠে আসে। তবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি চাউর হতেই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে।

> অনেকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার টাকা ছিল না। দিদির যুবসাথী প্রকল্পের টাকায় মোদিকে দেখতে যাচ্ছি।
>
> গোপাল দাস

শাসকদলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্লক আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি শেখ ওমর ফারুকের বক্তব্য, এটাই আমাদের দিদি। কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে সবাইকে ভাতার টাকা দিয়েছেন। সঙ্গে ফারুক আরও বলেন, ‘২০১৪ সালে মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেশে বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন, বাস্তবে মোদি কী দিয়েছেন সেটা সবাই জানে।’ পালটা বিজেপির রাজগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত রায় বলেন, ‘ভাতা দিয়ে সংসার চলবে না, তরুণ-তরুণীরা বুঝতে পেরেছে সেই কথা। চাকরি দিদি দেবে না, সে কথাও বুঝে গিয়েছে তরুণ প্রজন্ম।’

কর্মখালি

আলিপুর, শিলিগুড়িবাসীদের বাড়ি থেকে নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9733170439. (K)

কাপড় দোকান আমন্ত্রণ শিলিগুড়িতে Sales/Cashier মহিলা/পুরুষকর্মী আবশ্যক। (M):- 7699990313. (C/121112)

হারানো-প্রাপ্তি

আমি অনুপম রায়, পিতা : রঞ্জিৎ রায়, গ্রাম ও পো : খগেনহাট, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার SC সার্টিফিকেট (No : WB2001SC201501184) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 7550816919. (C/120145)

অ্যাফিডেভিট

আমার পুত্র Badal Dhar -এর ভোটার ID কার্ড নং LZL2360642 আমার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 24-12-25 J.M., 1st কোর্ট, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nitai Dhar এবং Nripati Mohan Dhar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : ইছামারী, পো : হাতিদুবা, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প:ব:। (C/120621)

আমি Samir Chandra Paul কিন্তু আমার মেয়ের অঙ্কিতা পালের জন্ম শংসাপত্রে বাবার নাম আছে Samir Ch. Paul. তুফানগঞ্জ নোটারিতে 11-3-26 এ অ্যাফিডেভিট বলে আমি Samir Paul ও Samir Ch Paul একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (S/A)

অ্যাফিডেভিট

আমি Dipali Adhikari আমার বিভিন্ন সরকারী নথিতে পদবী Adhikari থাকায় গত 06/03/2026 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Adhikari হইতে Adhikary হইলাম। (C/120844)

আমি ময়না বিবি, স্বামী নবারত আলি, গ্রাম - দক্ষিণ কালারায়ের কুঠি, P.O. & P.S. পুণ্ডিবাড়ি, Dist. কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ। 24-06-2025 তারিখে E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ময়না বিবি থেকে হামিদা বিবি হলাম। ময়না বিবি এবং হামিদা বিবি একই ব্যক্তি।

কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে সতেজ চায়ের আবাদ। শুক্রবার নাগরাকাটায়। -সংবাদচিত্র

গুরুতর অসুস্থ স্বপ্নার বাবা

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এবং সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া স্বপ্না বর্মনের বাবা হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বপ্নার বাবা পঞ্চানন বর্মন ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় তিনটের সময় কালিয়াগঞ্জের বাড়ি থেকে পঞ্চাননকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু নিউরোলজিক্যাল চিকিৎসার জন্য শুক্রবার দুপুরে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি কল্যাণ খান বলেছেন, ‘ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল হাসপাতালে ভর্তির আগেই। পাশাপাশি শুক্রবার সকালে দুইবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তবে নিউরো চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

স্বপ্না বলেছেন, ‘বাবা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক, এই কামনা করছি।’ এদিকে, খবর পেয়ে রাতেই মেডিকেল কলেজে ছুটে গিয়েছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। পরে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপও মেডিকেল কলেজে ছুটে আসেন। মহুয়া বলেন, ‘স্বপ্না এখন আমাদের দলের কর্মী। ওর পাশে তৃণমূল সর্বক্ষণ রয়েছে। সবেমাত্র তিনি দলে যোগ দিয়েছেন। স্বপ্নার পাশে থাকাটাই এখন বড় কাজ।’ স্বপ্নার মা বাসনা বর্মন ও দুই ভাই সবসময় মেডিকেল কলেজেই ছিলেন। এমনকি সমস্ত মেডিকেল সাপোর্ট নিয়ে বিশেষ অ্যাম্বুল্যান্সে করে স্বপ্না, তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁকে শিলিগুড়ি নিয়ে যান। তখনও তৃণমূল নেতারা সঙ্গে ছিলেন।

This is to certify that Mr. Dibyanandan Das, son of Late Hemandra Chandra Das and Mrs. Purnya Devi Das, resident of Joygaon, Alipurduar-736182, India, bearing Passport No. R4887791, entered into a marriage with Ms. Snaha Biswas, daughter of Brojen Roy and Lilyma Rani, resident of 194 Bejpara, Peari Mohon Road, Jashore, Bangladesh, bearing Passport No. A09007710. The marriage was solemnized on 30th April 2025 at the residence of the bride in Jashore, Bangladesh. 9933499299, 01716821273.

Mohammad Ali Khan
Advocate D/4546/2016

Corrigendum Notice of NIT - DDP/GE-WBLA’26(Elec.)-1(Infra)/2025-26

The estimate regarding erection of temporary structures, electrification work and other ancillary works at Buniadpur College venue and Vehicle parking areas, Buniadpur for Training, Commissioning & DCRC etc. in connection with General Election to West Bengal Legislative Assembly, 2026 of NIT - DDP/GE-WBLA’26(Elec.)-1(Infra)/2025-26 has been revised and uploaded in the NIT as “Annexure-A” which can be seen in **www.wbtenders.gov.in.** All other terms and conditions will be remained unchanged.

Sd/-
District Magistrate
Dakshin Dinajpur
&
District Election Officer
Dakshin Dinajpur
&
Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

আগামী ৪-৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ফাল্গুনী ধারায় চা বাগানে স্বস্তি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ মার্চ : খটখটে, শুষ্ক আবহাওয়ার জন্যে এতদিন চূড়ান্ত অস্বস্তি চলছিল। তবে বুধবার রাত থেকে কয়েক ঘণ্টার অঝোর ধারার ফাল্গুনী বৃষ্টিতে এখন প্রকৃত অর্থেই বসন্তকাল ডুয়ার্সের চা বাগানে। ফলে ফার্স্ট ফ্লাশের মহার্ঘ চা প্রাপ্তির পথ আরও প্রশস্ত হল বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। চওড়া হাসি বাগান পরিচালকদের মুখে। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডল বলেন, ‘সাধারণত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশের মরশুম। যেসব বাগান ২.৫ ইঞ্চি বা ৬৩.৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি পেয়েছে, তারা যে এই বৃষ্টিতে দারুণভাবে উপকৃত হল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আরও বৃষ্টি হলে খুব ভালো হয়।’

আশার কথা শোনাচ্ছেন হাওয়া অফিসের কর্তারাও। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, ‘আরও ৪-৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। বঙ্গোপসাগরের ওপর বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের আকাশে প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘ রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা তৈরি হয়ে বজ্রগর্ভ মেঘ তৈরি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টি নামছে। তবে বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়াও সঙ্গে থাকবে। যে কারণে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, ডুয়ার্সের প্রায় সবক’টি চা বাগানই কমবেশি বৃষ্টি পেয়েছে। যেমন বিন্নাগুড়ির হলদিবাড়ি চা বাগানের তথ্য বলছে, সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ১০৪ মিলিমিটার। সেখানকার জেনারেল ম্যানেজার রজত দেব বলেন, ‘নভেম্বরের ১ তারিখ শেষ বৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃষ্টির ফলে চা গাছে নতুন কুঁড়ি আসার প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত হবে।’

- ৬৩.৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি ফার্স্ট ফ্লাশের জন্য উপকারী
- আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আরও ৪-৫ দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে
- এই বৃষ্টির ফলে চা গাছে নতুন কুঁড়ি আসার প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে

> সাধারণত এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চায়ের ফার্স্ট ফ্লাশের মরশুম। এই বৃষ্টিতে দারুণ উপকার হল। আরও বৃষ্টি হলে ভালো হয়।
>
> তৃণা মণ্ডল চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার, টিআরএ (উত্তরবঙ্গ)

অন্যদিকে, বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানে বৃষ্টি হয়েছে ৮৮ মিলিমিটার। সেখানকার ম্যানেজার লালন বিশ্বকর্মা বলেন, ‘বৃহস্পতিবারের বৃষ্টির কারণে শুক্রবার থেকে আমরা কৃত্রিম জলসেচ বন্ধ করে দিয়েছি।’ পাশাপাশি, নাগরাকাটার কূর্তি চা বাগানে বৃষ্টি হয়েছে ৭৮ মিলিমিটারের কিছু বেশি। সেখানকার সিনিয়ার ম্যানেজার রাজেশ রুংটা বলেন, ‘এই বৃষ্টি এক কথায় আমাদের কাছে প্রকৃতির আশীর্বাদ। শুখা পরিস্থিতি চলতে থাকায় বাগানে অল্পবিস্তর রোগপোকার উপদ্রবও শুরু হয়েছিল। সেটাও এবার বন্ধ হবে।’

এই বৃষ্টির জেরে উচ্ছ্বসিত ক্ষুদ্র চা চাষিরাও। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ‘প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী দুঃস্থ ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানে কৃত্রিম জলসেচের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাঁদের একমাত্র ভরসা প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাত। সাড়ে চার মাসের দীর্ঘ বিরতির পর এই বৃষ্টি আমাদের অনেকটাই বাঁচিয়ে দিল।’

এবিষয়ে চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলেন, ‘এই বৃষ্টি ভরা বসন্তে চা উৎপাদন ও গুণগতমান দুই-ই বাড়াতে সাহায্য করবে।’

E-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Banarhat Development Block
Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting Tender by the undersigned for different works vide BANARHAT/BDO/NIT-046/2025-26 (2ND CALL), 12.03.2026. Last date of online bid submission 19.03.2026 upto 18.00 Hrs. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Banarhat Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

আজ ও আগামীকাল

জি বাংলা সোনার সংসার ২০২৬
সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬
সন্ধে ৭.০০
স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কি করে তোকে বলব, দুপুর ১.০০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.১৫ হাঙ্গামা, সন্ধে ৭.৩০ বাংলার বধূ, রাত ১০.৩০ হিরোগিরি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, দুপুর ১.৩০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.৩০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ ছোটবউ, রাত ১০.৩০ চন্দ্রবিন্দু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আশা ও ভালোবাসা, বেলা ১১.৩০ বদনাম, দুপুর ২.০০ তোমায় পাব বলে, বিকেল ৫.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধে ৭.৩০ প্রথম দেখা, রাত ১০.৩০ বন্দি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জবান, সন্ধে ৭.৩০ বাঘিনী

চন্দ্রবিন্দু রাত ১০.৩০
কালার্স বাংলা সিনেমা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার

জি সিনেমা : সকাল ১০.৩০ বাগি, দুপুর ১.০৯ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৫.২৫ সিকন্দর, রাত ৮.০০ বাগি-ফোর, ১০.৫৫ দবং

জি বলিউড : বেলা ১১.১১ বুলন্দি, দুপুর ২.০৫ জানোয়ার, বিকেল ৫.৩৫ দবং-টু, রাত ৮.০০ কর্মা, ১১.২৫ জোড়িদার

বাগি-ফোর (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও নিকট আত্মীয়ের সহযোগিতায় সংসারে আর্থিক অস্থিরতা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হবেন। বৃষ : অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা কেটে যাবে। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে আজ উপহার পেতে পারেন। মিথুন : স্ত্রীর সহযোগিতায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। বন্ধুমহলে খুব সাবধানে কথাবার্তা বলুন। উচ্চশিক্ষায় বিশেষ সাফল্য। কর্কট : নতুন জমি, বাড়ি কেনার আগে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। সিংহ : হিসেবের বাইরের খরচ করে খুব সমস্যায় পড়তে হতে পারে। পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। কন্যা : ব্যবসার কোনও বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। ধর্মচর্চায় মানসিক চাপ কমবে। বৃশ্চিক : সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সর্দি-কাশি ও বাতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি বাড়বে। ধনু : স্ত্রীর উপস্থিত বুদ্ধির বলে বড় ধরনের কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সরকারি কর্মীদের পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। মকর : আজ কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। বাড়ির সংস্কার নিয়ে আর্থিক চিন্তায় মানসিক চাপ বাড়বে। কুম্ভ : কুচক্রী কোনও আত্মীয়ের কূটকচালে সংসারে অশান্তি হতে পারে। পাওনা আদায় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। মীন : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক আলোচনা এড়িয়ে চলুন। পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ ২০২৬, ২৯ ফাগুন, সংবৎ ১০ চৈত্র বদি অধিক, ২৪ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৩ অঃ ৫।৪২। শনিবার, দশমী প্রাতঃ ৬।৮। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৩।১৫। বরীয়ানযোগ দিবা ৯।২৭। বিষ্টিকরণ প্রাতঃ ৬।৮ গতে ববকরণ রাত্রি ৬।৪৩ গতে বালবকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।৫৩ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।১৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৩।১৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, প্রাতঃ ৬।৮ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।২১ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে ও ৪।১৩ গতে ৫।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৩ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪২ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৭।২১ গতে ৯।২৭ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষড়শীতি সংক্রান্তি : অদ্য রাত্রি ৩।৪৪ গতে সূর্য সংক্রমণ জন্য পরদিন দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১০ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।২ গতে ১।৩৫ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৫৬৩.৯২ (-১৪৭০.৫০)

নিফটি : ২৩,১৫১.১০ (-৪৮৮.০৫)

বুমরাহর বন্দনায় ডিভিলিয়ার্স

১১

শিলিগুড়ি ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 March 2026 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 293

জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনারকে ডেপুটেশনে চাইল কেন্দ্র

পাত্তাই দিল না রাজ্য, তড়িঘড়ি বদলি জেলা শাসককে

গোঁসাইপুর, বিধাননগরে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রপতি অনুষ্ঠানে ভিড় না হওয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, দূরত্বের কারণে এমন পরিস্থিতি। এবার এক নয়া তত্ত্ব সামনে আসতে শুরু করেছে। যা বিতর্ক বাড়িয়েছে কয়েকগুণ।

দ্রৌপদী কাণ্ডে তুঙ্গে সংঘাত

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সফর ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের নতুন মাত্রা। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র ও শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে শুক্রবার আচমকা কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে চেয়ে পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নবান্নের কাছে এবিষয়ে মতামতও জানতে চেয়েছে। সেই বার্তা পৌঁছালেও সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি নবান্ন।

রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় শুধু বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে আগে অনুরোধ করা উচিত ছিল। এখনও রাজ্যের ঘাড়ে দায় ঠেললে কী করে হবে?' যদিও রাজ্য সরকার যে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ, তার আভাস দিয়েছে। বরং দিল্লির জোরালো বাউন্সার সামলাতে তড়িঘড়ি পালটা চাল দিয়েছে নবান্ন।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্রকে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে বদলি করা হয়েছে। ওই নির্দেশে দার্জিলিংয়ের পরবর্তী জেলা শাসকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ১৯৯৪ ব্যাচের ডব্লিউবিসিএস অফিসার সুনীল আগরওয়ালকে। ফলে স্পষ্ট যে, এটা নিছক রদবদল নয়, বরং কেন্দ্রকে মমতার সরকারের পালটা কড়া বার্তা।

শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে নতুন দায়িত্ব কিছু না দেওয়া হলেও নবান্ন সূত্রে খবর, ওই দুই অফিসারের কাউকেই দিল্লিতে ডেপুটেশনে পাঠানো হবে না। এই বেনজির সংঘাতে মনে পড়ে যাচ্ছে ২০২০ সালে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৎকালীন পুলিশ সুপার ভোলানাথ পান্ডে, ডিআইজি প্রবীণ ত্রিপাঠী এবং আইজি রাজীব মিশ্রকে কেন্দ্র ডেপুটেশনে তলব করলেও তাঁদের ছাড়েনি রাজ্য। পরে কেন্দ্রই বরং নির্দেশটি প্রত্যাহার করে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আবার দাবি, 'রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কেন্দ্রের নির্দেশ মোটেই ক্লোজড চ্যাপ্টার নয়। এটা ওপেন চ্যাপ্টার। এই দুই অফিসারের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও ডিজি পীযূষ পান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেন্দ্রের।'

রাজ্য প্রকাশ্যে প্রতিক্রিয়া না জানালেও শিলিগুড়ির পুলিশ মহলে হইচই পড়েছে। পুলিশ কমিশনার প্রোটোকল মেনে সমস্ত দায়িত্ব পালন করলেও তাঁর ওপরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় ক্ষোভও দেখা দিয়েছে। কমিশনারেটের আধিকারিক এবং কর্মীদের এক সুর, 'পুলিশ কমিশনারকে ভিকটিম করা হল।' তাঁদের বক্তব্য, ভোটের মুখে পুলিশ কমিশনার পরিবর্তন হলে ভোটে নজরদারিতে সমস্যা হবে।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে ডেপুটেশনে চাওয়ার পিছনে বারবার রাষ্ট্রপতির সভাস্থল বদলানোর অভিযোগ রয়েছে। জেলা শাসকের বিরুদ্ধেও প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগও রয়েছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

গোঁসাইপুরের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। -ফাইল চিত্র

বৃষ্টিতে ডুবল আন্ডারপাস, জমা জলে ক্ষোভ শহরে

নিতাই সাহা ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে টানা ঘণ্টাকয়েকের বৃষ্টিতে ব্যাপক ভুগল শিলিগুড়ি শহর ও শহরতলি।

বাড়িভাসা সংলগ্ন এলাকার আন্ডারপাস জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাত থেকে সেখানে কোমরসমান জল ছিল। শুক্রবার দিনভর এই অবস্থাতেই সেখান দিয়ে ট্রাক ও ট্যাংকার চলাচল করে। তবে চার চাকার ছোট গাড়ি, টোটো চলাচল করতে পারেনি। বাইক ও সাইকেল নিয়ে যাতায়াত একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বাধ্য হয়ে বাড়িভাসা, জাবরাভিটা, সাহুডাঙ্গি সহ বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা ফুলেশ্বরী হয়ে যাতায়াত করেন।

শিলিগুড়ি কলেজের সামনে জমা জলস্তর বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ নামে। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিষেক দত্ত বলছিলেন, 'একটু বেশি সময় ধরে বৃষ্টি হলেই আমাদের সমস্যায় ভুগতে হয়।' হাসপাতাল মোড়, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের সুইমিং পুলের সামনের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়লে ব্যাপক ভোগান্তি হয়। ১২ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডেও জল জমে সমস্যা হয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী অশোক দাস ক্ষোভ উগরে দেন। বাঘা যতীন পার্কের পেছনে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডেও রাস্তায় জল জমে গেলে বাসিন্দারা সমস্যায় পড়েন। এনিয়ে বাবলু সরকারের মতো বাসিন্দারা পুরসভার ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দেন।

বাসিন্দারা এভাবে সমস্যায় পড়ায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বাড়িভাসা সংলগ্ন ওই এলাকা পুরনিগমের আওতাধীন নয়। তবুও আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র হাত ধরে সংস্কারের কাজ করা হবে।' এজন্য ইতিমধ্যে একটি সমীক্ষাও করা হয়েছে বলে গৌতম জানান।

অভিযোগ, এসজেডিএ-র উদাসীনতার জেরেই বাড়িভাসা সংলগ্ন এলাকার আন্ডারপাস ফি বছরই জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার জলমগ্ন আন্ডারপাস হয়ে চলাচল করতে গিয়ে একটি ছোট তিন চাকার মালবাহী গাড়ি আটকে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় ওই গাড়িটি সেখানে আটকে থাকে। পরে অন্য একটি গাড়ির সাহায্যে টেনে গাড়িটিকে সেখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। গাড়িচালক বাপ্পা মহন্ত বলেন, 'ফি বছরই বর্ষার সময় এই আন্ডারপাস হয়ে চলাচল করা দায় হয়ে ওঠে। এবার তো বর্ষা শুরুর আগেই সমস্যার শুরু হল।'

এনজেপি থেকে ইস্টার্ন বাইপাসের পথে চলাচল করা ছোট চার চাকা গাড়ি সহ টোটোগুলিকে

এরপর ছয়ের পাতায়

৭০০ টাকায় পাস

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ : রাষ্ট্রপতি দর্শনের মূল্য কত? ৭০০ টাকা! দিন আনি দিন খাই চা শ্রমিকদের পক্ষে টাকার এই অঙ্কটা কম নয় মোটেও। অথচ শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে দর্শনে আদিবাসীদের জন্য এই টাকার ডেলিগেট পাসেরই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, এই টাকায় পাস কেনাটা আদিবাসী চা শ্রমিকদের বেশিরভাগেরই পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁকে দেখতে মাঠও ভরেনি। এখানে রাষ্ট্রপতির সফর নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ডেলিগেট পাসের বিষয়টি সামনে আসায় বিতর্কের মাত্রা যে অনেকটাই বাড়ল তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের ব্যানারে আয়োজিত সম্মেলনের এই ডেলিগেট পাসের বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, '৭০০ টাকার অঙ্কটা সাধারণ আদিবাসীদের পক্ষে অনেকটাই বেশি। রাষ্ট্রপতিকে দেখার ইচ্ছে থাকলেও এ কারণেই তাঁরা সেদিন মাঠে যেতে পারেননি বলে আদিবাসীদের অনেকেই আমাকে জানিয়েছেন।'

রাষ্ট্রপতির শিলিগুড়ির সফর নিয়ে উদ্যোক্তারা এমনিতেই চাপে রয়েছেন। প্রথমে তাঁরা রাজ্য সরকারের দিকে কামান দেগেছিলেন। পরে সেই অবস্থান থেকে ঘুরে শুধুমাত্র জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তোলেন। এবারে রাষ্ট্রপতি দর্শনে ৭০০ টাকার 'টিকিট'-এর বিষয়টি সামনে আসায় তাঁরা আরও অস্বস্তিতে। শুক্রবার সংগঠনের সম্পাদক চুনিয়া মুর্মুর বক্তব্যে সেই অস্বস্তি ভালোভাবেই প্রকট হয়েছে। ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এটি তো কোনও ওপেন মিটিং ছিল না। কেন না তা হলে গোটা মাঠ ভরে যেত।' ভালোমতো সবকিছু সামাল দিতে ১২০০ ডেলিগেট এবং ২০০ জন ভিআইপিকে ধরে নিয়ে এগোনো হচ্ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন।

ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনটি প্রথমে বিধাননগর সন্তোষিণী হাইস্কুলের মাঠে হওয়ার কথা ছিল। পরে সেটি বাগডোগরার গোঁসাইপুরে আয়োজিত হয়। কিন্তু সেখানে আদিবাসীদের উপস্থিতি কম দেখে রাষ্ট্রপতি অসন্তুষ্ট হন। একরকম প্রোটোকল ভেঙেই তিনি বিধাননগরে চলে যান। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি সন্তুষ্ট হননি। বিধাননগর সন্তোষিণী হাইস্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শোনা যায়, 'প্রশাসন বলেছিল এখানে জায়গা কম। কিন্তু আমি দেখছি এখানে অনায়াসেই পাঁচ লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারত।' রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই অনুষ্ঠানে ভিড় হয়নি বলে এরপর থেকে অভিযোগ ওঠা শুরু হয়। এনিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। তবে এবারে ডেলিগেট পাসের বিষয়টি সামনে আসায় বিতর্ক সম্পূর্ণভাবে উলটোদিকে ঘুরে গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা।

এরপর ছয়ের পাতায়

ঋতুকালীন ছুটিতে না আদালতের

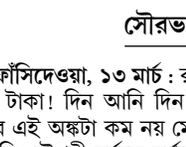

যে মুহূর্তে আপনি ঋতুকালীন ছুটির জন্য বাধ্যতামূলক আইন আনবেন, তখন কেউ আর মহিলাদের কাজে নিতে চাইবে না। *-সূর্য কান্ত, প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট*

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মহিলাদের ঋতুকালীন ছুটিতে তীব্র আপত্তি সুপ্রিম কোর্টের। ক'দিন আগেই জলপাইগুড়ি জেলার মহিলা পুলিশকর্মীদের জন্য মাসে দু'দিন ঋতুকালীন ছুটির নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশ সুপার। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এরকম ছুটি বাধ্যতামূলক করে জাতীয় নীতি তৈরির আর্জি শুক্রবার খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

আদালতের মতে, এভাবে ছুটি বাধ্যতামূলক করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। কেন এই মত? প্রধান বিচারপতির কথায়, 'সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংবেদনশীলতা তৈরি করা এক বিষয়... কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি ঋতুকালীন ছুটির জন্য বাধ্যতামূলক আইন আনবেন, তখন কেউ আর মহিলাদের কাজে নিতে চাইবে না।' মামলাকারীর উদ্দেশে তিনি বলেন, 'নিয়োগকর্তাদের মানসিকতা সম্পর্কে আপনাদের ধারণাই নেই। আমরা এমন আইন করলে তাঁরা মহিলাদের নিয়োগ বন্ধ করে দেবেন।'

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীও। শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী নামে একজনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার ওই রায় দেয় বেঞ্চ। ছাত্রছাত্রী এবং কর্মরতা মহিলাদের জন্য ঋতুকালীন ছুটির আর্জি জানিয়ে মামলাটিতে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, এই ধরনের পদক্ষেপ মহিলাদের পেশাগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের আইনি বাধ্যবাধকতা সমাজে লিঙ্গবৈষম্য ও পুরোনো কুসংস্কারকে নতুন করে উসকে দিতে পারে।

এরপর ছয়ের পাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে যত সমস্যা

প্রশ্নের মুখে খাবারের মান

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : খাদ্যের মান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (এফএসএসএআই) লাইসেন্স। অভিযোগ, এফএসএসএআইয়ের বিনা লাইসেন্সেই দার্জিলিং জেলার চলছে অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ফলে খাদ্যের মান যাচাইয়ের কোনও বালাই নেই। খাবারের গুণগত মানের রিপোর্ট জমা পড়ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তরে। শিশু ও নারীকল্যাণ দপ্তরের দার্জিলিং জেলার প্রকল্প আধিকারিক দিবাকর মিত্র বলছেন, 'এফএসএসএআইয়ের শংসাপত্র না থাকায় খাদ্যের মান পরীক্ষা করা যাচ্ছে না। সেই রিপোর্ট দিতে পারছে না কর্তৃপক্ষ।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'কেন পরীক্ষা হবে না, হঠাৎ করে বলা সম্ভব নয়। সবটা জেনে বলব।' নকশালবাড়ি ব্লকের মাত্র দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র লাইসেন্স পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবারের মান নিয়ে প্রশ্ন অনেকদিনের। খাবারে পোকা, নিম্নমানের চাল, ডাল, তেল এবং রান্না করার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অভিভাবকদের। রান্না করা খাবার পরীক্ষা করতে ফুড সেফটির অফিসাদের যাওয়ার কথা। স্বাস্থ্য দপ্তরের ল্যাবে সেগুলি পরীক্ষা করার কথা। প্রত্যেক বছর সেই খাবার পরীক্ষা করার দাবি উঠেছিল অনেকবার। কিন্তু প্রত্যেক বছর তো দূরের কথা, গত ১০-১৫ বছরেও পরীক্ষার জন্য খাবারের নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি বলে অভিযোগ। কয়েকটি কেন্দ্রে খাবার পরীক্ষা করার দাবি করা হলেও তার রিপোর্ট কর্মীরা পাননি বলে জানা গিয়েছে। সেই সুযোগে অনেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দিনের পর দিন নোংরা খাবার পরিবেশন হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। তবে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিকের দাবি, 'খাবারের মান যাচাই হয়। রিপোর্ট খারাপ হলে তবেই পদক্ষেপ করেন আধিকারিকরা। অন্যথায় সেই রিপোর্ট পাঠানো হয় না।'

- অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে নেই এফএসএসএআইয়ের লাইসেন্স, রিপোর্ট জমা পড়ছে না দপ্তরে
- রান্না ও খাবারের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকরা
- খাবারের মান যাচাই এবং খারাপ হলে পদক্ষেপ করা হয় বলে দাবি স্বাস্থ্য দপ্তরের

নকশালবাড়ির একটি চা বাগানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই। ভাড়াবাড়িতে একচালা ঘরে রান্না করা হয়। অভিযোগ, রান্নার সময় ধোঁয়ায় ঢেকে যায় ঘর। একবার খাবারে পোকাও পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ উঠলেও আর পদক্ষেপ হয়নি। সেরকম ফাঁসিদেওয়ার চটহাটের একটি আইসিডিএস কেন্দ্রে রাঁধুনির রান্নার প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলেন শিশুর অভিভাবকরা। নোংরা জল, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রান্না হয় বলে অভিযোগ। অভিভাবক মহম্মদ সফিরুল বললেন, 'খাবার পরীক্ষা হলে জীবাণু ধরা পড়তে পারে। সেকারণেই হয়তো পরীক্ষা হয় না।'

জমির অভাব, নেই স্থায়ী ভবন

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : জমির অভাবে দার্জিলিং জেলায় দু'হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঠিকানা এখনও ভাড়াবাড়ি, স্থানীয় প্রাথমিক স্কুল কিংবা সরকারি ভবন। এই পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের স্থায়ী ঠিকানার জন্য জেলাজুড়ে জমির সন্ধান শুরু করছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে সিডিপিও-রা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের সাহায্যে কাজ শুরু করেছেন।

জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানান, সমস্যা রয়েছে। তবে জমি খোঁজার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু কেন্দ্রের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছে। আরও কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির কাজ শেষের পথে। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের দার্জিলিং জেলার প্রকল্প আধিকারিক দিবাকর মিত্রও।

পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে জেলায় মোট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সংখ্যা ৩ হাজার ২৫২। এরমধ্যে ১ হাজার ১৩৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন রয়েছে। বাকি ২ হাজার ১১৭টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আজও ভাড়াবাড়ি, প্রাথমিক স্কুল কিংবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে চলছে। দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, পাহাড়ে এই মুহূর্তে ৪৮৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন রয়েছে। আর ভাড়াবাড়িতে চলছে ৭২৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। এছাড়া ৩০৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ অন্য সরকারি ভবনে চলছে। সমতলের ক্ষেত্রে স্থায়ী ভবন রয়েছে ৬৫১টি কেন্দ্রের এবং ৯২৫টি কেন্দ্রের ঠিকানা ভাড়াবাড়ি। এছাড়া ১৬০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এই মুহূর্তে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ সরকারি ভবনে চলছে।

জেলা প্রশাসনের কর্তাদের দাবি, জেলার ৫৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র দ্রুত স্থায়ী ভবন পেতে চলেছে। তবে বাকি কেন্দ্রগুলি কবে স্থায়ী ভবন পাবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। শিলিগুড়ি আরবান-১ ও ২ এলাকায় স্থায়ী ভবনহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য সরকারি জমি খুঁজতে বেগ পেতে হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে মাটিগাড়া, খড়িবাড়িতেও। ফাঁসিদেওয়াতেও জমির সমস্যা আছে। ইতিমধ্যে তিনটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছে। আরও তিনটি কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। নকশালবাড়িতে ৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি পাওয়া গিয়েছে। আরও ৯টি ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে, বাকি কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে কী হবে? উঠছে প্রশ্ন।

শুক্রবার হাসমি চকে জামা মসজিদের সামনে রমজানের শেষ নমাজ আদায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

জরাজীর্ণ সেতুতে প্রাণ হাতে যাতায়াত

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ : ফাঁসিদেওয়ার ধামনাগছে মহানন্দা ক্যানালের ওপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সেতুটি এখন স্থানীয়দের কাছে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে সতর্কবার্তা সংবলিত বোর্ড টাঙিয়ে দিলেও, মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও কার্যকর উদ্যোগ চোখে পড়েনি। প্রশাসনের তরফে দায়সারা একটি সতর্কবার্তা টাঙিয়েই খালাস হওয়ার প্রবণতায় জনমানসে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতিদিন ওই নড়বড়ে সেতুর ওপর দিয়েই কয়েক হাজার মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের বিচারে এই সেতুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিজবাড়ি, কদমিজোত সহ পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামের মানুষ প্রতিদিন এই পথ ব্যবহার করেন। ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম এই সেতুটিই। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে অসুস্থ রোগী ও ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। বিকল্প পথ হিসেবে ক্যানাল রাস্তা থাকলেও তা অনেক দূর এবং বেহাল হওয়ায় বাসিন্দারা বাধ্য হয়েই ঝুঁকিপূর্ণ এই সেতু ব্যবহার করছেন।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই পরিস্থিতির কোনও বদল ঘটেনি।

- মহানন্দা ক্যানালের সেতু দুর্বল ঘোষণা করেও সংস্কারে গড়িমসি করছে প্রশাসন
- ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন কয়েক হাজার সাধারণ মানুষ
- দ্রুত মেরামতের প্রশাসনিক আশ্বাস পেলেও ক্ষোভ স্থানীয়দের

মাঝে কেবল সেতুর ওপর রংয়ের প্রলেপ পড়লেও তার অভ্যন্তরীণ জরাজীর্ণ দশা বিন্দুমাত্র কাটেনি। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের লাগানো সতর্কতামূলক বোর্ডটি সেতুর দুর্বল অবস্থাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। প্রশাসনের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ লাকড়া ও অর্জুন দাস বলেন, 'সেতুর বর্তমান যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। কৃষকদের উৎপাদিত শাকসবজি বাজারজাত করার জন্য এই পথটিই প্রধান ভরসা, অথচ প্রশাসন নির্বিকার।'

ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা ক্যানাল সেতুর বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি এখনও পর্যন্ত এলাকা পরিদর্শনে না যাওয়ায় স্থানীয় মহলে ক্ষোভ রয়েছে।

এই বিষয়ে রিনা বলেন, 'আমি খুব দ্রুত সেতুর বর্তমান পরিস্থিতি পরিদর্শন করব এবং ক্যানাল দপ্তরে কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠি দিয়ে পুরো বিষয়টি জানাব।' সতর্কতামূলক বোর্ড লাগানোর পরেও কেন এতদিন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হল না, সেই বিষয়েও তিনি খোঁজ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। জনদুর্ভোগের এই দীর্ঘসূত্রতা কবে কাটবে, এখন সেই প্রতীক্ষাতেই ধামনাগছের মানুষ দিন গুনছেন।

পাহাড়ে সাফাই অভিযান বন দপ্তরের

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : সাফাই অভিযানে নেমে চক্ষু চড়কগাছ বনকর্মীদের। শুক্রবার বাগোরা রেঞ্জের কর্মীরা ডাউহিল থেকে বাগোরা যাওয়ার রাস্তা থেকে দশ বস্তা পলিব্যাগ উদ্ধার করলেন।

এখন সারাবছর পর্যটকরা পাহাড়ে আসেন। গাড়ি করে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে ব্যবহার করা প্লাস্টিকের বোতল, চিপসের প্যাকেট, পলিব্যাগ ফেলছেন। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগোরা ডিভিশনের রেঞ্জ অফিসার সুনীল রাই বলেন, 'পর্যটকরা ঘুরতে এসে পলিব্যাগ যেখানে-সেখানে ফেলে দিয়ে চলে যান। যার ফলে পাহাড়ে প্লাস্টিক দূষণ বেড়ে গিয়েছে। এছাড়াও প্লাস্টিক দিনের পর দিন ঝোরার মধ্যে জমে থেকে জল দূষণ করছে। আবার সেই জল বন্যপ্রাণীরা পান করছে। যার ফলে তাদের জীবনও সংকটে পড়ছে।'

যদিও যত্রতত্র প্লাস্টিক ফেললে বন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নে তিনি বলেন, '২৪ ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার মতো বনকর্মী নেই। তবে প্লাস্টিক ফেলা যে দণ্ডনীয় অপরাধ তার সাইনবোর্ড বিভিন্ন জায়গায় লাগানো রয়েছে। কিন্তু তারপরেও মানুষ সচেতন হচ্ছেন না।'

বাগোরা রেঞ্জে স্যালামান্ডার, লেপার্ড, ভালুক, বার্কিং ডিয়ার সহ আরও বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী দেখা যায়। খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে সেই প্রাণীরা প্লাস্টিক খেয়ে ফেললে অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে বন দপ্তরের তরফে কেন এব্যাপারে কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, বিষয়টি উদ্বেগজনক। পর্যটকদের সচেতন করা হচ্ছে।

ফের আন্দোলন

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ফের আন্দোলনে কাওয়াখালির অনিচ্ছুক জমিদাতাদের একাংশ! শুক্রবার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দপ্তরের সামনে গিয়ে বসে পড়েন তাঁরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক অবস্থান চলে। পরে দপ্তরে ডাকা হবে বলে জানানো হলে অবস্থান উঠে যায়। পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে হিটলার চৌধুরীর দাবি, 'প্রশাসন কথা শুনছে না। তাই আন্দোলন চলছে।' এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার জানিয়েছেন, বিচারাধীন বিষয়। আলোচনার জন্য ডাকা হবে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ইউনাইটেড ওয়েস্ট বেঙ্গল এনএসকিউএস (ন্যাশনাল স্কিল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেম ওয়ার্ক)-এর তরফে শুক্রবার বিভিন্ন দাবিতে উত্তরকন্যায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এদিন কাওয়াখালি থেকে মিছিল করে উত্তরকন্যা যাওয়ার কথা থাকলেও পুলিশের বাধায় তা সম্ভব হয়নি বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে। পরে গাড়িতে করে উত্তরকন্যায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের দাবি, উত্তরবঙ্গে তাদের ১২০০ জন কর্মী রয়েছেন।

নিবাচিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার খুব বেশি এলাকাবাসীর মুখোমুখি হননি।

নামেই নেত্রী

অনুষ্ঠানে থাকেন, সমস্যা মেটান স্বামীই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ মার্চ : 'ভোটের পর অনুষ্ঠান বাড়ি ছাড়া ওঁকে দেখিনি। সবটাই তো বিমলদার নিয়ন্ত্রণে।' ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই এমন বলে উঠলেন ইসলামপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক এক তরুণ। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে এই ওয়ার্ড থেকে নিবাচিত হয়েছেন শিখা দাস দত্ত। তাঁর স্বামী বিমল দত্তর ঠিকাদারি ব্যবসা রয়েছে। বিমলের দাদা জ্যোতি দত্ত আবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। স্বাভাবিকভাবে এই ওয়ার্ডে ক্ষমতার ব্যাটন যে কাউন্সিলারের স্বামীর হাতেই রয়েছে তা বলাই যায়।

বিমল অবশ্য তাঁর সক্রিয়তার কথা অস্বীকার করেননি। তাঁর দাদা জ্যোতিও ওয়ার্ডের কাজে 'ভাই সহযোগিতা করে' তা স্বীকার করে নিয়েছেন। এদিকে শিখার মন্তব্য, 'ওয়ার্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বামী আমাকে পূর্ণ সাহায্য করেন তা অস্বীকার করব না।' অর্থাৎ এই ওয়ার্ডেও কাউন্সিলারের 'প্রতিনিধি কালচার' পুরোপুরি কায়েম রয়েছে তা বলাই যায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পাড়ার সালিশি, জমি সংক্রান্ত বিবাদ, ওয়ার্ডের কোন এলাকায় উন্নয়নের কাজ হবে, আবাসের উপভোক্তা করা হবেন, ঝামেলা সামাল দিতে থানায় যাওয়া সর্বত্রই কাউন্সিলারের 'প্রক্সি' দিতে হাজির থাকেন বিমল। কাউন্সিলারের মোবাইল নম্বর চাইলে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জবাব,

শিখা দাস দত্ত।

কাউন্সিলারের স্বামীই তো সব সামাল দেন। কিছু প্রয়োজন হলে ওঁকেই ফোন করি। তাই আর কাউন্সিলারের নম্বরের প্রয়োজন পড়ে না।

ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিবাচিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কাউন্সিলার খুব বেশি এলাকাবাসীর মুখোমুখি হননি। তবে ওয়ার্ডের কোনও বিয়েবাড়ি বা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর দেখা মেলে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গৃহবধূ বললেন, 'আমাদের কোনও কাজ আটকে থাকে না। কাউন্সিলারের স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই কাজ হয়ে যায়। তাই এসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। মহিলা সংরক্ষিত অধিকাংশ ওয়ার্ডের তো একই হাল।'

পুরসভা সূত্রে খবর, বোর্ড মিটিং সহ জরুরি সরকারি অনুষ্ঠানে স্বামীর সঙ্গে দেখা যায় কাউন্সিলারকে। তবে ওয়ার্ডের কোন এলাকায় কী উন্নয়ন হবে, কোন নিকাশিনালা করা জরুরি, রাস্তার কাজ কোন এলাকায় হবে এসবই বিমল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে, সরকারি কাজের সাইট ভিজিট করতেও কাউন্সিলারকে দেখা যায় না বলে জানিয়েছেন অনেকে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, শহরের শিক্ষিত সমাজেও নিবাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের পিছিয়ে থাকা কতটা যুক্তিযুক্ত?

যদিও শিখা বললেন, 'আমি যথেষ্ট সক্রিয়। বোর্ড মিটিং সহ জরুরি পরিষেবার কাজে যুক্ত থাকি। তবে ওয়ার্ড পরিচালনায় স্বামীর সাহায্য সর্বতোভাবে নিতে হয় তা অস্বীকার করব না।' বিমলের কথায়, 'ওয়ার্ডে জনসংযোগ কাউন্সিলার নিজেই করেন। তবে আমি সক্রিয় থেকে ওয়ার্ডে উন্নয়নের কাজ দেখি। আসলে কাউন্সিলার হিসেবে স্ত্রীর প্রথম টার্ম। ফলে আমাকে সক্রিয় থাকতে হয়।'

রাস্তা সংস্কারে নিম্নমানের সামগ্রী, বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে হচ্ছে রাস্তা সংস্কারের কাজ, এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার অবরোধ বিক্ষোভে শামিল হলেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড় এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, ভোলা মোড় থেকে ভালোবাসা মোড় হয়ে ফুলবাড়ি বাইপাস পর্যন্ত রাস্তাটি প্রায় ১০ বছর ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা মেরামতের দাবি জানানোর পর দিনকয়েক আগে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করা হচ্ছে, পিচের কোনও প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে না। ঠিকভাবে কাজ না হলে রাস্তাটি ফের বেহাল হয়ে পড়তে পারে বলে সংশয় প্রকাশ করেন বিক্ষোভকারীরা।

স্থানীয়দের মধ্যে জয়ন্তী বিশ্বাস বললেন, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল-থেকে রাত পর্যন্ত ডাম্পার চলাচল করছে। গতকাল রাতের বৃষ্টির ফলে রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা স্কুলের বাসে চেপে যখন বেরোয় ভয়ে থাকি রীতিমতো। ভাঙা রাস্তার ওপর শুধু বেডমিশালি ফেলে বলছে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। এমন রাস্তা আমরা চাই না। নতুন করে পিচ দিয়ে ভালো করে রাস্তা মেরামত করতে হবে।' একই অভিযোগ করেন আরেক বাসিন্দা সঞ্জিত রায়।

বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দয়াল রায়ের বক্তব্য, 'এই রাস্তার সমস্যা দীর্ঘদিনের। রাস্তার কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ হচ্ছে। আমরা সবাই চাই রাস্তার কাজটা সঠিক হোক।'

এনিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী বললেন, 'রাস্তা সংস্কারের কাজটি ব্লক অফিস থেকে করানো হচ্ছে। রাস্তা পরিদর্শন করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে পারব।'

বিকিকিনি।। *শিলিগুড়ির ফুলেশ্বরীতে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা বসু।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

উড়ালপুলের নীচে আগুন

বাগডোগরা, ১৩ মার্চ : শুক্রবার সন্ধ্যায় বাগডোগরা স্টেশন মোড়ে উড়ালপুলের নীচে অবৈধভাবে মজুত করে রাখা কাবাড়ির সামগ্রী ও তুলোতে আগুন লাগে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই স্থানীয়রা বালতি করে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে মাটিগাড়া থেকে দমকলবাহিনী এসে আগুন নেভায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝরাতে আগুন লাগলে উড়ালপুলের নীচে পার্কিংয়ে থাকা গাড়িগুলিও ভস্মীভূত হয়ে যেত। প্রশাসনের উদাসীনতার জন্যই অবৈধভাবে দখল করে মজুত করার এই কারবার চলছে।

বাগডোগরা

দীর্ঘদিন ধরে এখানে উড়ালপুলের নীচে বিশাল এলাকাজুড়ে কাবাড়ির মালপত্র মজুত করে রাখা হয়। উড়ালপুলের নীচে তো বটেই, ফুটপাথেও রাখা হয়। এর পাশেই এক ব্যক্তি গদি, লেপ, বালিশ, সোফার জন্য বিপুল পরিমাণে তুলো মজুত করে রেখে ব্যবসা করছিলেন। এদিন সন্ধেয় ওই তুলো এবং কাবাড়িতে আগুন লাগে।

ওই লেপতোষক ব্যবসায়ী মহম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, 'আমার লক্ষাধিক টাকার মাল রাখা ছিল। হঠাৎ করে কীভাবে আগুন লাগল বুঝতে পারছি না।' স্থানীয় দীনেশ রায় বলেন, 'এখানে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে কাবাড়ির কারবার চলছে, কেউ কিছু বলে না।' যেখানে আগুন লাগে তার কাছেই লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের বাড়ি। বিশ্বজিৎ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি নদীর জল দূষণ নিয়ন্ত্রণে সুয়েজ সিস্টেম চালু হল। শুক্রবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ফুলবাড়িতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মেয়র জানিয়েছেন, আমৃত-২ প্রকল্পে ১৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'এই প্রকল্পে ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানিতে আসা নোংরা জল পরিশোধন করে আবার নদীতে ফেলা হবে। পাশাপাশি এই প্রকল্প থেকে ২০ শতাংশ জল শহরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।'

অবৈধ রিফিলিং, তিন-চারগুণ দামে বিক্রি সিলিন্ডার

রণজিৎ ঘোষ ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : - দাদা আপনার কাছে ভর্তি সিলিন্ডার আছে?

-না, নেই।

প্রথমে বিশেষ একটা পাত্তা না দিলেও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ওই ব্যক্তির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর তাঁর মনে খানিকটা বিশ্বাসযোগ্যতা জন্মাল। এরপর শুরু হল ভর্তি রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দরদাম।

ওই ব্যবসায়ী বললেন, 'আমার কাছে দুটো ডোমেস্টিক ও দুটো কমার্সিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে। আপনি চাইলে একটা কমার্সিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার নিতে পারেন, তবে ছয় হাজার টাকা দিতে হবে।'

এই কথোপকথন হচ্ছিল শালুগাড়ায়। ওই ব্যক্তির গ্যাসের সরঞ্জামের দোকান রয়েছে। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে বড় থেকে ছোট সিলিন্ডার রিফিলিং করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। একইভাবে মাটিগাড়া বাজারের মাঝামাঝি একটি বাড়ির পিছনের অংশে বেশ কয়েক বছর ধরে গ্যাস রিফিলিংয়ের কারবার চলে। সেখানে এখনও বাণিজ্যিক এবং গৃহস্থালির গ্যাস সিলিন্ডার থেকে পাঁচ কেজির সিলিন্ডারে রিফিলিং করা হচ্ছে। সেগুলি ১০০০-১১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পাশাপাশি, বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী বড় সিলিন্ডারই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

এই শহরের মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থার ডিলারদের আউটলেটে ভিড় করছেন। অথচ শহর এবং শহরতলি এলাকার একাধিক অসাধু ব্যবসায়ী বেআইনিভাবে গ্যাস রিফিলিং করে তিন-চারগুণ দামে বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। গ্যাসের সরঞ্জাম যেখানে বিক্রি হয়, সেরকম কিছু দোকানে অবৈধ কার্যকলাপ চলছে। বর্তমানে সিলিন্ডারের সংকট তৈরি হওয়ায় ওই ব্যবসায়ীদের

গ্যাসের সিলিন্ডার নিতে এনজেপিতে গ্রাহকদের লাইন। শুক্রবার। -সূত্রধর

পোয়াবারো। সিলিন্ডারের খোঁজ করতে গেলে ওই ব্যবসায়ীরা সতর্কতার খাতিরে প্রথমে কিছু না বললেও জোরাজুরি করলেই আকাশছোঁয়া দাম হাঁকছেন। চতুর্থ মহানন্দা সেতুতেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর এক ব্যবসায়ী যেমন বলে উঠলেন, 'পাঁচ হাজার টাকার কমে ভর্তি সিলিন্ডার দেওয়া যাবে না।'

বহু পরিবারে একাধিক সদস্যের নামে গ্যাসের সংযোগ নেওয়া হয়। এমন কিছু পরিবারের সঙ্গে কারবারিদের সারাবছর যোগাযোগ থাকে। ওই সদস্যের নামে সিলিন্ডার বুকিং হলেও টাকা দেন কারবারি। নিজের দোকানে এনেই রাখেন। উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ভরতুকির টাকা ঢোকে, ব্যবসায়ী কমিশনও দেন। এরপর ওই সিলিন্ডার থেকে ছোট ছোট গ্যাস সিলিন্ডার রিফিল করা হয়। আজকাল অবশ্য আকালের সুযোগ নিয়ে বড় সিলিন্ডার সিল অবস্থাতেই বিক্রি করা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিনিময়ে নেওয়া হচ্ছে ফাঁকাটি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফুলেশ্বরী এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'সবচেয়ে বেশি কালোবাজারি করছেন গ্যাস সরবরাহকারীরা। বাড়ি বাড়ি রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার কাজে যুক্ত কর্মীরা সাধারণ মানুষের বাড়িতে গ্যাস সরবরাহ করার বদলে রেস্টুরেন্ট, হোটেল এবং মিষ্টির দোকানে ২৫০০-৩০০০ টাকায় একেকটি সিলিন্ডার বিক্রি করে দিচ্ছেন। ডেলিভারি বয়কে ফোন করলে বলা হচ্ছে, সাভারে সমস্যার জন্য ইনভয়েস জেনারেট, ডিএসসি নম্বর এমনকি ডেলিভার্ড বলেও দেখাচ্ছে। কিন্তু গ্যাস আসছে না।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের এক পদস্থ কর্তা বলেন, 'গ্যাস সিলিন্ডার মজুত রাখার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত একটাই মামলা রুজু হয়েছে। রান্নার গ্যাসের বেআইনি কারবার রুখতে চারদিকে নজরদারি চালানো হচ্ছে।'

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'মানুষের হয়রানি বন্ধ করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, গ্যাসের ডিলার সহ সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করেছি। হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে।' কিন্তু হয়রানি বন্ধ হচ্ছে কি? ইস্টার্ন বাইপাসের এক ধাবার মালিক মনোজ মাহাতো বললেন, 'দোকানে এখন একটাই ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার আছে। ওটা শেষ হলেই ধাবার দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।' মেয়র বলেছেন, 'পরিস্থিতি দেখতে শনিবার থেকে আমি নিজেই রাস্তায় নামব।' তাতে কি গ্যাসের কালোবাজারি বন্ধ হবে, শহরের বাসিন্দারা হন্যে হয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।

প্রাক-কালবৈশাখীতে ক্ষতি ৩৮০ হেক্টর জমির ফসলের

তছনছ কলা ও ভুট্টাখেত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৩ মার্চ : মাত্র ১০ মিনিটের প্রাক-কালবৈশাখী ঝড়। তাতেই নেপাল সীমান্তের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচি নদী সংলগ্ন এলাকার চাষিদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ! কলা বাগান এবং ভুট্টা সহ বিভিন্ন সবজির খেত লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের ঝড়ে প্রায় ৩৫০ হেক্টর ভুট্টা ও প্রায় ৩০ হেক্টর কলা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকমাসের শ্রম এবং বিনিয়োগের পর ফলন ঘরে তোলার আগমুহূর্তে এই দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হওয়ায় দিশেহারা স্থানীয় চাষিরা। সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ প্রথমে বৃষ্টি শুরু হয়। তারপর হঠাৎ করে ১০-১৫ মিনিটের দমকা হওয়ায় সব লন্ডভন্ড বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিয়াজোত, গাইনজোত, গধিরাজোত সহ সংলগ্ন এলাকায়। মূলত নেপাল সীমান্তবর্তী মেচি নদী সংলগ্ন চাষের জমিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভুট্টা এবং কলা লাভজনক ফসল হওয়ায় দিন-দিন এই ফসলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্থানের দোআঁশ মাটির উঁচু জমিতে ভুট্টা এবং কলার ব্যাপক চাষাবাদ করা হচ্ছে।

অনেকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভুট্টা এবং কলা চাষে বিনিয়োগ লাগিয়েছিলেন। বললেন, 'ব্যাংক এবং জীবন বিমা কোম্পানি থেকে ঋণ করে লাভের আশায় কলা গাছ লাগিয়েছিলাম। দু'মাস পরে ছড়ি কেটে বাজারে বিক্রি করব ভেবেছিলাম। কিন্তু রাতের ঝড়ে সব শেষ! এখন মাত্র একশোটা গাছ

বিন্নাবাড়িতে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কলা বাগান।

করেন। ফাল্গুন মাসের শেষে এখন মোচা থেকে কলার ছড়ি বেরিয়ে পড়েছে। ২-৩ মাসে কলার ছড়ি (ফাদি) কেটে বাজারে বিক্রি করে লাভের টাকা ঘরে উঠত। কিন্তু ঝড় সব শেষ করে দেয়।

সিঙ্গিয়াজোতের ক্ষতিগ্রস্ত চাষি মহম্মদ জারুল চার হাজার কলা গাছ কোনওরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঋণে ডুবে গেলাম, কীভাবে যে পরিশোধ করব!' গাইনজোতের মহম্মদ আলমাস আড়াই বিঘা জমিতে কলা চাষ করেছিলেন। আক্ষেপের সুর স্পষ্ট তাঁর গলাতেও। বললেন, 'বড়জোর ১৫ মিনিটের ঝড়, তারপর সকালে জমিতে এসে দেখি সব শেষ।'

অন্যদিকে, ক্ষতির মাশুল গুনতে হচ্ছে পশ্চিম গধিরাজোতের ভুট্টাচাষি লিপিকা বিশ্বাসকেও। তিনি ছয় বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলেন। সেখানেরই আরেক চাষি নারায়ণ রায়ের কথায়, 'ছয় বিঘা জমিতে আলুর বীজ রোপণ করেছিলাম। কিছুক্ষণের ঝড় এবং প্রায় চার ঘণ্টার বৃষ্টিতে আলুখেত এখন জলের তলায়।'

খবর পেয়ে এদিন সকালে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা ঋতম সাহা সহ দপ্তরের কর্মীরা। ঋতম বলেন, 'সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সার্ভে করা হয়েছে। ৩৫৯ হেক্টর ভুট্টাখেত ক্ষতিগ্রস্ত। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।'

কলা চাষের বিষয়টি হর্টিকালচার দপ্তরের অধীনে। আনুমানিক ৩০ হেক্টর কলা বাগানের ক্ষতি হয়েছে বলে জানালেন তিনি। ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে হর্টিকালচার দপ্তরের আধিকারিকের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। অনুমোদন পেলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিলেন সহ কৃষি অধিকর্তা।

৯২টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ মার্চ : বাঁধাকপির আড়ালে মোষ পাচার! চার চাকার পণ্যবাহী গাড়িতে শুক্রবার এভাবেই মোষ পাচারের ছক ছিল দুষ্কৃতীদের। কিন্তু সেই ছক বানচাল করেছে পুলিশ। এদিন ঘোষপুকুর ফাঁড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া থানার পৃথক তিনটি অভিযানে ৯২টি মোষ উদ্ধার হয়েছে। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে মোট ছয়জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘোষপুকুরে ধৃত আজগর আলম, ওয়াসিম আক্রম উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলার বাসিন্দা। ফাঁসিদেওয়ায় ধৃত কামারুল আলম, সরফরাজ আলম, সাহাবুল হক, মহম্মদ মুকিম বিহারের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ গান্ধি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকা গাড়ি আটক করে। সেটিতে তল্লাশি চালাতেই বাঁধাকপির আড়াল থেকে মোষ উদ্ধার হয়। এদিন ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ আরেকটি অভিযানে কনটেনার আটক করে। গাড়ি এবং কনটেনার থেকে মোট ৬৮টি মোষ উদ্ধার হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন ফাঁসিদেওয়ার মহম্মদবক্স এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে একটি লরি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। লরি আটক করে তল্লাশি চালাতেই মোট ২৪টি মোষ উদ্ধার হয়। ঘোষপুকুরের অভিযানে পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে দুজন এবং ফাঁসিদেওয়ায় চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশের কাছে অভিযুক্তরা বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। পাচারে ব্যবহৃত গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৩ মার্চ : ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক পারাপারের সময় শুক্রবার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালিকার। মৃতার নাম অঞ্জলি খাতুন (১৭)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একটি গাড়ি ওই নাবালিকাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর স্থানীয়রা জাতীয় সড়কে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখেন। উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাড়ির পথে।। জ্বালানি কাঠ মাথায় মহিলারা। দাগাপুরে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ডেপুটি সুপারের বদলি দার্জিলিংয়ে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপার নিয়ে ডামাডোলের মধ্যেই ডেপুটি সুপার (নন মেডিকেল) সুদীপ্ত মণ্ডলকে বদলি করা হল। শুক্রবার তাঁকে ডিটেলমেন্টে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের ডেপুটি সুপার পদে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার পদে থাকা অমিয়কুমার মণ্ডলকে মেডিকেলে বদলি করা হয়েছে। ঘটনায় চিকিৎসক ও কর্মী মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

সুদীপ্তকে ডিটেলমেন্টে সরানো একরকম শাস্তিমূলক বদলি হিসেবেই দেখছে চিকিৎসক মহল। কিন্তু কেন তাঁকে এই 'শাস্তি' দেওয়া হল, তা নিয়েই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ নিয়ে এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নেওয়া হচ্ছে। এই এজেন্সির সঙ্গে সুদীপ্তর যোগসাজশ রয়েছে বলে কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। যদিও সুদীপ্ত পুরোপুরি এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি ওই এজেন্সির কাজ দেখাশোনার জন্য নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্বে রয়েছি। আমি কোনওদিন কোনও অনৈতিক কাজ করিনি।' মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'স্বাস্থ্য ভবন থেকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমার কিছু বলার নেই।'

প্রশ্ন করায় 'শাস্তি', উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে গুঞ্জন

দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কর্মরত সুদীপ্ত। প্রথমে সহকারী সুপার পদে পাঁচ বছর তিনি এখানে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে ডেপুটি সুপার পদে উন্নীত হন। এই পদেও তিনি প্রায় চার বছর ধরে কাজ করছেন। গত বছরের মে মাসে মেডিকেল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিককে বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি মেডিকেল সুপারের অফিস, হাসপাতালের রোগী পরিষেবা, চিকিৎসক, নার্স সহ চিকিৎসাকর্মীদের কর্মসংস্কৃতির কোনওদিকেই নজর দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতির মধ্যে সুদীপ্তই মেডিকেলের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করছিলেন।

কিছুদিন আগে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নারায়ণস্বরূপ নিগম মেডিকেল পরিদর্শনে এসে আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেও সুদীপ্ত হাসপাতালের রোগী পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, সুপারের চেয়ারে কেউ না বসায় সমস্যা হচ্ছে। হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে (এইচসিসিইউ) ২৪টি শয্যা বরাদ্দ, অথচ মাত্র ১৪টি চলছে। ফলে রোগীরা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মেডিকেলে ২৪ ঘণ্টার জন্য ডায়ালিসিস পরিষেবা না চলায় তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। সবার সামনেই সুদীপ্ত এভাবে সরব হওয়ায় হাসপাতাল সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষও সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন।

প্রতিবাদ

বাগডোগরা ও নকশালবাড়ি, ১৩ মার্চ : রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং কালোবাজারির অভিযোগ তুলে রাস্তায় নামল সিপিএম এবং তৃণমূল। শুক্রবার নকশালবাড়ি পানিঘাটা মোড়ের গ্যাস এজেন্সির কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। সে সময় গ্যাস সিলিন্ডারের আশায় সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। তাঁদের হাতে পানীয় জল ও খাদ্যদ্রব্য তুলে দেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

অন্যদিকে, সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির ডাকে এদিন মাটিগাড়া হাটে প্রতিবাদ সভা করা হয়। সভা থেকে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপিকে দায়ী করা হয়।

মদনমোহনের ভোগেও যুদ্ধের আঁচ

কোচবিহার, ১৩ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব এবার মদনমোহনের ভোগঘরেও। আমেরিকা ও ইজরায়েল বনাম ইরানের সংঘাতের জেরে তৈরি হওয়া এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকটে মন্দিরের ভোগ রান্না ব্যাহত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার থেকেই মদনমোহনবাড়িতে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রান্নার জ্বালানিতে টান পড়ায় ভক্তদের দেওয়া ভোগের সামগ্রী এখন সামান্য পরিমাণে নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোনওমতে নিয়ম রক্ষা করছে। শুক্রবার সকালেও অনেক ভক্তকে তাঁদের আনা সামগ্রীর সিংহভাগ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এ নিয়ে জনমনে নিরাশা ছড়িয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মন্দিরের এক কর্মী বললেন, 'কমার্সিয়াল রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের সংকটের কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে ভক্তরা যাতে নিরাশ না হন, সেজন্য প্রত্যেকের থেকে অল্প অল্প করে ভোগের সামগ্রী নেওয়া হচ্ছে।' দেবত্র ট্রাস্টের সচিব পবিত্র লামা বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেননি। তাঁর কথায়, 'হাসপাতাল, স্কুলের পাশাপাশি মদনমোহনবাড়িতেও গ্যাসের সরবরাহ ঠিক থাকা নিয়ে সদর মহকুমা শাসক ইতিমধ্যেই একটি নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যেই এবিষয়ে বিকল্প ব্যবস্থা ভাবাও শুরু করেছি।'

গ্যাস সংকটের প্রভাব গৃহস্থের হেঁশেল বা রেস্তোরাঁ ছাড়িয়ে এখন দেবালয়েও প্রবেশ করেছে। প্রতিদিন সকালে বহু মানুষ মন্দিরে ভোগ উৎসর্গ করতে ভিড় জমান। এদিন টাকাগাছের বাসিন্দা মিনতি সরকার ভোগ দিতে এসে চরম অসুবিধায় পড়েন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'যে পরিমাণ ভোগের সামগ্রী নিয়ে এদিন মন্দিরে এসেছিলাম তার মধ্যে কিছুটা সামগ্রী রেখে বাকিটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। জানতে চাইলে মন্দির কর্তৃপক্ষ গ্যাসের সমস্যার কথা জানিয়েছে।'

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী এই মন্দিরে মদনমোহন ও মা কালীর জন্য প্রতিদিন পাঁচ কেজি ভোগ রান্না করা হয়। সাধারণ দিনে ভক্তদের সামগ্রী মিলিয়ে ১০ থেকে ২০ কেজি এবং বিশেষ দিনে তারও বেশি রান্না হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সব মিলিয়ে মাত্র ছয় কেজি ভোগ রান্না হয়েছে। ডাঙ্গরআই মন্দিরেও একই ছবি ধরা পড়েছে। তবে উনুনে ভোগপ্রসাদ তৈরি হওয়ায় বাণেশ্বর শিব মন্দিরে এর কোনও প্রভাব পড়েনি।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯৩ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২

‘অন্য যুদ্ধে’ ভারত

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে সরাসরি না হলেও ঘুরপথে জড়িয়ে পড়ল ভারত। গোলাবারুদ নিয়ে ভারতবাসীকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে না বটে, তবে রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ানো নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় আশ্বাস সত্ত্বেও রান্নার গ্যাসের সংকট ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে। ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালীতে নিষেধাজ্ঞার জেরে ভারতে গেরস্থের হেঁশেল থেকে মা ক্যান্টিন, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরোটা, মিষ্টির দোকান, এমনকি মন্দিরে ভোগের রান্নাঘর- সর্বত্র কোপ পড়ছে।

বাদ যাচ্ছে না বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো অনুষ্ঠানবাড়ির মেনুকার্ড। স্কুলের মিড-ডে মিল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল, হাসপাতালে রোগীদের খাবার- সর্বত্র কাটছাঁট চলছে। বিপাকে ক্লাউড কিচেনগুলি। ফলে ফুড ডেলিভারি সংস্থার কর্মীদের আয়েও কোপ পড়ছে। পরোক্ষে অনেক মানুষের জীবিকার সংকট শুরু হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিংয়ে শহরাঞ্চলে ২৫ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫ দিনের ব্যবধানের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। বুকিংয়ের দুই থেকে আড়াই দিনের মধ্যে সিলিন্ডার মেলার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এলপিজি সংকটকে ঘিরে শুরু হয়েছে চরম অস্থিরতা। যদিও কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী লোকসভায় দাবি করেছেন, দেশে জ্বালানির সংকট নেই। পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এলপিজি- সবই নাকি পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত।

এই দাবির ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির থেকে সাধারণ মানুষ। সংকট যদি না-ই থাকে, তাহলে কেন অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতায় আনা হয়েছে রান্নার গ্যাসকে? কেনই বা বুকিং সত্ত্বেও সিলিন্ডারের অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো বসে থাকছেন সাধারণ গ্রাহক? কেনই বা গ্যাসের ডিলারদের দোরগোড়ায় সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে? কার্যত এসব প্রশ্নের উত্তর নেই।

গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারি, বেআইনি মজুতদারি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার এর মোকাবিলায় কঠোর বার্তা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাতে হয়রানি কমছে না। ২ সপ্তাহ পার হলেও ইরান বনাম আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধের তীব্রতা না কমায় জ্বালানি ক্ষেত্রে এখন অশনিসংকেত ভারত সহ গোটা বিশ্বে।

সরকারের যুক্তি, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আগাম বুকিং করছেন বলে সংকট তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই যুক্তি ধোপে টেকে কি না, সংশয় রয়েছে। এদেশে লাইনে দাঁড়ানো যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কখনও নোটবন্দির ঝক্কি সামলাতে, কখনও আধার-প্যান সংযোগের তাগিদে, আবার কখনও অতিমারির টিকা পেতে। সম্প্রতি এসআইআর-এও লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষকে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে।

লাইনে দাঁড়ানোর তালিকায় নতুন সংযোজন রান্নার গ্যাস। বিরোধীদের অভিযোগ, লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। একদিকে সিলিন্ডারের আকাশছোঁয়া দাম, অন্যদিকে জোগানের ঘাটতি- এই দ্বিমুখী চাপে বলির পাঁঠা হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বহু ক্ষেত্রে মানুষ নির্ধারিত মূল্যের থেকে অনেক বেশি দামে সিলিন্ডার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। অথবা বিকল্প জ্বালানির খোঁজ করতে হচ্ছে।

এই সংকটের সময় সরকারের প্রধান কাজ, দেশবাসীকে সঠিক তথ্য পরিবেশন। কিন্তু গোটা পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কার্যত নীরব এবং তাঁর সরকার একপ্রকার নীতিপঙ্গুত্বে ভুগছে। রান্নার গ্যাস মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে। ম্যানমেড সংকট হোক বা অব্যবস্থাপনার কারণে মানুষকে বারবার লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। চূড়ান্ত হয়রানির এই পর্ব আর কতদিন চলবে, সেটাও অনিশ্চিত।

শুধু পরিসংখ্যানের জাদুকরি দেখিয়ে বা ‘প্যানিক বুকিং’-এর দোহাই দিয়ে এই সংকট থেকে মুক্তির দিশা মিলবে না। যুদ্ধ বাধলে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হবে- সেটা কেন্দ্রের অজানা ছিল বললে ভুল হবে। ফলে আগেভাগে কেন বিকল্প উৎস খুঁজে রাখা হল না সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যুদ্ধের জুজু দেখিয়ে সরকার হাত উলটে ফেলতে পারে না।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

ধুর! ছাড়ুন তো! এসবে কিস্যু এসে যায় না!

প্রতিবাদে নেই, বিশ্লেষণে নেই। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির সর্বত্র আঞ্চলিক গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন এক উদাসীনতার চিহ্ন।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই।

বাঙালিরা সব কথাতেই প্রথমে বলে, ধুর।

১৪ বছর আগে দোলের সময় কাঠমান্ডুর এক পাঁচতারা হোটেলের লাউঞ্জ। ভারতীয় ফুটবল দল সেখানে খেলতে গিয়েছে এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ। অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী আড্ডা দিচ্ছেন কলকাতার পাঁচ সাংবাদিকের সঙ্গে। বাংলায় থাকার অভিজ্ঞতা ছয়-সাত বছর হয়ে গিয়েছে সুনীলের। বাঙালিদের জানেন। বাংলা জানেন।

বাঙালিদের বিশেষত্ব কী দেখলেন এতদিনে? তখন আরও সরল সাদাসিধে সুনীল। সাতাশ-আঠাশ। প্রেম করছেন সুব্রত ভট্টাচার্যের মেয়ের সঙ্গে। হাসতে হাসতে ওই কথাটা বলেছিলেন। ‘বাঙালিরা সব কথাতেই প্রথমে শুধু বলে ধুর’।

এ কেমন ফুটবলার? প্রশ্ন করলে শুনবেন প্রথম উত্তর আসে, ধুর!

কেমন হল এই ম্যাচটা? প্রশ্ন করলে শুনবেন উত্তর আসছে, ধুর!

ওই সিনেমাটা কেমন হয়েছে? সেই প্রশ্নেও প্রথমেই উত্তর, ধুর!

বিয়েবাড়িতে কেমন খাওয়া হল? এই প্রশ্নে একই উত্তর, ধুর!

ধুর থেকে ক্রমশ ধু-র-র, তারপর ধু-উ-র-র-র!

আমরা সবাই হাসছিলাম। সুনীলও বলতে বলতে হাসছিলেন।

পরে ভেবে দেখলাম, এই ছোট্ট শব্দটা, কথাটা একেবারে ঠিক। সবকিছুকেই ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে দেওয়া বাঙালির একটা অভ্যাসে পরিণত। এবং সেটা বাংলায় যৌবন কাটানো এক অবাঙালির চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে দ্রুত। সবকিছুতেই ব্যঙ্গ এবং সবকিছুকেই উপেক্ষা করা।

বাঙালির আসলে কোনওকিছুতেই পছন্দ নয়। মন খুলে প্রশংসা হবে না, সোজা কথা।

খেয়াল করে দেখুন, এখন, এই মুহূর্তে বাঙালির ‘ধুর’ এখন সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছে। এবং ধুর-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও একটি বাক্য। ‘ধুর! ছাড়ুন তো! এসবে কিস্যু এসে যায় না!’

মানে, সম্পূর্ণ উপেক্ষা। লোকে যে যা-ই বলুক, কিছু এসে যায় না আমার। আমার কাজটা আমি করে যাব! লোকে কী বলল, জনতা কী বলল, থোড়াই কেয়ার আমার! আসমুদ্রহিমাচল এই অভ্যেস।

এই যে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আইসিসি প্রেসিডেন্ট জয় শা একেবারে ভারতীয় বোর্ডকর্তাদের মতো অতি দৃষ্টিকটু নাচানাচি করলেন, কোচ-ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পুজো দিতে গেলেন, সেটা কি পৃথিবীর কোথাও, আর কোনও খেলায় হবে?

তা নিয়ে প্রশ্ন করলে কী শুনবেন? ধুর! ছাড়ুন তো! এতে কিস্যু এসে যায় না।

এই যে কয়েক লক্ষ বাঙালি উপযুক্ত কাগজ থাকা সত্ত্বেও ভোট দিতে পারছেন না, তা নিয়ে নির্বাচনের কমিশনের কর্তারা কী বলবেন? সেই একই কথা।

ধুর! ছাড়ুন তো! এতে কী এসে গেল?

রাজ্যে কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি গেল। কয়েক হাজার ছেলে চাকরি পেয়েও চাকরি পেলেন না। শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা বলবেন একই কথা।

ধুর! ছাড়ুন তো! এসবে কিচ্ছু এসে যায় না।

এই যে সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং কলকাতার ধর্না মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অক্লেশে উলটোপালটা বলে ফেললেন, তা নিয়ে ওঁদের ভক্তদের জিজ্ঞেস করুন। একইরকম মনোভাব থাকবে সবার।

ধুর! ছাড়ুন তো! এতে কী এসে গেল!

পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেসকে তুলে দিলেন অধীর চৌধুরী, সিপিএমকে তুলে দিলেন মহম্মদ সেলিম। সিপিএম হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক পার্টি। দুই পার্টির বাকি নেতাদের প্রশ্ন করলে উত্তর আসবে একই জাতীয়।

ধুর! ছাড়ুন তো! এতে কী এসে গেল!

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এসে প্রথা ভেঙে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করলেন রাজ্যে। নেমে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীও প্রথা ভেঙে পালটা দিলেন। রাজ্যপাল আনন্দ বোসকে আচমকা প্রধানমন্ত্রীরা সরিয়ে দিলেন প্রথা ভেঙে। লজ্জা ভুলে আনলেন বিতর্কিত রাজ্যপালকে। রাজ্যপাল বোসও প্রথা ভেঙে ভোটের মুখে রাজভবন, সরি লোকভবনে গেলেন না। থাকলেন হোটেলে। এসব ঘটনায় যাঁরা জড়িত, তাঁদের প্রশ্ন করুন, অবধারিত এক উত্তর আসবে।

ধুর! ছাড়ুন তো! এতে কী এসে গেল!

কেরলে সিপিএম এবং বিজেপি হঠাৎ গলায় গলায়, বাংলার কিছু সিপিএম নেতা হঠাৎ বিজেপির হয়ে বলছেন, এটা নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করা হোক। তাঁরা ঠিক একইভাবে বলবেন, ধুর ছাড়ুন তো...!

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের স্বঘোষিত নেতা নগেন রায় একবার বিজেপির দিকে যাচ্ছেন, একবার তৃণমূলের দিকে। জিজ্ঞেস করুন তাঁর অনুরাগীদের। তিনি এবং অনুরাগীরা ওই একই ভঙ্গিতে উড়িয়ে দেবেন।

ধুর! ছাড়ুন তো! কিস্যু এসে যায় না!

তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএমের চোখের সামনে বহু শিক্ষকের চাকরি অদৃশ্য হয়ে গেল বেমালুম। প্রশ্ন করলে সবার কাছে শুনবেন একই কথা।

ধুর! ছাড়ুন তো! কিস্যু এসে যায় না এতে!

শারদ পাওয়ার হঠাৎ ইন্ডিয়া জোটের হাত ছেড়ে বিজেপির দিকে ঢলে গেলেন। প্রশ্ন করলে শুনবেন, ধুর! ছাড়ুন তো! কী এসে গেল!

ওড়িশায় মাস দুই আগে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি মশাই হিসেব দিয়েছেন, ১৫ মাসে মেয়েদের বিরুদ্ধে ৪০ হাজার ৯৪৭টি ক্রাইমের ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণ ৩২০৫টি, ধর্ষণের চেষ্টা ২০২টি, মিথ্যে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অত্যাচার ৪৪০টি, পণ সংক্রান্ত ব্যাপারে ৪৯টি মৃত্যু। বাঙালিদের ওপর আক্রমণের ঘটনাও আছে অজস্র। মোহনচরণ মাঝির অনুগামীরা তাতে নির্বিকার।

ধুর, কী এসে গেল!...

উত্তরপ্রদেশে ২৭ হাজার প্রাইমারি স্কুল বাতিল করে দেওয়া হল, ৮৫ হাজার স্কুল শিক্ষকের পোস্ট খালি। এটা কি ভয়ংকর ব্যাপার নয়? রে রে করে ছুটে আসবেন যোগীভক্তরা।

ধুর! ছাড়ুন তো!...

বিহারে, বাংলায় এসআইআর হল। ওদিকে বিজেপিশাসিত অসমে একটা অবাক করা যুক্তি দেখিয়ে এসআইআর হল না। এটাই বা কী ব্যাপার?

ওখানেও কমিশনের কর্তারা, কেন্দ্রীয় সরকারের মাথারা প্রশ্ন উড়িয়ে দেবেন— ছাড়ুন তো...।

মহারাষ্ট্রে ‘ধর্ম স্বতন্ত্র অভিনিয়ম’ নামে একটি নিয়ম চালু করছে রাজ্য সরকার। ৩৫টি মহিলা, ছাত্র, সংখ্যালঘুদের সংস্থা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, এটা মেয়েদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। লাভ জিহাদের আর একটা রূপ। বিজেপি বা শিন্ডে অনুগামীরা প্রতিবাদ শুনে বলবেন, ধুর!

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের সঙ্গে সিএবি-আইএফএ-বিওএ’র কর্তারা নিজেদের শিরদাঁড়াটি বন্ধক রেখে দিয়েছেন তৃণমূল নেতাদের কাছে। প্রশ্ন করবেন। শুনতে হবে, ধুর! ছাড়ুন তো! কী এসে গেল!

বাংলার ক্রিকেট এবং বাংলার ফুটবল দুটোই মুছে গেল প্রায়। দুটোর স্থানীয় লিগ কার্যত হাস্যকর। বাঙালি প্লেয়ার ওঠে না। প্রশ্ন করলে উত্তর আসবে একরকম। ধুর! ছাড়ুন তো! কী এসে গেল!

বাংলা সিনেমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদিকে তার মধ্যেই ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেও দেখেন না। সেই একই উত্তর টালিগঞ্জের ক্রমাগত মতবাদ পালটানো পরিচালক-প্রযোজকদের। কী এসে গেল? ধুর! কী এসে গেল!

বন্দে ভারতকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রেলের অন্য ট্রেনগুলোর অবস্থা খুব শোচনীয়। রেলমন্ত্রকের প্রদীপের তলায় অন্ধকার। কেন এমন দুর্দশা, প্রশ্ন করলে এক উত্তর আসবে। ধুর! কী এসে গেল!

ধর্ম ধর্ম করতে করতে আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে গেলাম। উগ্র হিন্দুত্ববাদে বাঙালিও হাবুডুবু। এদের যে কাউকে প্রশ্ন করলে একই উত্তর পাবেন। ধুর! কী এসে গেল!

দেশে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ‘বিচারবিভাগের দুর্নীতি’ সংক্রান্ত একটি অধ্যায় রাখা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। এর ফলে এনসিইআরটি বিনা শর্তে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অনুগামীদের এসব বললে শুনবেন, ধুর, ছাড়ুন তো!

গ্যাসের সংকটে বহু শহরের রেস্তোরাঁ বন্ধের মুখে। অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি।

বিরোধীরা লোকসভার স্পিকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁকে সরানোর জন্য একটি প্রস্তাব এনেছে।

বিরোধীরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। দুটোই ভারতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত বিরল এবং বিতর্কিত পদক্ষেপ।

প্রশ্ন করুন সবকিছু নিয়ে। উত্তর আসবে এক— ধুর! ছাড়ুন তো! কী এসে যায়!

পুনশ্চঃ বাঙালিদের এই অভ্যাসের জাতীয়করণ হয়ে গিয়েছে, বুঝতেই পারছেন। এবার বিশ্বায়নের দিকেও চলেছে এই সংলাপ।

পশ্চিম এশিয়ায় ট্রাম্পের ইচ্ছেয় যুদ্ধ চলছে। ইউক্রেনে পুতিনের ইচ্ছেয়। এর বাইরেও সারা পৃথিবীতে অন্তত ১৫ জায়গায় বড় যুদ্ধ চলছে এখনও।

এ নিয়ে প্রশ্ন করলেও ওই আগ্রাসী নেতারা অবহেলার সঙ্গে উড়িয়ে নিজস্ব ভাষায় যা বলবেন, তা অনুবাদ করলে অনেকটা ওরকমই দাঁড়াবে।

ধুর! ছাড়ুন তো! এসবে কিস্যু এসে যায় না!

আজ

১৯৭৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন কবি জসীমউদ্দীন।

১৯৬৫

অভিনেতা আমির খানের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আজ আবার ইরান ও তেহরানের আকাশে আমেরিকার চালানো সর্বোচ্চ সংখ্যক হামলার দিন হবে। আমরা ইরানের গুরুত্বপূর্ণ সব সক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সর্বোচ্চ সংখ্যক এই হামলা আজ রাতেই চালানো হবে।

- পিট হেগসেথ
(মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব)

ভাইরাল/১

পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেন শিক্ষকরা। কিন্তু মহারাষ্ট্রে বোর্ড পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখছে স্কুলের ছাত্রীরা! সাতারের একটি স্কুলে ফাঁকা ক্লাসে শিক্ষকের সঙ্গে দুই ছাত্রীকে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখা গেল। ব্যাপক শোরগোল।

ভাইরাল/২

বইখাতায় স্টেপলারের পিন ব্যবহার চলে। কিন্তু মানুষের ক্ষত জুড়তে স্টেপলার! বিহারে রোগীর কেটে যাওয়া অংশ চিকিৎসক পিন দিয়ে আটকে রাখলেন। চিকিৎসকরা সার্জিক্যাল স্টেপলার ব্যবহার করেন। কিন্তু এখানে তার ব্যবহার হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জনমন জনমত

একের পর এক জলাশয় ভরাট, উদ্বেগ রায়গঞ্জে

বিগত ১২ বছরে শুধু রায়গঞ্জ শহর এলাকায় একটি দুটি নয় মোট ১৭০টি পুকুর এবং বিল বুজিয়ে ফেলা হয়েছে জমি মাফিয়াদের তাণ্ডবে। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও এটা বাস্তব সত্য। ভাবলে অবাক লাগে, দপ্তরের রেকর্ডে ওইসব বুজিয়ে ফেলা বিল এবং পুকুরগুলি জলাশয় হিসাবে নথিবদ্ধ রাখা হলেও বাস্তবে সেখানে ঝাঁ চকচকে বাড়িঘর এবং দেদার চায়ের দোকান, মুদিখানা, পান-দোকান ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। ওইসব বিপুল আয়তনের জলাভূমি ভরাট করার পেছনে রয়েছে বেশ কিছু জমি মাফিয়ার সীমাহীন দৌরাত্ম্য।

জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। আজকাল তো সামান্য বৃষ্টি হলেই ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই শহরে এক হাঁটু জল জমে যাচ্ছে এবং যান চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। কারণ বড় বড় জলাশয়গুলি ভরাট করার জেরে এখন বৃষ্টির জল নিকাশের অন্য কোনও জায়গা খোলা নেই। তাই এত জল জমে যাচ্ছে। তাছাড়া বহু সংখ্যক জলাশয় ভরাট করায় পরিবেশের ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই বিষয়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে অবিলম্বে অবৈধভাবে বুজিয়ে ফেলা পুকুর ও বিলগুলি আবার খনন করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

বেফাঁস শব্দবন্ধ এবং রাজনীতি

শুধু আমার বাংলা কেন, দেশের রাজনীতিতেও উলটোপালটা কথা যেন প্রচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি মাঝেমধ্যেই উলটাপালটা বলে প্রচারের চেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সাল দিদি অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী এখন এমন বেপরোয়া এবং ভীত হয়েছেন যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমনকি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কেও বেফাঁস শব্দ প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

আমি লজ্জিত যে, আমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এত ক্ষমতালোভী। তবে এটা নিশ্চিত যে, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একজন কলতলার ঝগড়ুটে মহিলা ছাড়া কিছু মনে করি না। তবে ১২ মার্চ সম্পাদকীয় কলামে অধ্যাপক জয়জিৎ বণিকের কথাটা যেন আমার এবং অনেক ভদ্র মানুষের মনের কথা।

চিন্ময় মৈত্র
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সমালোচনা সহজ, তবে সমাধানও আছে

পরীক্ষা শেষে বই ছেঁড়ার হীনম্মন্যতা ত্যাগ করে দায়বদ্ধতার পাঠ নিক আগামীর ছাত্রসমাজ।

রাহুল দাস

এআই।

বর্তমান সময়ে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্যটি সামাজিক মাধ্যমে প্রায়শই চোখে পড়ে। কয়েক বছর ধরে এটি যেন এক অপ্রীতিকর রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, যা দেখে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ও হতাশা ব্যক্ত করেন। নতুন প্রজন্মের এমন আচরণ নিয়ে সমালোচনার যথেষ্ট যৌক্তিক কারণও রয়েছে। বই কেবল কাগজের সমষ্টি নয়, বরং তা জ্ঞানচর্চার পবিত্র মাধ্যম এবং এই মাধ্যমকে অবমাননা করা কোনওভাবেই কাম্য হতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, গভীর দায়িত্ববোধ এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সংবেদনশীলতা।

পরীক্ষা শেষের উদযাপন অতীতেও ছিল, তবে তার ধরন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ও মার্জিত। সেসময়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হত বনভোজন, আত্মীয়র বাড়ি ভ্রমণ কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার মধ্য দিয়ে। তবে স্বীকার করতেই হয় যে, উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ অতীতেও সুপ্ত ছিল না; শেষ পরীক্ষার দিনে অনেক সময় পরীক্ষাকেন্দ্রে বেঞ্চ ভাঙা বা আসবাবের ক্ষতি করার মতো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটত। আধুনিক সময়ের সঙ্গে পার্থক্যের জায়গাটি হল প্রচারমাধ্যম। বর্তমান যুগে সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের ফলে এই জাতীয় নেতিবাচক ঘটনাগুলি দ্রুত জনসমক্ষে চলে আসে এবং মুহূর্তের মধ্যে তা সর্বজনীন সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রবণতার গভীরে প্রবেশ করলে বেশ কিছু আর্থসামাজিক কারণ পরিলক্ষিত হয়। একটা সময়ে পাঠ্যবইকে দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হত, যা উত্তরসূরি বা অনুজদের পাঠগ্রহণে সাহায্য করত। কিন্তু বর্তমানে প্রতি বছর পাঠক্রমের দ্রুত পরিবর্তন এবং নিত্যনতুন সংস্করণের ভিড়ে পুরোনো বইয়ের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই কমে গিয়েছে। পাশাপাশি, আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেক অভিভাবকের কাছে শিক্ষা এখন কেবল জ্ঞানার্জনের পথ নয়, বরং সাফল্যের এক কঠোর হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিরন্তর সাফল্যের ইঁদুর দৌড় এবং ভালো ফলের অতিরিক্ত মানসিক চাপ কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর এক ধরনের অবদমিত আক্রোশ তৈরি করে। সম্ভবত সেই অসহনীয় চাপ থেকে সাময়িক মুক্তির লক্ষ্যেই তারা অবচেতনভাবে বই ছেঁড়ার মতো পথ বেছে নেয়।

তবে কেবল সমালোচনা করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক পদক্ষেপ। যাদের বাড়িতে পুরোনো বই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, সেগুলি সুপরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ করে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে যেমন জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ হবে, তেমনি শিক্ষার আলো পৌঁছে যাবে প্রান্তিক স্তরে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সচেতন অভিভাবক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যদি যৌথভাবে একটি বই সংগ্রহ ও বিতরণ কেন্দ্র গড়ে তোলেন, তবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই সংরক্ষণের একটি দায়বদ্ধতা তৈরি হবে। এটি যেমন সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করবে, তেমনি অন্যের প্রয়োজনে নিজের সম্পদ উৎসর্গ করার মানসিকতাও গড়ে তুলবে। পরিশেষে বলা যায়, অভিভাবকদের উচিত সন্তানের ওপর অযৌক্তিক প্রত্যাশার বোঝা না চাপিয়ে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া। পরীক্ষা যে জীবনের একমাত্র মাপকাঠি নয় বরং একটি অংশ মাত্র, এই বোধটি শৈশব থেকেই বপন করা প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমেও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও নৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে আরও নিবিড় আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। যুক্তি প্রমাণাদির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ৩। সমগ্র, সমুদয়, সম্পূর্ণ ৫। সমস্তদিক, সমস্ত স্থান ৭। পাকানো মোটা দড়ি ৯। তোষামুদে, তল্পিবাহক ১১। অতিশয়, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি ১৪। জলে জন্মে এমন শাক ১৫। পদ্ম-এর আরেক নাম।

উপর-নীচ : ১। সপ্ত ভুবনের চতুর্থটি ২। সমব্যথী, মরমি ৩। কিছু দাবি করার নির্দিষ্ট সময় উতরে যাওয়া ৪। নবধা ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত ৬। উত্তাপ, উষ্ণতা ৮। ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর বা চড়াই পাখি ১০। মিথ্যা বড়াইকারী, ফন্দিবাজ ১১। ছোলার আরেক নাম ১২। মর্ম উপলব্ধি করতে পারে এমন, দরদি ১৩। বাসস্থান, আবাস, বাড়ি, বসতি।

সমাধান ■ ৪৩৯২

পাশাপাশি : ১। জম্পেশ ৩। রাহা ৫। রাব ৬। বিরজা ৮। জমিন ১০। নর্মদা ১২। নহলা ১৪। বুধ ১৫। ষড় ১৬। মল্লার।

উপর-নীচ : ১। জয়ধ্বজ ২। শরাসন ৪। হাঙর ৭। জায়া ৯। জান ১০। নরাধম ১১। দামোদর ১৩। হরষ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পশ্চিমবঙ্গে রেল পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

জাতির প্রতি উৎসর্গীকৃত
- বেলদা ও দাঁতন -এর মাঝে তৃতীয় রেললাইন (১৬ কিমি)
- কলাইকুণ্ডা ও কানিমহুলী-এর মাঝে অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং (৫৫ কিমি)

৬টি পুনর্বিকশিত অমৃত স্টেশনের শুভ উদ্বোধন
কামাখ্যাগুড়ি। আনারা। তমলুক। হলদিয়া। বরাভূম। সিউড়ী

শুভ সূচনা
পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি) এক্সপ্রেস

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী
কর্তৃক
শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬
দুপুর ২.৩০ মিনিটে
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

সুবিধাবলী
- উন্নত স্টেশন অ্যাক্সেস
- আধুনিক প্রতীক্ষালয়
- লিফট ও এস্কেলেটর
- যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য
- নতুন ট্রেন পরিষেবা

দক্ষিণেশ্বরের ধাঁচে মোদির ব্রিগেড মঞ্চ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ মার্চ : ব্রিগেডের মেগা শো ঘিরে সাজ সাজ রব। তবে এবারের ব্রিগেডে কেবল লাল পতাকার বিদায় বা ঘাসফুলের আস্ফালন নয়, বরং চেনা 'ট্র্যাডিশন' ভেঙে একদম নতুন সংস্কৃতির আমদানি করছে গেরুয়া শিবির। শনিবার ব্রিগেডের ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য যে বিশাল মঞ্চ তৈরি হয়েছে, তার আদল হুবহু দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের মতো। ১০ ফুট উচ্চতা আর ৮০ ফুট চওড়া এই মঞ্চের কোনায় কোনায় মিশে আছে বাঙালিয়ানা আর হিন্দুত্বের ককটেল। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী থেকে শুরু করে কোচবিহারের রাজবাড়ি, বাঁকুড়ার ঘোড়া আর বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা—পুরো বঙ্গ-সংস্কৃতিকে এক সুতোয় গেঁথে ব্রিগেডে ঝড় তুলতে চাইছেন মোদি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'বিজেপি কোনও রং বদলাতে আসেনি, তারা এসেছে সিপিএম-তৃণমূলের হারিয়ে দেওয়া বাঙালির সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার করতে।' পালটা তৃণমূলের কটাক্ষ, 'ভোটার তালিকা থেকে বাঙালির নাম কেটে এখন মন্দির দেখিয়ে মন গলানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু ভোটাররা অত বোকা নয়।' যদিও সুকান্ত মজুমদারদের সাফ কথা, 'তাঁদের কাছে রাম আর মা কালী এক এবং অদ্বিতীয়। রাজ্যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে 'পরিবর্তন যাত্রা' শুরু করেছিল বিজেপি। শনিবার সেই কর্মসূচির সমাপ্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা।

শনিবার অসমের শিলচর থেকে সোজা দমদম হয়ে দুপুর ২টোয় সভাস্থলে পৌঁছোনোর কথা প্রধানমন্ত্রীর। তবে রাজনীতির ময়দানে পা রাখার আগেই সরকারি কর্মসূচি সেরে ফেলবেন তিনি। প্রায় ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মোদি, যার মধ্যে রয়েছে তমলুক, হলদিয়া ও সিউড়ি স্টেশনের আধুনিকীকরণ এবং নতুন রেলপথের সূচনা। এরপরই শুরু হবে দলীয় সভার আসর, যেখান থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রণডঙ্কা বাজাবেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী থেকে সুকান্ত মজুমদার এদিন দফায় দফায় ব্রিগেড পরিদর্শন করে খতিয়ে দেখেছেন প্রস্তুতির খুঁটিনাটি। এদিকে শনিবার প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভায় থাকছে ৩ হাজার পুলিশের বিশেষ বাহিনী। সভার জন্য বেশকিছু এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

ব্রিগেডে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মোদির সভার মূল মঞ্চ। শুক্রবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরও ৫ উন্নয়ন বোর্ড

কলকাতা, ১৩ মার্চ : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার ঠিক আগেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে 'অসম্মান' করার অভিযোগ তুলে ময়দান কাঁপাচ্ছে বিজেপি। টার্গেট? রাজ্যের নির্ণায়ক আদিবাসী ভোটব্যাংক। কিন্তু রাজনীতির পোড়খাওয়া খেলোয়াড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহজে বিনা যুদ্ধে জমি ছাড়ার পাত্রী নন। গেরুয়া শিবিরের এই রাজনৈতিক বাউন্সার সামলাতে শুক্রবার মোক্ষম এক মাস্টারস্ট্রোক দিলেন তৃণমূল নেত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে সরাসরি ঘোষণা করলেন, রাজ্যের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৫টি নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গড়তে চলেছে নবান্ন।

তালিকায় রয়েছে মুন্ডা ও কোরার মতো আদিবাসী (এসটি) সম্প্রদায়, ডোম (এসসি) এবং কুম্ভকার ও সদগোপের মতো ওবিসি ভুক্ত পিছিয়ে পড়া সমাজ। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'এই বোর্ডগুলি শুধুমাত্র ওই জনগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই রক্ষা করবে না, পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের সার্বিক উন্নতিতেও জোর দেবে।'

> **এই বোর্ডগুলি শুধুমাত্র ওই জনগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যই রক্ষা করবে না, পাশাপাশি তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের সার্বিক উন্নতিতেও জোর দেবে।**
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, উন্নয়নের এই মোড়কের নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক নিখুঁত রাজনৈতিক সমীকরণ। মুর্মু-বিতর্ককে হাতিয়ার করে বিজেপি যখন আদিবাসীদের আবেগে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর যখন রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়ে 'মতুয়া উন্নয়ন বোর্ড'-এর দরবার করে এসেছেন, তখন মমতার এই পদক্ষেপ আসলে ড্যামেজ কন্ট্রোলের অব্যর্থ কৌশল।

একদিকে আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষোভে প্রলেপ দেওয়া, অন্যদিকে বিরোধীদের প্রচারের হাওয়া কেড়ে নেওয়া। তৃণমূলের প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকলেও, এই নয়া বোর্ড গঠনের ঘোষণা করে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, প্রান্তিক মানুষের অধিকার রক্ষায় তিনি একাই একশো। বিরোধীরা অবশ্য একে নিছকই ভোটের ললিপপ বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ছেন না।

কালোবাজারি রুখতে রাস্তায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ

রাজ্যের রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ মার্চ : সারা দেশের মতো বাংলাতেও আছড়ে পড়েছে মারাত্মক এলপিজি ও সিএনজি সংকট। চরম ভোগান্তিতে আমজনতা। আর মানুষের এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রাতারাতি মাথাচাড়া দিয়েছে কালোবাজারি। ডামাডোলের এই চরম পরিস্থিতিতে কড়া পদক্ষেপ করলেন রাজ্যের নয়া রাজ্যপাল আরএন রবি। রাজভবন থেকে সোজা নবান্নের কাছে রিপোর্ট তলব করা হল। কালোবাজারি রুখতে রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল। এই নিয়ে একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার রাজভবনে পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জেলাস্তরে নজরদারি কমিটি গড়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসওপি জারি করেছে রাজ্য সরকার। যদিও রাজ্যে জ্বালানি সংকট নিয়ে নবান্ন ও রাজভবনের এই তৎপরতা নিয়ে এদিন সরকারিভাবে মুখ খোলেনি কোনওপক্ষই।

ইতিমধ্যেই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি) আসরে নেমেছে। লর্ডসের মোড় থেকে মধ্যমগ্রাম, চুঁচুড়া-রাজ্যজুড়ে চলছে ইবি-র তল্লাশি। এদিন সকাল থেকে কোথায় কত সিলিন্ডার মজুত করা হয়েছে, জোগান কতটা, গ্রাহকরা কীভাবে গ্যাস বুক করছেন, তার খোঁজখবর চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।

- কালোবাজারি রুখতে রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে, তা বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল
- এই নিয়ে একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার রাজভবনে পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে
- এদিকে সিলিন্ডারের অভাবে সুন্দরবনে থমকে গিয়েছে ট্রলার

সিলিন্ডারের অভাবে সুন্দরবনে থমকে গিয়েছে ট্রলার, কলকাতার স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিলের রান্নাতেও টান পড়েছে। কলকাতা সর্বশিক্ষা মিশনের চেয়ারপার্সন কার্তিক মান্না বলেন, 'আমাদের ১১৯৮টি স্কুলে প্রতিদিন খাবার যায়। ২ লক্ষ ৩৭ হাজার শিশু মিড ডে মিল থেকে খাবার পায়। বেশিরভাগ স্কুলে ক্লাস্টার কিচেন থেকে খাবর যায়। কলকাতায় ৯৭টি ক্লাস্টার কিচেন রয়েছে। আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে।'

কেন্দ্রের তরফে পর্যাপ্ত গ্যাস রয়েছে বলে বারবার আশ্বাস দেওয়া হলেও আমজনতার উদ্বেগ এখনও কাটেনি। বরং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এলপিজি সিলিন্ডারের অভাব ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। মানুষের সংকটের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু ব্যক্তির দৌরাত্ম্য বেড়েছে। এই অবস্থায় প্রভাব পড়েছে হোম ডেলিভারি ব্যবসাতেও। কলকাতার কফি হাউসেও সিলিন্ডারের বদলে ইনডাকশনে চলছে রান্নাবান্নার কাজ। বিকল্প জ্বালানির আশ্রয় নেওয়ায় ডেকার্স লেনে বেশকিছু খাবারের দামও বেড়েছে।

খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হুঁশিয়ারির পরেই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। এসওপি জারি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চলছে। তবে সরকার ও রাজভবন এই তরজা নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও, ভোটের মুখে এই গ্যাস-সংকট যে শাসকদলের রক্তচাপ বাড়াচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

সোনা পাপ্পুর ইফতারে হেভিওয়েটরা!

কলকাতা, ১৩ মার্চ : খাতায়-কলমে তিনি পলাতক। কাঁকুলিয়া গুলি-বোমা কাণ্ডের মূল চক্রী সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারকে নাকি হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ! অথচ কসবা থানা থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে তাঁরই সভাপতিত্বে হতে চলেছে মেগা ইফতার ও ইদ মিলন উৎসব।

শুধু কি তাই? গা ঢাকা দিয়ে ফোনে বসেই গোটা অনুষ্ঠানের রিমোট কন্ট্রোল নাড়ছেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে প্রধান অতিথি হিসেবে জ্বলজ্বল করছে খোদ কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়, মন্ত্রী জাভেদ খান থেকে শুরু করে বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট শাসকনেতাদের নাম! যে ফিরহাদ খোদ পাপ্পুর সাঙ্গোপাঙ্গদের জামিন পাওয়া নিয়ে কদিন আগে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন, তাঁর নামই পলাতক আসামির কার্ডে! পুলিশের এই 'অন্ধত্ব' কি তবে নিছকই রাজনৈতিক চাপের ফসল? বিরোধীদের অভিযোগই যেন সিলমোহর পাচ্ছে এই ঘটনায়।

রবির হাতে গীতা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৩ মার্চ: শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান এড়িয়েছিলেন, কিন্তু তার ঠিক পরের দিনই রাজভবনে নয়া রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গীতা ও গোলাপ দিয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণ ও অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার অভিযোগও শানালেন তিনি।

ভোটের আগে রাজ্যপাল বদল এবং শুভেন্দুর এই 'একান্ত সাক্ষাৎ' ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আগেই এ রাজ্যে অবাধ ভোটের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন-এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মহলের ফিশফাশ, ৩৫৬ ধারার ফাঁদে পা না দিয়ে, ভোটের ফল বেরোনোর পর নয়া সমীকরণের ঘুঁটি সাজাতেই আগাম এই আলোচনা সেরে এলেন না তো বিরোধী দলনেতা?

খড়গপুরে পদ্ম আঁকলেন দিলীপ

মেদিনীপুর, ১৩ মার্চ: খড়গপুরের তিন নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির দখল করা দেওয়ালে তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার মুছে পদ্ম আঁকলেন দিলীপ ঘোষ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে খড়গপুর শহরে জনসম্পর্ক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন তিনি। শুক্রবারও চা চক্র সহ খড়গপুর শহরে পথসভা করেছেন।

সম্প্রতি খড়গপুর শহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রবীর ঘোষ বিজেপির চিহ্নিত করা দেওয়ালে যে প্রচার লিখনী শুরু করেছিলেন এদিন দিলীপ ঘোষ তা মুছে দিয়ে পদ্মফুল আঁকেন। এরপর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গুচ্ছ অভিযোগ তুলে গ্যাস সংকট ইস্যুতে বলেন, পর্যাপ্ত পরিমান গ্যাসের জোগান রয়েছে। কিন্তু কালোবাজারি যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এই গ্যাস সংকট ইস্যু শাসক দলের মদতে হচ্ছে।

ডিএ ধর্মঘটে অচল হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ মার্চ: বকেয়া ডিএ-র দাবিতে শুক্রবার রাজ্যজুড়ে সরকারি কর্মীদের ধর্মঘটে ধরা পড়ল মিশ্র ছবি। নবান্ন বা নব মহাকরণে উপস্থিতির হার স্বাভাবিক থাকলেও, ধর্মঘটের জেরে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপ্রক্রিয়া!

এদিন সকাল থেকেই নবান্ন, খাদ্যভবন ও নব মহাকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে হাজিরা দিলেও অনেক কর্মীই 'পেন ডাউন' করে প্রতিবাদ জানান। তবে দিনভর এই টানাপোড়েনের মাঝে নজর কেড়েছে কলকাতা হাইকোর্ট, যেখানে কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে বিচারপ্রক্রিয়া কার্যত থমকে যায়। ৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্ট ডিএ নিয়ে রায় দিলেও রাজ্য সরকার বাড়তি সময় চেয়ে আবেদন করে। এর প্রতিবাদেই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ ও রাজ্য কর্মচারী পরিষদ যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি, ৯০ শতাংশ কর্মী 'পেন ডাউন' করে এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করেছেন। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকের দপ্তরের মূল গেটে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, হুগলি— জেলায় জেলায় তালা ঝুলেছে স্কুল ও সরকারি অফিসে। জেলাগুলিতে বহু স্কুল ও সরকারি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় আন্দোলনকারীদের। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের হুঁশিয়ারি, 'কর্মচারীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা আর বঞ্চনা সইবেন না!'

তবে এদিনের ধর্মঘটের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না শাসক দল। রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, 'সব কাজ হয়েছে, ধর্মঘটের কোনও প্রভাবই পড়েনি।' নবান্ন আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিল, কাজে না এলে বেতন কাটা যাবে। তবে এই তরজার মাঝেই মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বড় প্রতিশ্রুতি— 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে কর্মীদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

ভোটের মুখে ডিএ-ক্ষোভ যে শাসক শিবিরের অস্বস্তি অনেকটাই বাড়াল, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

ভারতীয় বায়ু সেনা INDIAN AIR FORCE
JOIN INDIAN AIR FORCE AS AN AGNIVEERVAYU

INDIAN AIR FORCE INVITES UNMARRIED INDIAN MALE AND FEMALE CANDIDATES TO APPEAR IN RECRUITMENT RALLY FROM 20 MAR 2026 TO 23 MAR 2026 TO JOIN THE IAF AS AGNIVEERVAYU (OTHER THAN SCIENCE) INTAKE 02/2026 AT SHILLONG (MEGHALAYA).

1.	Venue / Location	HQ Eastern Air Command IAF, Nonglyer PO Upper Shillong, Meghalaya-793009
2.	Marital Status and Date of Birth Block	Candidate should be unmarried and born between **02 July 2005 and 02 January 2009 (both dates inclusive).**
3.	Educational Qualification	Candidate should have passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent Examination in any stream/ subjects from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English. **OR** Passed two years Vocational Course from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/Matriculation if English is not a subject in Vocational Course). **OR** Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical / Electrical/ Electronics/ Automobile/ Computer Science/ Instrumentation Technology/ Information Technology) from Central, State and UT recognised Polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Diploma Course (or in Intermediate/Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course). **Note-1.** Education Boards recognised by Central, State and UT as on date of selection test shall only be permitted. **Note-2.** Exact aggregate percentage of marks before decimal as written in the marks sheet of 10+2/ Intermediate/ Equivalent Examination/ Three years Diploma Course/ Two years vocational course OR calculated as per the rules of concerned Education Board/ Polytechnic Institute shall only be considered (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be rounded off to 50%).
4.	Stream	Agniveervayu (other than science).
5.	Time & Date of Rally	Reporting time at Rally Venue: **6 AM on 20 Mar (For female) and 22 Mar 26 (For male)**(as per details given below at Para 6) & Last time to report **1000 Hr.**
6.	Domicile States Covered	**20 Mar 26**: Female candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim. **22 Mar 26**: Male candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim.

FOR DETAILED ADVERTISEMENT LOG ON TO WEB PORTAL https://agnipathvayu.cdac.in

Scan QR code for detailed information

CBC 10803/11/0031/2526

আগামী সপ্তাহে অতিরিক্ত তালিকা?

কলকাতা, ১৩ মার্চ : শনিবার ১৪ মার্চ কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্রিগেড সভার পর যে কোনও সময় ভোট ঘোষণা হতে পারে। সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সভার বিষয়টি উল্লেখ না করলেও ১৪ মার্চের পর ঘোষণার জন্য প্রস্তুত থাকতে সিইও দপ্তরকে বলেছে কমিশন। কমিশনের সেই বার্তা পাওয়ার পর রাজ্য, জেলা প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় নোডাল এজেন্সিগুলিকেও সেই বার্তা পাঠিয়েছে সিইও দপ্তর। এদিন পর্যন্ত বিচারাধীন তালিকার নিষ্পত্তি ১৫ লক্ষের কিছু বেশি হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যের নির্বাচনি পর্যবেক্ষক এবং রোল অবজারভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেন, 'খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহে অতিরিক্ত তালিকার প্রথম কিস্তি প্রকাশের নির্দেশ দিতে পারেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 66G 71938 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন, " যে কোনো মহিলার জন্য নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকাটা একটা বড় শক্তির জায়গা। তাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির এই বড় সাহায্যকে আমি স্বাগত জানাই। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমাদের জীবনকে ভবিষ্যতে আরও নিরাপদ এবং আরামদায়ক করে তুলবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সুপর্ণা বিশ্বাস - কে 14.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পৃথিবীর পাঠশালা

রাস্তায় যখন গুড়ের সুনামি

জলের সুনামি বা জলোচ্ছ্বাসের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু রাস্তায় যদি আস্ত গুড়ের সুনামি আছড়ে পড়ে। ১৯১৯ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরে ঠিক এমনই এক ভয়ংকর অথচ অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একটি বিশাল কারখানার মজুত করার ট্যাংক ফেটে গিয়ে প্রায় তেইশ লক্ষ গ্যালন ঘন এবং আঠালো চিটেগুড় রাস্তায় ধেয়ে আসে। প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু সেই গুড়ের ঢেউ ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে শহরের ওপর আছড়ে পড়েছিল। সেই ধাক্কায় বাড়িঘর ভেঙে যায়, গাড়ি উলটে যায় এবং একুশজন মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। আঠালো গুড়ে আটকে পড়ে বহু মানুষ ও ঘোড়া। উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে পুলিশ ও দমকলকর্মীরাও হিমসিম খান। কয়েক সপ্তাহ ধরে সমুদ্রের নোনা জল দিয়ে ধুয়ে শহরের রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই ঘটনার কয়েক দশক পর পর্যন্ত গরমকালে বোস্টনের রাস্তায় সেই মিষ্টি গুড়ের গন্ধ পাওয়া যেত।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী কুকুর

কুকুররা সাধারণত মানুষের দেওয়া খাবারে বাঁচে। কিন্তু গুন্থার ফোর নামের জার্মান শেফার্ড কুকুরটি সম্পত্তির দিক থেকে বিশ্বের অনেক বড় বড় শিল্পপতিকেও হার মানাবে। এই কুকুরের ব্যাংক ব্যালেন্স প্রায় সাড়ে তিনশো মিলিয়ন ডলার বা প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। নয়ের দশকে এক জার্মান কাউন্টেস মৃত্যুর আগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পোষা কুকুরের নামে লিখে দিয়ে যান। সেই থেকে একটি বিশেষ ট্রাস্ট এই কুকুরের দেখভাল করে। ইতালিতে তার নিজস্ব রাজপ্রাসাদ আছে, যাতায়াতের জন্য আছে ব্যক্তিগত বিমান এবং তাকে রোজ পাহারা দেয় একদল নিরাপত্তারক্ষী। তার রোজকার খাবারে থাকে দামি ক্যাভিয়ার আর টাটকা মাংস। কুকুরের এমন আলিশান জীবন দেখলে যে কারও চোখ কপালে উঠতে বাধ্য।

চোখের পাতায় লেখা আস্ত বই

বই লিখতে গেলে হাত আর কলম লাগে। কিন্তু ফরাসি সাংবাদিক জ্যঁ-ডোমিনিক ববি কেবল চোখের পাতা নেড়ে আস্ত একটি বই লিখে ফেলেছিলেন। এক ভয়ংকর স্ট্রোকের পর তাঁর পুরো শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে লকড-ইন সিনড্রোম। তাঁর কেবল বাঁ চোখটি সচল ছিল। এক বিশেষ থেরাপিস্ট তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। থেরাপিস্ট বর্ণমালার অক্ষরগুলো পরপর বলতেন, আর সঠিক অক্ষরটি এলেই জ্যঁ চোখের পলক ফেলতেন। এইভাবে টানা দশ মাস ধরে প্রায় দু'লক্ষ বার চোখের পাতা নেড়ে তিনি একটি কালজয়ী আত্মজীবনী লিখে শেষ করেন। মনের জোর থাকলে মানুষ যে কতটা অসাধ্যসাধন করতে পারে, এটি তার এক অনন্য প্রমাণ।

যমজ মানুষের আজব গ্রাম

রাস্তায় একজন যমজ দেখলে আমরা থমকে তাকাই। কিন্তু ভারতের কেরলের কোডিনহি গ্রামে গেলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে। কারণ এই ছোট্ট গ্রামে প্রায় চারশোর বেশি যমজ জোড়া রয়েছে। স্কুলে, বাজারে, চায়ের দোকানে—সব জায়গায় কেবল যমজ আর যমজ। সাধারণত যেখানে হাজারে চার বা পাঁচ জন যমজ জন্মায়, সেখানে এই গ্রামে সেই হার প্রায় দশ গুণ বেশি। বিজ্ঞানীরা বছরের পর বছর ধরে এই গ্রামের জল, মাটি এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিন্তু কেন এখানে এত যমজ বাচ্চা জন্মায় তার কোনও স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণ আজও খুঁজে পাননি। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়াল গ্রামটিকে বিশ্বের দরবারে এক রহস্যময় জায়গা করে তুলেছে।

জেতার ক্ষমতাই টিকিট বণ্টনে অগ্রাধিকার পদ্মের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের

পুরোনোদের ওপর আস্থা উত্তরে

নবনীতা মণ্ডল ও নীতেশ বর্মন

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : বাংলায় ভোট ঘোষণা যে কোনওদিন হয়ে যেতে পারে। তড়িঘড়ি ঘর গোছাতে ইতিমধ্যে রাজ্যের প্রায় ১৪০ আসনে প্রার্থীদের নামে প্রাথমিক সিলমোহর দিয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ বরাবরই দলের তুরুপের তাস। ৫৪টি আসনের এই অঞ্চলকে দল নিজেদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে দেখে বলে প্রার্থীপদে ঢালাও বদল আসছে না। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিধায়কদের আবার টিকিট দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'এত প্রলোভন সত্ত্বেও যারা দল ছাড়েনি, তারা তো পুরস্কার পাওয়ারই যোগ্য।'

তবে যেসব আসনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে, সেখানে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও নয়াদিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির গত দু'দিনের বৈঠকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, দাক্ষিণ্য নয়, জেতার ক্ষমতাই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রধান মাপকাঠি।

বিধায়ক গোপাল সাহা ও শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে সংগঠনের ভেতরে ক্ষোভ থাকায় মালদা এবং ইংরেজবাজারের মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ আসনে নতুন মুখ দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। একইভাবে দক্ষিণ দিনাজপুরে সুকান্ত মজুমদারের খাসতালুক গঙ্গারামপুর এবং তপন আসনেও প্রার্থী বদলের প্রবল সম্ভাবনা। টিকিট নিয়ে অভিমানে ওই জেলার সভাপতি শুক্রবারই ইস্তফা দেওয়ায় জলঘোলা শুরু হয়েছে।

কার্সিয়াং আসনের বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় ওই কেন্দ্রে নতুন মুখ আনা নিশ্চিত। কোচবিহারের রাজনীতিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অন্যতম নাম। তাঁকে টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনও ঝুলে আছে। বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্রে খবর, নিশীথ নিজে মাথাভাঙ্গা বা নাটাবাড়িতে লড়তে আগ্রহী। বয়সজনিত কারণে যে বিধায়কদের মনোনয়ন নাও দেওয়া হতে পারে, তাঁদের অন্যতম নাটাবাড়ির মিহির গোস্বামী।

নাটাবাড়ি ছাড়াও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, কোচবিহার দক্ষিণ ইত্যাদি আসনে বয়সজনিত কারণে এখনকার বিধায়করা মনোনয়নে বাদ পড়তে পারেন। যদিও দলের এক সাংসদ জানালেন, কোনও বিধায়কের জনপ্রিয়তা বেশি থাকলে শেষমুহূর্তে টিকিটের দৌড়ে পাশ করেও যেতে পারেন। পারফরমেন্সের বিচারে দলে পিছিয়ে আছেন মাথাভাঙ্গা, ফাঁসিদেওয়া, গাজোল, কালিয়াগঞ্জ ইত্যাদি কেন্দ্রের বিধায়করা। সেই আসনগুলিতে নতুন মুখের চিন্তাভাবনা রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের।

বিজেপি সূত্রে খবর, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, তুফানগঞ্জ, ফালাকাটা, উত্তর দিনাজপুরের আসনে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা কম। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন গত বিধানসভা নির্বাচনে অন্য বিজেপি বিধায়কদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতেছিলেন। রাজবংশী সমাজে তিনি পরিচিত মুখ এবং সংঘ ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব প্রার্থী ঠিক করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। কারা টিকিট পাবেন, তা আগাম বলা যাচ্ছে না। কিছুটা আভাস মিললেও বাইরে বলা যাবে না।' গত বিধানসভায় উত্তরের ৫৪টির মধ্যে বিজেপি ৩০ আসনে জিতলেও এখন ২৪ জন রয়েছেন। বাকিদের কেউ দল বদল করেছেন, নয়তো উপনির্বাচনে হেরেছেন।

বিজেপির শীর্ষস্তরের নেতাদের বাছাইয়ের পর শেষমুহূর্তে দরকার হবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সবুজ সংকেত। দলের তরফে স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকেই প্রধান প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। বিবেচনায় রয়েছে নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ, কাজের খতিয়ান এবং আরও কয়েকটি দিক। দিল্লি স্পষ্ট করে দিয়েছে, লবি বা ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, যে প্রার্থী তৃণমূলকে টেক্কা দিয়ে আসন ছিনিয়ে আনতে পারবেন, তাঁকেই দেওয়া হবে টিকিট।

দিল্লির বৈঠকের সিদ্ধান্তের আভাস উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের একাংশ পেয়ে কলকাতা ছোটাছুটি শুরু করেছে। এক বিধায়ক তড়িঘড়ি কলকাতায় গিয়ে এক দাপুটে শীর্ষ নেতার দ্বারস্থ হয়েছেন। নাম না প্রকাশের শর্তে রাজ্যের এক নেতা বলেন, 'বেশ কয়েকজন বিধায়ক টিকিট নাও পেতে পারেন। তবে কিছু বিধায়ককে শেষপর্যন্ত পাশ মার্কস দিয়ে টিকিট দেওয়া হতে পারে।'

- রাজ্যের প্রায় ১৪০ আসনে প্রার্থীদের নামে প্রাথমিক সিলমোহর দিয়েছে বিজেপি
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বেশি এমন আসনে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না
- জেতার ক্ষমতাই প্রার্থী বাছাইয়ের প্রধান মাপকাঠি

> কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব প্রার্থী ঠিক করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। কারা টিকিট পাবেন, তা আগাম বলা যাচ্ছে না। কিছুটা আভাস মিললেও বাইরে বলা যাবে না।
>
> **বাপি গোস্বামী** সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য বিজেপি

হাসপাতালে স্বপ্নার বাবা

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এবং সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া স্বপ্না বর্মনের বাবা হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বপ্নার বাবা পঞ্চানন বর্মন (৭২) ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় তিনটের সময় কালিয়াগঞ্জের বাড়ি থেকে পঞ্চাননকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু নিউরোলজিক্যাল চিকিৎসার জন্য শুক্রবার দুপুরে তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনায় বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী স্বপ্না কার্যত ভেঙে পড়েছেন। এনিয়ে মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, 'গভীর রাতে ভর্তি করার পর বিশেষ মেডিকেল টিম বানিয়ে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল হাসপাতালে ভর্তির আগেই। পাশাপাশি শুক্রবার সকালে দুইবার তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তবে নিউরো চিকিৎসার জন্য তাঁকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এদিকে স্বপ্না বলেছেন, 'বাবা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক, এই কামনা করছি।' এদিকে, খবর পেয়ে রাতেই মেডিকেল কলেজে ছুটে গিয়েছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। এছাড়া আসেন জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রমিক নেতা পুণ্যব্রত মিত্র, অজয় সিং, কাউন্সিলার টিঙ্কু বিশ্বাস। পরে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপও মেডিকেল কলেজে ছুটে আসেন। মহুয়া বলেন, 'স্বপ্না এখন আমাদের দলের কর্মী। ওর পাশে তৃণমূল সর্বক্ষণ রয়েছে। সবেমাত্র তিনি দলে যোগ দিয়েছেন। স্বপ্নার পাশে থাকাটাই এখন বড় কাজ।'

ল্যাপটপ চুরিতে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : কলেজের একই ব্যাচের ছাত্র তাঁরা। একে অন্যের বাড়িতে যাওয়া-আসাও ছিল। সেই বন্ধুই যে এমন কাণ্ড ঘটাবেন সেটা ভাবতে পারেননি রাকিবুল আলম। রাকিবুল হিমাঞ্চল বিহারের বাসিন্দা। রাকিবুলের বন্ধু আজম ফাইজিও হিমাঞ্চল বিহারে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকেন। পরিবারের সদস্যরা ঘুরতে যাওয়ায় রাকিবুল ফ্ল্যাটে একাই ছিলেন। বন্ধু আজমকে তিনি এই কথা জানিয়েও ছিলেন।

বুধবার বাড়িতে তালা লাগিয়ে রাকিবুল মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন তালা ভাঙা। উধাও ল্যাপটপ। অভিযোগ জানাতে রাকিবুল মাটিগাড়া থানায় যান। এরপর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতেই রাকিবুলের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। ফুটেজে দেখা যায় আজম রাকিবুলের ফ্ল্যাটের তালা ভেঙে ল্যাপটপ চুরি করছেন। সঙ্গী আরও একজন। তদন্তে নেমে মাটিগাড়া থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে আজম এবং তাঁর সঙ্গী ওয়াসিম আঞ্জুমকে গ্রেপ্তার করে। ওয়াসিমও শহরের কলেজ পড়ুয়া। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ চুরি যাওয়া ল্যাপটপটি বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, আজম পূর্ণিয়ার বাসিন্দা। ওয়াসিমের বাড়ি করণদিঘিতে। ওয়াসিম সূর্য সেন কলোনিতে ভাড়া থাকেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রথমে আজম জানান, রাকিবুল তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ায় ল্যাপটপ চুরি করেন। রাকিবুল ধার নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। এরপর আজম জানান, তাঁর টাকার প্রয়োজন ছিল, এই কারণেই তিনি বন্ধুর ল্যাপটপ চুরি করেছেন।

শুরু উৎসব... *প্রভু রঘুনাথের রথ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন ভক্তরা। বৃন্দাবনে শুক্রবার। -পিটিআই*

ফাঁকা আসন নিয়ে ছুটল পদ্মের ট্রেন

আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : আরে, যেখানে ফাঁকা সেখানকার ছবি কেন তুলছেন? যেখানে ভিড় সেখানকার ছবি তুলুন না! শনিবার ব্রিগেডে বিজেপির পরিবর্তন সভা। সেখানে যাওয়ার জন্য আলিপুরদুয়ার থেকে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুক্রবার ওই ট্রেনের এস-২ কোচে উঠে ছবি তোলার সময় বিজেপি কর্মীরা এমনই মন্তব্য করছিলেন। নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগেও ওই কোচের বেশ কয়েকটি আসন ফাঁকা ছিল। এস-১ কোচ আরও বেশি ফাঁকা ছিল। কর্মীদের কেউ কেউ একাই গোটা সিটজুড়ে শুয়ে ছিলেন। ট্রেন ভরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়া হবে বলে পদ্ম শিবির পরিকল্পনা করেছিল। সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়ায় বিজেপি শিবিরের অন্দরেই প্রশ্ন উঠেছে।

এদিন এনজেপি এবং শিলিগুড়ি জংশন থেকে ট্রেনে বিজেপি নেতা, কর্মীরা বিগ্রেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। দলীয় সূত্রে খবর, জংশন থেকে হাজার খানেক এবং এনজেপি থেকে কয়েকশো লোক দুটি ট্রেনে উঠেছেন। জংশনে ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এনজেপিতে ছিলেন দলের রাজ্য সহ সভাপতি রথীন বসু, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সভাপতি অরুণ মণ্ডলরা। আনন্দময়ের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর জনসভা লড়াইয়ের পথ দেখাবেন। কর্মীদের মধ্যে চরম উৎসাহ রয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে তিনটি ট্রেনে প্রায় ৮ হাজার নেতা-কর্মী কলকাতায় যাচ্ছেন বলে এদিন নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস জানান। অঙ্কের হিসেবে একটি ট্রেনে প্রায় ২৬০০ জন করে কর্মী যাওয়ার কথা। ১০ হাজার কর্মী-সমর্থককে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে বলে ধরে নিয়ে পদ্ম শিবিরের তরফে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তিনটি ট্রেনের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী ফালাকাটার জন্য একটি, কুমারগ্রাম ও আলিপুরদুয়ার বিধানসভার জন্য একটি এবং মাদারিহাট ও কালচিনি বিধানসভার জন্য আরেকটি ট্রেন বরাদ্দ হয়।

কুমারগ্রাম ও আলিপুরদুয়ার বিধানসভার জন্য বরাদ্দ ট্রেনটি কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন থেকে এসে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে পৌঁছায়। মোট ১৫টি কোচের মধ্যে ১৪টিতে ৭২টি করে আসন ছিল এবং একটিতে আসন সংখ্যা কিছুটা কম ছিল। সব মিলিয়ে প্রায় ১০৫০টি আসন থাকলেও দুই বিধানসভা মিলিয়ে সেই ন্যূনতম সংখ্যাটুকুও জেলা কমিটি পূর্ণ করতে পারেনি। ফালাকাটা এবং মাদারিহাট ও কালচিনি বিধানসভার ক্ষেত্রে যে দুটি ট্রেন দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতেও এদিন মোটেও ঠাসা ভিড় দেখা যায়নি। এই ব্যর্থতা নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে।

জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মানিক সাহা এই পরিস্থিতির জন্য দুর্যোগকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতের বৃষ্টিতে অনেকের ফসল নষ্ট হয়েছে। এই দুর্যোগের জন্য অনেকেই যেতে পারেননি। আর অন্য কোনও কারণ নেই।' আলু তোলা এবং ঘর তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেকে যেতে পারেননি বলেও দলীয় নেতারা জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। দলের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'ওদের সঙ্গে লোক নেই। ভাঁওতা দিয়ে তো লোক সবসময় পাওয়া যায় না। তাই ওরা কলকাতায় লোক নিয়ে যাওয়া নিয়ে সমস্যায় পড়েছে।'

ট্রেনে যাতায়াতের পথে কর্মীদের জন্য পদ্ম শিবিরের তরফে অবশ্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জলের বোতল দেওয়ার পাশাপাশি সকালে চা ও মুড়ি দেওয়া হয়েছে। দুপুরে খাওয়ার জন্য ডিম-ভাতের প্যাকেট আলিপুরদুয়ার থেকেই ট্রেনে তোলা হয় এবং রাতেও খাবারের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি মণ্ডলের জন্য পৃথকভাবে এই দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে সব ছাপিয়ে ট্রেনে ভিড় উপচে না পড়ার বিষয়টিই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জমা জলে ক্ষোভ শহরে

প্রথম পাতার পর

এদিন ঘুরপথে চলাচল করতে দেখা যায়। এমনকি ওই এলাকার স্থানীয়রা বিশেষ প্রয়োজনে ফুলেশ্বরী হয়ে চলাচল করেন। যার জেরে এদিন সকাল প্রায় পৌনে ৯টা থেকে ফুলেশ্বরী এলাকায় যানজট সমস্যার সৃষ্টি হয়। একসময় সেই যানজট তীব্র আকার নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আসরে নামলেও কোনও সুরাহা হয়নি। এরপরই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশ আসরে নামেন। শেষমেশ নেতাজি মোড়, ভবেশ মোড় ও গোরা মোড় এলাকা থেকে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা ফুলেশ্বরী পৌঁছান। শেষপর্যন্ত প্রায় পৌনে ১২টা নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ফুলেশ্বরী এলাকার ব্যবসায়ী রাজা ভৌমিক বললেন, 'বাড়িভাসা সংলগ্ন এলাকার আন্ডারপাস জলমগ্ন হয়ে থাকায় অধিকাংশ গাড়ি ফুলেশ্বরী হয়ে চলাচল শুরু করে। এর জেরে সকাল থেকেই যানজট শুরু হয়। ফুলেশ্বরী থেকে এনজেপি কিংবা হাসমি চক যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। একইভাবে ডাবগ্রাম কিংবা সুভাষপল্লি যাওয়ার রাস্তাতেও যানজট ঊর্ধ্বমুখী ছিল।' ফুলেশ্বরী এলাকায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরে যানজটে আটকে থাকা গাড়িচালক কমল দাসের বক্তব্য, 'বাড়িভাসা সংলগ্ন এলাকার আন্ডারপাস হয়ে চলাচল করা যাচ্ছে না। জল জমে আছে। ফলে ফুলেশ্বরী হয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু এই পথে যা যানজট তাতে সমস্যা আরও বাড়ছে।'

শহরের একাধিক এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন পুরনিগমকে দেগে বলেন, 'শহরের বিভিন্ন এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। নর্দমাগুলি পরিষ্কার না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, বৃষ্টির জল জমে শহরের একাধিক এলাকার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। মেয়র ওই অভিযোগ মানতে চাননি। জমা জল ইস্যুতে এদিন দুপুরে তিনি বিশেষ বৈঠক সারেন। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'আমরা রাতভর পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালিয়েছি। বেশকিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে নির্মাণসামগ্রী জলের তোড়ে ভেসে নিকাশিনালার গতিপথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ করে দ্রুত সেসব সরিয়ে দেব।' নির্মাণকাজে ঢিলেমি করে নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিচারক অসুস্থ

কোচবিহার, ১৩ মার্চ : হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন শীতলকুচি বিধানসভায় এসআইআর সংক্রান্ত লিগ্যাল অফিসারের দায়িত্বে নিযুক্ত আসানসোলের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক অঞ্জন সেনগুপ্ত। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ তাঁকে কোচবিহার শহরের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর সংক্রান্ত সমস্যা মেটাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এলাকাভিত্তিক বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের। শীতলকুচি বিধানসভার দায়িত্বে ছিলেন অঞ্জন। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যায় ভুগছেন বিচারক। চিকিৎসকদের একটি বিশেষজ্ঞ দল তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর কড়া নজর রাখছেন। অতিরিক্ত কাজের চাপ সামলাতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের।

টাকায় পাস

প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রপতি দর্শনের জন্য তাঁদের প্রায় তিনদিনের রোজগার দিয়ে ডেলিগেট পাস বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কিন্তু তা কতটা যুক্তিযুক্ত? চুনিয়া এবারে যেন আরও ব্যাকফুটে, 'মাঠ পরিবর্তন নিয়ে এক ধরনের কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছিল। পরে, অবশ্য পাস ছাড়াও অনেককে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল।' ৭০০ টাকা দিয়ে ডেলিগেট পাস সংগ্রহ করাটা অনেকের পক্ষে বেশ কষ্টকর ছিল বলে বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্রের মাঠের মাঝিথানের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কমিটির সদস্য সুখলাল মুর্মু স্বীকার করেছেন।

তবে কি বাণিজ্যিক কারণেই এই উদ্যোগ? বেশ পরিকল্পনা করেই ডেলিগেট পাসের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এজন্য ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়। ডেলিগেট পাসে অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে বিধাননগরের নাম লেখা হলেও শেষ মুহূর্তে ঠিকানা বদলে গোঁসাইপুর করা হয়। সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি নরেশকুমার মুর্মুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি সাড়া দেননি। একটা সময়ের পর তাঁর ফোন সুইচড অফ হয়ে যায়।

ঋতুকালীন ছুটিতে না আদালতের

প্রথম পাতার পর

প্রধান বিচারপতির মতে, এমন ছুটির দাবি কর্মরতা মহিলাদের মনে মনস্তাত্ত্বিক ভীতি তৈরি করতে পারে যে, তাঁরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছেন। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, 'এই ধরনের আর্জি মহিলাদের মনে হীনম্মন্যতা তৈরি করতে পারে এবং ঋতুস্রাবকে নেতিবাচক শারীরিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরতে পারে।'

যদিও শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, 'ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি একটি ইতিবাচক অধিকার। কিন্তু আইন করে বেতন সহ ছুটি বাধ্যতামূলক করলে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে মহিলাদের কাজে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা তৈরি হওয়ার বাস্তব আশঙ্কা থাকে।' শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীর আইনজীবী কেরলের উদাহরণ টেনে বলেন, স্কুলে ঋতুকালীন ছুটির নিয়ম শিথিল করা হয়েছে এবং অনেক বেসরকারি সংস্থা স্বেচ্ছায় এই সুবিধা দিচ্ছে।

জবাবে আদালতের বক্তব্য ছিল, 'স্বেচ্ছায় ছুটি দেওয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু যখনই আপনি আইনে বাধ্যতামূলক করবেন, তখন আর কেউ মহিলাদের চাকরি দিতে চাইবে না। এমনকি বিচার বিভাগ বা সরকারি চাকরিতেও তাঁরা ব্রাত্য হয়ে পড়বেন। তাঁদের কর্মজীবনই শেষ হয়ে যাবে। তখন বলা হবে তোমরা সবাইকে জানিয়ে বাড়িতেই বসে থাকো।'

আদালত অবশ্য সরকারি কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে ঋতুকালীন ছুটির বিষয়ে একটি সঠিক নীতিমালা তৈরি করা যেতে পারে জানিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে, গত জানুয়ারিতে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধিকে একজন কিশোরীর সম্মান ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল।

সুকুমার সেন স্মরণ

বাগডোগরা, ১৩ মার্চ : 'সুকুমার সেন : ফিরে দেখা' শীর্ষক দু'দিনের আলোচনাচক্র শুক্রবার শেষ হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা বিভাগ আয়োজিত ওই আলোচনাচক্রের শেষদিন ভাষাচার্য সুকুমার সেনের জীবনী ও সাহিত্যকর্মের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। আলোচনায় উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানের নামকরণের প্রসঙ্গ। শিলিগুড়ি শহরের নামকরণ ও উৎপত্তির ইতিহাস, ধিমাল জাতির ভাষাসংকট ইত্যাদিও উঠে আসে গবেষক ও বক্তাদের কথায়। বানানের বিভ্রান্তিজনিত সমস্যাও ছিল আলোচনায়। উপস্থিত ছিলেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নিখিলচন্দ্র রায়। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন অধ্যাপক সুনন্দনকুমার সেন, অধ্যাপক সমীর কর্মকার, অধ্যাপক অর্জুনদেব সেন শর্মা প্রমুখ।

দ্রৌপদী কাণ্ডে তুঙ্গে সংঘাত

প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত এবং বিদায় জানাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'প্রোটোকল মেনে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার এবং দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক উপস্থিত ছিলেন। তার পরেও কীভাবে কী হল বলতে পারব না।'

এক পুলিশকর্তার কথায়, 'রাষ্ট্রপতি পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আচমকা সড়কপথে বিধাননগরে গিয়েছিলেন। ওই এলাকা দার্জিলিং জেলা পুলিশের মধ্যে পড়ে। সেখানে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের কোনও ভূমিকা ছিল না।' অপর এক পুলিশকর্তার কথায়, 'ওইদিন পুলিশ কমিশনার কখন অফিস থেকে বেরিয়েছেন, কখন অফিসে ফিরেছেন, রাষ্ট্রপতির কর্মসূচিতে ছিলেন কি না, সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই প্রমাণ হবে।'

বারবার টেলিফোন করা হলেও অবশ্য দার্জিলিংয়ের বিদায়ি জেলা শাসক ও শিলিগুড়ির পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় তাঁদের বক্তব্য জানা যায়নি।

তবে কেন্দ্রের কড়া অবস্থান দেখে নবান্ন সিঁদুরে মেঘ দেখছে। অতীতে কলাইকুন্ডায় একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে গেলে তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও চলে যাওয়ায় তাঁকে শোকজও করা হয়। তা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলাপনের মামলা এখনও চলছে। ফলে আলাপন অবসরের পর আর্থিক সুযোগসুবিধা পাননি।

তথ্য সংগ্রহ : স্বরূপ বিশ্বাস, রণজিৎ ঘোষ ও শমিদীপ দত্ত

গ্যাসের আকাল, মেনুতে কাটছাঁট জলদাপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৩ মার্চ : ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ঘুরতে গিয়ে মুখরোচক খাবার খেতেই পছন্দ করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশজুড়ে গ্যাস সিলিন্ডারের সংকট দেখা দিয়েছে। রান্নার গ্যাসের আকালে জলদাপাড়ার বিভিন্ন হোটেল, রিসর্ট ও লজ কর্তৃপক্ষ খাবারের মেনু থেকে একাধিক পদ ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে ইতিমধ্যেই চাইনিজ ও ওয়েস্টার্ন খাবার বন্ধ হয়েছে। পর্যটকদের জন্য কেবল থালি সিস্টেম পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি লজগুলির খাবারের মেনুতেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এদিকে, ঘুরতে গিয়ে পছন্দের খাবার না পেয়ে মন খারাপ পর্যটকদের।

জঙ্গলের টানে জলদাপাড়ায় সারাবছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। শুধু দেশ নয়, বিদেশ থেকেও অনেকে এখানে ঘুরতে আসেন। এই মুহূর্তে জলদাপাড়া সংলগ্ন মাদারিহাটে সরকারি ও বেসরকারি মিলে প্রায় ৫০টি লজ রয়েছে। সেখানে মেনুতে চাইনিজ থেকে ওয়েস্টার্ন সবরকম খাবারই পাওয়া যেত এতদিন। তবে এখন সে গুড়ে বালি। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহা বলেন, 'গ্যাসের আকাল। তাই পর্যটকদের খাবারের মেনু থেকে চাইনিজ ও ওয়েস্টার্ন খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালু রয়েছে থালি সিস্টেম। এই থালিতে মুরগির মাংস ও মাছ পাওয়া যাচ্ছে। পুরোনো মাটির উনুন মেরামত করা হয়েছে। জ্বালানি কাঠ দিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করা হচ্ছে।'

জলদাপাড়ার একটি বেসরকারি লজের মালিক সঞ্জয় দাস জানালেন, তাঁরা তন্দুরি জাতীয় খাবার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'তন্দুরি জাতীয় খাবার তৈরির জন্য আলাদা রাঁধুনি রাখতে হয়। পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকলে এইসব পদ রান্না করা সম্ভব নয়। পর্যটকরা ঘোরার পাশাপাশি ভালো খাবার খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা তাঁদের চাহিদা পূরণ করতে অপারগ।'

জলদাপাড়ার আরেকটি বেসরকারি লজের মালিক বিকাশ সাহা জানালেন, তিনি আগে পর্যটকদের ১২ রকম পদের একটি বিশেষ থালির ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু গ্যাসের সংকটে মেনুতে কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এখন কেবল ৬ রকম পদে তিনি রাখতে পারছেন বলে জানালেন। জলদাপাড়ার একটি রিসর্টের মালিক উত্তম বিশ্বাসও জানালেন, তাঁরা তন্দুরি জাতীয় খাবার বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে থেকে কিনতে ৪-৫ হাজার টাকা লাগছে। যেখানে প্রকৃত মূল্য ২২৩৭ টাকা। চাল থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। এইরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে রিসর্ট বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না।'

কলকাতা থেকে জলদাপাড়ায় ঘুরতে এসেছেন তাপসকুমার মণ্ডল ও পিয়ালি ভাওয়াল। বেঙ্গালুরু থেকে এসেছেন দীপককুমার সেন। তাঁদের প্রত্যেকেই রাতে চাইনিজ খাবার অর্ডার করেন। কিন্তু লজ কর্তৃপক্ষ পত্রপাঠ জানিয়ে দেন, চাইনিজ হবে না। দীপক বললেন, 'প্রিয় খাবার পেলাম না। ভাত-ডাল খেয়েই কাটাতে হল।'

ছোট্ট তারা

সেন্ট পল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ভবানী কুমারী পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সে নজর কেড়েছে।

রাস্তার হোটেলেও যুদ্ধের আঁচ

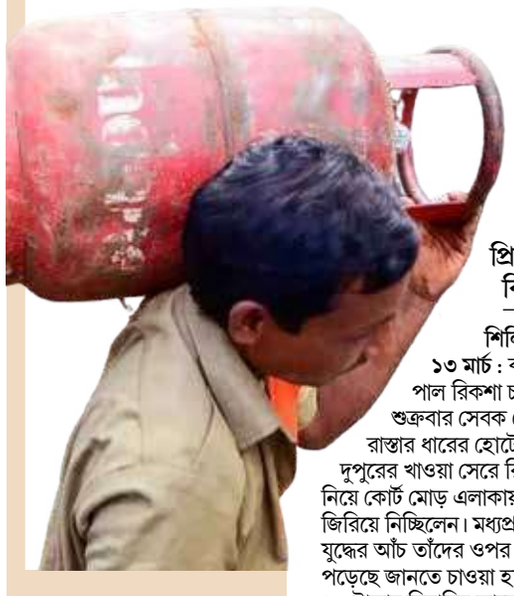

- বাণিজ্যিক গ্যাসের তীব্র সংকটে শিলিগুড়ির ছোট হোটেলগুলোতে খাবারের দাম একলাফে বেড়েছে অনেকটাই
- বিকল্প হিসেবে অনেক হোটেল ব্যবসায়ী এখন কয়লা ও কাঠের উনুনে রান্না সারছেন
- সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ প্রতিদিনের খাবারের বাড়তি খরচ সামলাতে হিমসিম খেয়ে চরম বিপাকে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : বাপন পাল রিকশা চালান। শুক্রবার সেবক রোডে রাস্তার ধারের হোটেল থেকে দুপুরের খাওয়া সেরে রিকশা নিয়ে কোর্ট মোড় এলাকায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচ তাঁদের ওপর কতটা পড়েছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ৬০ টাকার নিরামিষ ভাতের প্লেট তিনদিন ধরে ৭০ টাকা দিয়ে খাচ্ছেন বলে জানালেন। বললেন, 'আমাদের ব্যবসা এমনিতেই তলানিতে। বাড়ি এতদূরে যে রোজ বাড়িতে যাওয়াও সম্ভব নয়। ৬০ টাকায় খেতেই অসুবিধে হত, এখন তা আবার ৭০ টাকা। ভোগান্তির একশেষ।'

টোটোচালক রঞ্জন রায়েরও একই গল্প। এদিন দুপুর ২টো নাগাদ মহাত্মা গান্ধি মোড় থেকে টোটো নিয়ে সেবক রোডের দিকে আসছিলেন। জানা গেল, দুপুরের খাবার সারতে বাড়িতে যাচ্ছেন। রোজ কি বাড়িতেই যান? উত্তর এল, 'হাতিয়াডাঙ্গায় বাড়ি। রোজ বাড়ি গেলে অনেকটা সময় নষ্ট হয় আর কাজেও অসুবিধে হয় তাই বাইরেই খেতাম। তবে এখন কয়েকদিন ধরে চেষ্টা করছি দুপুরবেলায় বাড়ি চলে যাওয়ার। ফেরার পথে যাত্রী পেলে তাঁদের নিয়ে চলে যাই।' ৯০ টাকার মাছ-ভাতের প্লেট এখন ১০০ টাকা হওয়ায় রঞ্জনের মতো অনেকেরই সমস্যা বাড়ছে।

বাড়িতে ব্যবহারের রান্নার গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক থাকলেও এই মুহূর্তে শহরের রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকানে ব্যবহারের কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে খুবই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সহজে এই সিলিন্ডার মিলছে না। ফলে রোজকার খাবারের দাম বাড়াতে তাঁরা একপ্রকার বাধ্য হচ্ছেন বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। এনিয়ে ব্যবসায়ীরা অবশ্য কোনও লুকোছাপাও করছেন না। বিধান রোডের হোটেল মালিক অনিল রায় বললেন, 'বাজারে গ্যাস সিলিন্ডার নেই। মিললেও অনেক টাকা দিতে হচ্ছে। বাধ্য হয়েই দোকানের খাবারের দাম প্লেট প্রতি ১০ টাকা করে বাড়াতে হয়েছে।'

খাবারের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি কেউ কেউ বিকল্প ব্যবস্থারও খোঁজ করছেন। যেমন সেবক রোডের ব্যবসায়ী সুমিত শা। গ্যাস সিলিন্ডার না মেলায় তিনি কয়লার উনুনে হোটেলের রান্না সারছেন। সুমিত বললেন, 'প্লেট প্রতি খাবারের দাম ১০ টাকা করে বাড়ালেও সমস্যা মিটছে না। বাধ্য হয়ে তাই কয়লার উনুনে রান্না সারছি। তবে এভাবে কতদিন চালানো যাবে জানি না।' হাকিমপাড়ার সঞ্জীব রায় ও চম্পাসারির অশোক শা-ও নিরুপায়। অন্য কোনও উপায় না থাকায় তাঁরা চড়া দামে সিলিন্ডার সংগ্রহ করবেন বলে জানিয়েছেন। সঞ্জীব ইতিমধ্যেই খড়িতে রান্না শুরু করেছেন। সঞ্জয় সাহা নামে এক ব্যবসায়ীর আক্ষেপ, 'জানি না এভাবে কতদিন ধরে ভোগান্তি চলবে।'

অন্যদিকে, বাপনদের সমস্যা প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে। উত্তম দত্ত পেশায় সেলসকর্মী। সকালে বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে বের হন, রাতেও বাড়ি ফিরে খান। দুপুরে অবশ্য রাস্তার ধারের ছোট খাবারের দোকানগুলিই ভরসা। চম্পাসারিতে এমনই এক দোকানে তাঁর লাঞ্চ বাঁধা। সেখানে বরাবরের ১৩০ টাকার মাংসভাত যুদ্ধের বাজারে বেড়ে ১৪০ টাকা হয়েছে। উত্তমের আশঙ্কা, 'যা চলছে, তাতে দাম বেড়ে ১৫০ টাকাও হতে পারে বলে দোকানমালিক জানিয়েছেন।' ট্রাম্প যাতে তড়িঘড়ি যুদ্ধে দাঁড়ি টানেন, সেটাই আপাতত রঞ্জনদের একমাত্র প্রার্থনা।

রান্নার গ্যাসের আকালে ছোট হোটেলের ব্যবসা তলানিতে।

রাতের বর্ষণের পর শুক্রবার সকালে জাবরাভিটা আন্ডারপাসে জলের স্রোতে ডুবে যাচ্ছে ট্রাকের চাকাও। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়িতে মিশ্র সাড়া ধর্মঘটে

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ, যৌথ মঞ্চ এবং আরও কয়েকটি সংগঠনের ধর্মঘটে তেমন সাড়া নেই শিলিগুড়িতে। শুক্রবার শহরের রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনেক অফিসে উপস্থিতির হার বেশি হলেও কাজ না করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যৌথ মঞ্চের দার্জিলিং জেলার আহ্বায়ক অরিন্দম মিত্রের দাবি, 'ধর্মঘট সফল হয়েছে। ভোটের মুখে রাজ্য সরকার বিরোধী হাওয়া তৈরি করতে এই ধর্মঘট কাজে লাগবে।' পালটা তৃণমূলের রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলার সভাপতি বন্দনা বাগচী বলেন, 'প্রত্যেকটা অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি প্রায় পূর্ণ ছিল।'

তবে রাজ্য সরকারি স্কুলগুলিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল দুপুরের মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী জানান, শিক্ষিকারা স্কুলে গেলেও ২-১ জন ছাড়া কেউ ক্লাস নিতে চাননি। বাধ্য হয়ে ছুটি দিতে হয়েছে। জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়, বুদ্ধভারতী, জগদীশ বিদ্যাপীঠ এবং আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের একাংশ পেনডাউন করেছে বলে খবর। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'উপস্থিতি জানালেও অনেক শিক্ষক ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছেন।'

শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে শুনানিতে উপস্থিতি ছিল ভোটারদের। অফিসারদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো ছিল। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কর্মীদের একাংশ।

আড্ডা দিতে বারণ করায় বাড়িতে হামলা

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : বাড়ির সামনে আড্ডা বন্ধ করতে বলায় মাথা ফাটল পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিআরআই কলোনির এক পরিবারের সদস্যের। অভিযুক্ত তরুণরা ওই পরিবারের ওপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে পরিবারের সদস্যদের। মারধরের জেরে একজনের মাথাও ফেটে যায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত তরুণদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সংঘর্ষ বাসফোর। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার রাতে। আক্রান্ত রবি বাসফোর অভিযোগ করেন, ওদিন রাতে কয়েকজন তরুণ বাড়ির সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে থাকে। বাড়িতে মহিলারা থাকায় ভাই অজয় বাসফোর বাইরে গিয়ে প্রতিবাদ করেন। রবি সহ বাড়ির অন্য সদস্যরাও বেরিয়ে আসেন। দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি চলার সময় স্থানীয়রা চলে এলে অভিযুক্তরা সরে যেতে বাধ্য হয়।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে তারা ফের ওই বাড়ির ওপর চড়াও হয়ে রবিকে বেধড়ক মারধর করে। রবির অভিযোগ, 'ওই অভিযুক্তরা হাতে লাঠি নিয়ে এসেছিল।' এদিকে, রবি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার পরেই স্থানীয়রা ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে এলাকা ছাড়ে সংঘর্ষ ও তাঁর দলবল। খবর পেয়ে যায় প্রধাননগর থানার পুলিশ। পরে রবির অভিযোগের ভিত্তিতে সংঘর্ষকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটা শুনি। এরপরেই পুলিশের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করি। ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।'

অভিযুক্তকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

দেবাংশুর জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : সেবক রোডে তরুণকে গাড়িতে পিষে দেওয়ার ঘটনায় শুক্রবারও জামিন হল না গাড়ির চালক দেবাংশু পালচৌধুরীর। এদিন সকাল থেকেই ওই দুর্ঘটনায় মৃত শংকর ছেত্রীর পরিবারের সদস্যরা মহকুমা আদালতের সামনে ভিড় জমিয়ে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁকে আদালতে আনা হয়নি। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁকে শুনানির সময় সংশোধনাগার থেকে পেশ করা হয়। এদিন পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কিছুক্ষণ শুনানির পর আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শংকরের পরিবারের পক্ষের আইনজীবী অখিল বিশ্বাস বলেন, 'গোটা শহর এই কেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাই এব্যাপারটা গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন।' দেবাংশুর আইনজীবী চিন্ময় সাহা বলেন, 'একসঙ্গে দুর্ঘটনা ও খুন, এই দুই কেস চলতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় তুলে ধরি। দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পর অবশেষে বিচারক দেবাংশুকে আরও ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সাজ শহরে

- অপ্টোপিক শিলিগুড়ির উদ্যোগে বিকেল চারটায় রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ নিয়ে ছবির প্রদর্শনী শুরু। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তথা প্রকৃতিপ্রেমী সব্যসাচী চক্রবর্তী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : নির্মাণকাজে ব্যবহৃত টিন ওপর থেকে নীচে নামানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হলেন এক শ্রমিক। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে সেবক রোডে। আহত শ্রমিকের নাম রজক আলি। তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। এলাকার একটি নার্সিংহোমে কয়েকদিন ধরে নির্মাণকাজ হচ্ছিল। এদিন একে একে নির্মাণকাজে ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন সামগ্রীর সঙ্গে টিনগুলিও নামানো হচ্ছিল। সেসময়ই এমন ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় ওই শ্রমিকের একটি হাত জ্বলে গিয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে ওই নার্সিংহোমের ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা হয়। নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয়েছে, আহত শ্রমিক বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন।

৪ বছর পূর্তি

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ই-শিক্ষাকেন্দ্রের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের শিলিগুড়ি থানায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সহ একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কোর্স শেষ হওয়া ৯৭ জন শিক্ষার্থীর হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

পরিদর্শন

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : রেলের তরফে বর্ধমান রোড ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ চলছে। শুক্রবার মেয়র গৌতম দেব কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। তিনি বলেন, 'রেলের অংশে ঢালাই কাজ করা হয়েছে। মনে হচ্ছে রেলের ওই অংশের কাজ ভোটের আগে শেষ হবে না।'

শিলিগুড়ি শহরে সব নেতা-মন্ত্রীই চাউলহাটির চা খেয়েছেন। আর পুলিশের বড়কর্তারা তো থানায় মিটিং হলেই এই চায়ের অর্ডার করেন। আর এভাবেই গত ৩০ বছরে ডিআই ফান্ড মার্কেটে লিটন হয়ে উঠেছেন মেজাজ ভালো করা তৈরি চায়ের ব্র্যান্ড, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

চাউলহাটির লিটনের লা-জবাব চা

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : ডিআই ফান্ড মার্কেটের চাউলহাটির 'লিটনের চা' সুখ্যাতি অর্জন করেছে প্রচুর। শহরের তাবড়-তাবড় নেতা মন্ত্রী থেকে থানার পুলিশও এই চা খেয়ে বাহ! বাহ করেছেন। তবে শুধু চা নয়, এর সঙ্গে তার টা-এ থাকে বাটার টোস্ট, ডিম টোস্ট, দেশি মুরগির ডিম সেদ্ধ। ৩০ বছর ধরে দোকান চালাচ্ছেন লিটন সাহা। বিধান মার্কেটে জামাইবাবুর দোকানে কাজ শিখে নানা জায়গায় দোকান চালিয়ে তারপর ডিআই ফান্ড মার্কেটে আসা। প্রথম অবস্থায় দোকান ছিল ছোট, সেই সময় দোকানের কোনও নাম দেননি তিনি। তবে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা বাড়তেই দোকানের নাম দেন 'মা উষা কেবিন'।

এখন লিটন সাহার বয়স বাড়ছে। তাই বাবাকে সাহায্য করতে দোকান সামলাচ্ছেন ছেলে দীপ। বাবার কাছ থেকে শিখেছেন খাবার তৈরির মূলমন্ত্রগুলি। তাই বাবা অনুপস্থিত থাকলেও দোকান সামলে নেন দারুণভাবে।

দেশবন্ধুপাড়া, হাকিমপাড়া, প্রধাননগর, জলপাই মোড়, তিনবাত্তি মোড় সহ শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসেন এই দোকানে। মর্নিং ওয়াক শেষে চা-টোস্ট খেয়ে মন চাঙ্গা করে যান। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি শেষেও একটু চা-এ চুমুক দিয়ে মন ভালো করে যান তাঁরা। সারাদিনে কাজের ফাঁকে অফিসকর্মীরাও আসেন।

লিটন বলছিলেন, 'রেললাইনের ওপারে এমন কেবিন অনেক ছিল। তবে রেললাইনের এপারের এলাকায় এমন দোকান ছিল না বলা চলে। সেই কথা মাথায় রেখেই এপারের লোকেদের কথা ভেবে দোকান শুরু করি। প্রায় ৩০ বছর ধরে দোকান করছি। শুরুর দিকে কাঠের ছোট দোকান ছিল। এখন পাকা দোকান, পাশেও আরও অনেকটা জায়গা নেওয়া হয়েছে। দোকানটাকে আরও বড় করা হয়েছে।' তিনি জানান, প্রথম দিন যেসব খাবার তৈরি করেছি আজও সেগুলোই বিক্রি করছি। চা, কফি, টোস্ট, ডিম ছাড়া অন্য কিছু বানাই না। বেশিকিছু বানাতে গেলে সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না। দোকান পরিচ্ছন্ন রাখাটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। খাবার আমি আর আমার ছেলেই তৈরি করি, নিজেরা তৈরি করে না দিলে যাঁরা খেতে আসেন তাঁরাও খুশি হন না। লিটন বলেন, 'অশোক ভট্টাচার্য, রঞ্জন শীলশর্মা, রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য সহ অনেক নেতা-মন্ত্রী আমার দেকানে খেয়েছেন। শিলিগুড়ি থানাতেও মিটিং হলে আমাকে অডার্র দেয়, খাবার পৌঁছে দিই। বিভিন্ন ক্লাবে খেলাধুলো যখন হয় তখনও আমার কাছে অনেক অর্ডার আসে। ফুলবাড়ি থেকে এসে রোজ সকাল ৭টায় দোকান খুলি, রাত ৯.৩০টা পর্যন্ত ব্যবসা করি।'

শিলিগুড়ির ডিআই ফান্ড মার্কেটে লিটনের চায়ের দোকান।

- দেশবন্ধুপাড়া, হাকিমপাড়া, প্রধাননগর, জলপাই মোড় থেকে মানুষ আসেন এই দোকানে
- মর্নিং ওয়াক শেষে চা-টোস্ট খেয়ে কেউ কাজের শেষে একটু চা-এ চুমুক দিয়ে মন ভালো করে যান
- বেশিরভাগ কাস্টমারই পুরোনো, বহু বছর ধরে তাঁরা আসছেন, নতুন কাস্টমারও রয়েছেন কিছু

ছেলে দীপ সাহা বলছিলেন, 'বাবার কাছ থেকে কাজ শিখে এখন বেশ কয়েক বছর ধরে আমিও বাবার সঙ্গে ব্যবসাটা চালাচ্ছি। আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমারই পুরোনো, বহু বছর ধরে তাঁরা আসছেন। নতুন কাস্টমারও রয়েছেন।'

দোকানে এসে চা-ডিমের অর্ডার দিয়ে রণবীর মজুমদার বললেন, 'এখানকার টোস্ট আর হাফবয়েল ডিম খুব বিখ্যাত। সকালে ৮টার পর ব্রেকফাস্ট করতে প্রচুর মানুষ আসে। আমি তো যখন-তখন আসি। ওদের একদম শুরুর দিকের কাস্টমার আমি, তখন দোকান কাঠের ছিল। প্রচুর বন্ধুবান্ধবকেও নিয়ে এসেছি।'

সঞ্জয় পাল বলছিলেন, 'পরিচিত ভাই-এর হাত ধরেই আমার আসা এখানে। প্রায় ৬-৭ বছর ধরে আসছি। এই দোকানের অমলেট আর টোস্টটা আমার ভীষণ পছন্দের। ওঁরা ভীষণ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখেন, যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।'

চা-এ চুমুক দিতে দিতে চঞ্চল দত্ত বললেন, 'আমি বহুর ছয়েক ধরে আসছি, তবে আমার কয়েকজন বন্ধু এই দোকানের বহু পুরোনো কাস্টমার। ওরা তো প্রায় বছর কুড়ি ধরে আসছে এই দোকানে।'

রংদার

বারান্দা

এ কি কেবলই ইট-কাঠ-পাথরের স্থাপত্য, নাকি এক টুকরো খোলা আকাশ আর যাপনের দর্পণ? এ কোথাও বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ যুদ্ধের সাক্ষী, কোথাও বিশ্ব রাজনীতির জটিল মেঘে ঢাকা বিপন্ন শৈশবের রূপক, আবার কোথাও যৌথ পরিবারের কোলাহল মাখা একজীবন অবকাশ। উত্তরবঙ্গের কাঠের এই এক টুকরো জায়গার নস্টালজিয়া থেকে আধুনিক ফ্ল্যাটের গ্রিলবন্দি চার-বাই-চার 'কিউবিকল'— সময়ের বিবর্তনে বদলেছে আমাদের নিভৃত অবসরের এই ঘরোয়া নাট্যমঞ্চ।

প্রচ্ছদ কাহিনী অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, মৈনাক ভট্টাচার্য ও প্রসূন সিকদার
রম্যরচনা অরিন্দম ঘোষ
ছোটগল্প সুমন্ত বাগচী
অণুগল্প মৌ চক্রবর্তী ও সুপ্রিয় দেবরায়
ছড়া ও কবিতা সপ্তাশ্ব ভৌমিক, বেলা দাস, মৌসুমী মজুমদার, জাকির হোসেন ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়শংকরকে ফের ফোন আরাঘাচির

ভারতকে ‘সেফ প্যাসেজ’

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘাতের আবহে ভারতকে বড়সড়ো স্বস্তি দিল ইরান। পারস্য উপসাগরে চরম উত্তেজনার মধ্যে শুক্রবার ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাথালি জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় জাহাজগুলির জন্য ‘সেফ প্যাসেজ’ নিশ্চিত করবে ইরান। ঘটনাচক্রে এদিনই বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফের ফোন করেছিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি। তারপরেই দিল্লিতে সেদেশের রাষ্ট্রদূতের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ফাথালি ভারতকে ‘অকৃত্রিম বন্ধু’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘ভারত আমাদের বন্ধু। আপনারা আগামী দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে এর প্রমাণ পাবেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই অঞ্চলে ইরান ও ভারতের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে।’ হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই। ভারত আমাদের বন্ধু বলেই এটি সম্ভব হচ্ছে।’ রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ইরানের প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের মধ্যে অত্যন্ত সদর্থক আলোচনা হয়েছে। আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু প্রয়োজনে যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তেহরান প্রস্তুত। ভারত ও ইরান একে অপরকে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ।’

বিশ্বের মোট তেল সরবরাহের এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে হয়। যুদ্ধের কারণে এই পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের পক্ষ থেকে ভারতীয় ট্যাংকারগুলিকে ‘সেফ প্যাসেজ’ দেওয়ার আশ্বাস দিল্লির জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারি সূত্রে খবর, হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ায় অন্তত ২০টি ভারতীয় ট্যাংকার ওই এলাকায় আটকে পড়েছে। এদিন সেই জট কাটার ইঙ্গিত মিলেছে।

এদিকে পশ্চিম এশিয়ায় চলা যুদ্ধের বলি হয়েছেন ৩ ভারতীয় নাবিক। ২টি পৃথক ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হওয়া ধারাবাহিক হামলায় এক ভারতীয়ের মৃত্যুর পাশাপাশি একজন নিখোঁজ হয়েছেন। গুরুতর জখম আরও ৪ জন। শুক্রবার একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মুম্বইয়ের কান্দিভলির বাসিন্দা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার দেবানন্দন প্রসাদ সিং। ইরাকের কাছে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে ড্রোন হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ওমানে ড্রোন হামলায় ২ জন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত ১০। বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব অসীম মহাজন বলেন, ‘আহতদের মধ্যে পাঁচ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।’

উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই এদিন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে ফোন করে ইরানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন আব্বাস আরাঘাচি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ নিয়ে চতুর্থবার ফোনে কথা হল তাঁদের।

উইং কমান্ডারের ঝুলন্ত দেহ

রায়পুর, ১৩ মার্চ : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক বায়ুসেনা আধিকারিকের। ছত্তিশগড়ে নিজের বাসভবন থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম বিপুল যাদব। তিনি বায়ুসেনার উইং কমান্ডার ছিলেন। রায়পুরের মাওবাদী দমন অভিযানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জানা গিয়েছে, পরিচারিকা ঘরে ঢুকে বিপুলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল তাঁর ন’বছরের ছেলে এবং সাত বছরের মেয়ে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি।

হত ৪

বাগদাদ, ১৩ মার্চ : মার্কিন জ্বালানি ট্যাংকার বিমান কেসি-১৩৫ ইরাকের পশ্চিমাঞ্চলে ভেঙে পড়ায় নিহত হয়েছেন চারজন ক্রু সদস্য। বিমানটিতে ছ’জন ছিলেন। কেসি-১৩৫ মাঝআকাশে অন্য যুদ্ধবিমানে জ্বালানি ভরে দেয়। বিমানের বাকি দু’জনের অবস্থা জানা যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে বিমানটি ভেঙে পড়ার জন্য যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি শত্রুপক্ষের হামলা দায়ী তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সংসদে বিক্ষোভ তৃণমূলের

আশ্বাস সত্ত্বেও গ্যাসের আকাল

সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূল সাংসদদের। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : চাহিদার পারদ আকাশ ছুঁয়েছে। কিন্তু জোগান নামমাত্র হওয়ায় দেশজুড়ে চরম বিপাকে পড়েছেন রান্নার গ্যাসের গ্রাহকরা। যুদ্ধের জেরে দেশের গেরস্থ হোক বা বাণিজ্যিক গ্যাস, সিলিন্ডারের আকাল দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক প্রতিনিয়ত অল ইজ ওয়েলের বুলি আওড়ালেও আমজনতার ‘গ্যাসের জ্বালা’ কিছুতেই থামছে না।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা বলেন, ‘আন্তর্জাতিকস্তরে ঘটনাবলি যাই হোক না কেন, ভারতের জ্বালানি সরবরাহ স্থিতিশীলই রয়েছে। তেল শোধনাগারগুলিতেও অপরিশোধিত তেলের ভাণ্ডার পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। দেশের ১,০১,৪৬৯টি রিটেল আউটলেটে পেট্রোল, ডিজেল পর্যাপ্ত পরিমাণেই মজুত রয়েছে। কোনওরকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই গেরস্থালির পিএনজি এবং সিএনজি সরবরাহ জারি আছে।’ অযথা আতঙ্কিত হয়ে গ্রাহকদের এলপিজি না কেনার বার্তাও দিয়েছে কেন্দ্র। যদিও শুক্রবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাস ডিলারদের দোকানের বাইরে অপেক্ষমান মানুষের দীর্ঘ লাইন বুঝিয়ে দিয়েছে, চাহিদা অনুযায়ী সিলিন্ডার প্রাপ্তি এখনও বহু গ্রাহকের কাছেই ডুমুরের ফুল। কেন্দ্র জানিয়েছে, দোকানের বাইরে ভিড় করে কোনও লাভ নেই। অনলাইনে বুকিং করতে হবে। সুজাতা শর্মা দাবি করেছেন, গ্যাস সরবরাহ নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। চাহিদা মেটানোর জন্য গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। সরকার সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বলেও জানিয়েছেন সুজাতা শর্মা।

এদিন সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে তৃণমূল সাংসদদের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে দশটায় এই বিক্ষোভ শুরু হয়। এই কর্মসূচিতে পরে কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য সাংসদরাও যোগ দেন। বিক্ষোভকারীরা ‘এলপিজি ক্রাইসিস’, ‘গ্যাস ক্রাইসিস’ লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন। সরকারের জ্বালানি নীতি ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে কড়া সমালোচনা করে মহুয়া মৈত্র বলেন, ‘দেশে তীব্র এলপিজি সংকট চলছে এবং মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। বয়স্ক মানুষজন লাইনে দাঁড়িয়ে সিলিন্ডার বুক করতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা প্রধানমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের চ্যালেঞ্জ করছি, গিয়ে দেখুন কোথায় মানুষ এত দ্রুত সিলিন্ডার পাচ্ছেন।’ অপরদিকে উত্তরপ্রদেশে সংবিধান সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদি আমাদের এনার্জি সিকিউরিটিকে আমেরিকার হাতে সঁপে দিয়েছেন। আমেরিকা এবার ঠিক করবে আমরা কাদের থেকে তেল কিনব।’

সপ্তবাণে নোটিশ বিরোধীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে লোকসভা ও রাজ্যসভা দুই কক্ষেই লিখিত নোটিশ জমা দিল বিরোধী সাংসদরা। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণের জন্য সংসদের দুই কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব জমা পড়ল। তৃণমূলের উদ্যোগে এদিন লোকসভা এবং রাজ্যসভার সচিবালয়ে যে নোটিশ জমা পড়েছে তাতে সংসদের নিম্নকক্ষের ১৩০ জন এবং উচ্চকক্ষের ৬৩ জন সহ মোট ১৯৩ জন সাংসদের সই রয়েছে।

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ নোটিশে ৭টি অভিযোগ তোলা

জ্ঞানেশ অপসারণ

হয়েছে। ভোটার তালিকার এসআইআর প্রক্রিয়ায় জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা, বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়া, পক্ষপাতিত্ব, সাংসদদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানা, সাংবিধানিক পদের অপব্যবহার এবং সিইসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গলদের অভিযোগ তোলা হয়েছে ওই নোটিশে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী দলগুলি।

নিয়ম অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের বিচারপতিকে অপসারণের মতোই একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই সংসদের মাধ্যমে ইমপিচমেন্টের পথ খুলতে পারে। সেই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবেই ১৯৩ জন সাংসদের সই সহ নোটিশ দুই কক্ষে জমা দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এই নোটিশ গ্রহণ করবেন কি না।

মহুয়া-চার্জশিটে সুপ্রিম-স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : সংসদে টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় কিছুটা স্বস্তি পেলেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মামলায় সিবিআইকে মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশে স্থগিতাদেশ দিল। একই সঙ্গে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে নোটিশ পাঠিয়েছে। শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে মহুয়া ও মামলার আবেদনকারী ঝাড়খণ্ডের সাংসদ নিশিকান্ত দুবেকেও।

মহুয়া মৈত্রের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যেতে লোকপালের অনুমতিকে বৈধ বলে জানায় দিল্লি হাইকোর্ট। চার্জশিট পেশে লোকপাল অনুমতি দেন। মহুয়া লোকপালের চার্জশিট পেশের অনুমতি দেওয়াকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট মহুয়ার আর্জি খারিজ করে। অন্যদিকে, লোকপাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশের সময়সীমা বাড়ালেও সিবিআই তা পেশ করতে পারেনি। তখন লোকপাল সুপ্রিম কোর্টে যান। তৃণমূল সাংসদের আইনজীবীদের যুক্তি, মহুয়ার বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে হয়নি।

হামলায় গুরুতর আহত মোজতবা দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৩ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন শুধু কালো ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে ভারী। শুক্রবার ইরান-আমেরিকা ও ইজরায়েলের এই বিধ্বংসী সংঘাত পা রাখল ১৩ দিনে। একদিকে তেহরানের রাজপথ এখন শ্মশান, অন্যদিকে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া—সব মিলিয়ে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতি। এরই মধ্যে ট্রাম্পের এক বিস্ফোরক মন্তব্যে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। ট্রাম্প দাবি করেছেন, ‘ইরানের নতুন নেতা তথা খামেনেইয়ের ছেলে মোজতবা মারাত্মক জখম হলেও সম্ভবত বেঁচে আছেন।’ তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, মোজতবা বর্তমানে কোমায় রয়েছেন। বিমান হামলায় তিনি একটি পা হারিয়েছেন, অকেজো হয়েছে তাঁর কিডনিও। তেহরানের সিনা ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে কড়া পাহারায় তাঁর চিকিৎসা চলছে। যদিও তাঁর নামে একটি অডিও বার্তায় আরব দুনিয়াকে ‘প্রতিশোধ’-এর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জনসমক্ষে তাঁকে না দেখা যাওয়ায় জল্পনা তুঙ্গে।

মার্কিন রণতরি ‘ইউএসএস জেরাল্ড ফোর্ড’ এবং ‘ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন’-এ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে ইরানের রেভলুশনারি গার্ডস কোর। পেন্টাগন সরাসরি হামলার কথা অস্বীকার করলেও স্বীকার করেছে যে, জেরাল্ড ফোর্ডে ‘আগুন’ লেগেছিল এবং তাতে নৌসেনারা আহত হয়েছেন। এদিকে পশ্চিম ইরাকে জ্বালানি সরবরাহকারী মার্কিন ‘কেসি-১৩৫’ বিমান ভেঙে পড়ে ৪ সেনার মৃত্যুতে হোয়াইট হাউসের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েছে। যদিও ওয়াশিংটন একে ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’ বলে ধামাচাপা দিতে চাইছে।

আধুনিক পরিকাঠামো, আধুনিক পশ্চিমবঙ্গ
রাষ্ট্রের প্রগতির সুদক্ষ পরিচালনা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৮,৫০০ কোটি টাকা মূল্যের
ভারত সরকারের উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলির
শুভ উদ্বোধন, রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গীকরণ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং যাত্রার শুভ সূচনা

শুভ উদ্বোধন

১৯ নং জাতীয় সড়কের বারওয়া আড্ডা থেকে পানাগড় পর্যন্ত শাখার ৬-লেনিং, দৈর্ঘ্য ১১৫ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ৩২৩৩ কোটি টাকা

ইছামতী নদীর উপর স্বরূপ নগর ব্রিজ (এনডব্লু-৪৪),
প্রকল্প মূল্য ১৬ কোটি টাকা

অমৃত ভারত স্টেশন স্কীমের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৬টি পুনঃউন্নীত অমৃত স্টেশন (আনারা, তমলুক, হলদিয়া, বরাভূম, সিউড়ি ও কামাখ্যাগুড়ি)
প্রকল্প মূল্য ৭২ কোটি টাকা

১৯ নং জাতীয় সড়কের পানাগড় থেকে পালসিট পর্যন্ত শাখার ৬-লেনিং, দৈর্ঘ্য ৬৮ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ২৪৫০ কোটি টাকা

১১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর ভেদিয়া-তে ৪-লেন আরওবি এবং এটির সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ,
প্রকল্প মূল্য ১৯৫ কোটি টাকা

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে [এইচডিসি, এসএমপিএ] বার্থ নং. ২-এর যান্ত্রিকীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ২৯৮ কোটি টাকা

রাষ্ট্রের প্রতি উৎসর্গীকরণ

কলাইকুন্ডা ও কানিমহুলীর মধ্যে (৫৫ আরকেএম) অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং,
প্রকল্প মূল্য ২০০ কোটি টাকা

বেলদা ও দাঁতনের মধ্যে (১৬ কিমি) ৩য় রেল লাইন,
প্রকল্প মূল্য ৩৬২ কোটি টাকা

যাত্রার শুভ সূচনা

পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লী) এক্সপ্রেস-এর

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

১১৬এ নং জাতীয় সড়কের ৪ লেন ইকনমিক করিডোর খড়গপুর মোরগ্রাম-এর উন্নয়ন, দৈর্ঘ্য ২৩১ কিমি,
প্রকল্প মূল্য ১০,২৫০ কোটি টাকা

১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর কংসাবতী এবং শীলাবতী নদীর উপর ৪-লেন মেজর ব্রিজ নির্মাণ,
প্রকল্প মূল্য ৩০৫ কোটি টাকা

খিদিরপুর ডকে [কেডিএস, এসএমপিএ] ড্রেনেজ ও সংশ্লিষ্ট কাজ সহ স্টোরেজ স্পেসের জন্য ইয়ার্ড উন্নয়ন,
প্রকল্প মূল্য ৫০ কোটি টাকা

এসএমপিএ-র (ফেজ-I) সামগ্রিক নদীতীর উন্নয়ন স্কীমে ২টি স্থানে সিঁড়ি নির্মাণ সহ হাওড়া ব্রিজ পাইলন থেকে নিমতলা ঘাট পর্যন্ত (৮৬০.০ মি.) তট সুরক্ষা কাজ,
প্রকল্প মূল্য ৩৬ কোটি টাকা

বীরভূম জেলায় ১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর ৫.৬৭৬ কিমি দৈর্ঘ্যের ৪-লেন দুবরাজপুর বাইপাস নির্মাণ,
দৈর্ঘ্য ৫.৬৭৬ কিমি, প্রকল্প মূল্য ৫৬১ কোটি টাকা

ইন্ডেনচার মেমোরিয়াল জেটি, কলকাতায়
রিভার ক্রুজ টার্মিনাল,
প্রকল্প মূল্য ১৭ কোটি টাকা

হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে [এইচডিসি, এসএমপিএ] বার্থ নং ৫-এর যান্ত্রিকীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ৩৪৪ কোটি টাকা

বাসকিউল ব্রিজের [কেডিএস, এসএমপিএ] নবীকরণ,
প্রকল্প মূল্য ১১৮ কোটি টাকা

করবেন
নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

গৌরবময় উপস্থিতি

আর এন রবি
মাননীয় রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

নীতিন জয়রাম গডকরি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক

ভি সোমান্না
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও জলশক্তি মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ মন্ত্রক

অজয় টামটা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

রভনীত সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক

সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

হর্ষ মালহোত্রা
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ (রাজ্যসভা)

জুন মালিয়া
সাংসদ
লোকসভা (মেদিনীপুর)

মালা রায়
সাংসদ
লোকসভা (কলকাতা দক্ষিণ)

দীপক অধিকারী (দেব)
সাংসদ
লোকসভা (ঘাটাল)

মিতালি বাগ
সাংসদ
লোকসভা (আরামবাগ)

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংসদ
লোকসভা (কলকাতা উত্তর)

সৌমিত্র খাঁ
সাংসদ
লোকসভা (বিষ্ণুপুর)

ইউসুফ পাঠান
সাংসদ
লোকসভা (বহরমপুর)

অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়
সাংসদ
লোকসভা (তমলুক)

ডা. শর্মিলা সরকার
সাংসদ
লোকসভা (বর্ধমান পূর্ব)

কীর্তি আজাদ
সাংসদ
লোকসভা (বর্ধমান দুর্গাপুর)

কালিপদ সারেন খেরওয়াল
সাংসদ
লোকসভা (ঝাড়গ্রাম)

মনোজ টিগ্গা
সাংসদ, লোকসভা (আলিপুরদুয়ার)

অসিত কুমার মাল
সাংসদ
লোকসভা (বোলপুর)

খলিলুর রহমান
সাংসদ
লোকসভা (জঙ্গীপুর)

বিদ্যুৎ বরণ মাহতো
সাংসদ
লোকসভা (জামশেদপুর)

শতাব্দী রায়
সাংসদ, লোকসভা (বীরভূম)

শত্রুঘ্ন প্রসাদ সিন্‌হা
সাংসদ, লোকসভা (আসানসোল)

দুলু মাহতো
সাংসদ, লোকসভা (ধানবাদ)

জ্যোতির্ময় সিং মাহতো
সাংসদ
লোকসভা (পুরুলিয়া)

প্রকল্পের সুবিধা

- অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা
- উন্নত যাত্রী সুবিধা
- মার্জিত, আঞ্চলিক শিল্পকলায় সজ্জিত ভবন
- নিরাপদ ও অনায়াস যোগাযোগ
- সকলের জন্য সুবিধাজনক
- নিরাপদ, দ্রুত যাত্রা
- আঞ্চলিক যোগাযোগ
- আর্থিক উন্নতি
- শক্তিশালী সংযোগ
- পর্যটন বৃদ্ধি
- কৌশলগত গুরুত্ব

শনিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে, বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

www.mygov.in www.morth.nic.in /MORTHindia /pages/Ministry-of-Road-Transport-and-Highways/

Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
(www.morth.nic.on)

National Highway Authority of India
(www.nhai.org)

CBC 37107/15/0019/2526

বাংলা কবিতা দিবস

কবি জীবনানন্দ দাশের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে ভারতীয় সংগ্রহালয় (কলকাতা) এবং শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর উদ্যোগে ভারতীয় সংগ্রহালয়ে 'বাংলা কবিতা দিবস' উদযাপন করা হল। রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য, সুদীপ বসু, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, ডঃ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শান্তিনিকেতন সাহিত্যপথ-এর সাধারণ সম্পাদক সুদীপ বসু সকলকে স্বাগত জানান। 'জীবনানন্দ স্মারক বক্তৃতা' দেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য জীবনানন্দের কবিতা পাঠের সঙ্গে মনোজ্ঞ মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

'শঙ্করীপ্রসাদ বসু স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয় আইনজীবী ও লেখক প্রসেনজিৎ দাশগুপ্তকে। প্রসেনজিৎ তাঁর বক্তব্যে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্কটিশ চার্চ কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ সুপ্রতিম দাশ। আশুতোষ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত এ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান অভিমত দেন। এরপরে শুরু হয় কবিদের কবিতা পাঠ। তাঁদের মধ্যে তাপস ওঝা, সুশীল মণ্ডল, আসরাফুল মণ্ডল, ইতালি গুপ্ত, আবির ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, হাননান আহসন, কাকলি ভট্টাচার্য মৈত্র, শম্পা সামন্ত, প্রতাপ সিংহ, রাসবিহারী গোষ, পৌলোমী মালিক, বাপন হাজরা, বাদল পাল, সায়ন্তন মণ্ডল, রাহুল ঘোষ, সৌমিক গুহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছোটদের নিয়ে

কোচবিহার শিশু-কিশোর সংস্থার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে কিছুদিন আগে শিশু-কিশোর নাট্যোৎসবে ছোটদের চারটি নাটক প্রদর্শিত হল। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাগ্নিক চৌধুরীর সংগীত, নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের কিশোরীদের লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়োজক সংস্থার ছোটদের থিয়েটার স্কুলের শিক্ষার্থীদের নাটক 'বীরপুরুষ' ভালো লাগল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাকে মুনশিয়ানার সঙ্গে নাট্যরূপ দিয়ে খুদেদের নাটকটি নির্দেশনায় ছিলেন সাগরিকা গুহ নিয়োগী। থিয়েটার স্কুলের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় প্রযোজনা ছিল 'বন্ধু'। তমোজিৎ রায়ের নির্মাণ ও নির্দেশনায় বর্তমান সময়ের তীব্র প্রতিযোগিতামুখী মানসিকতার বিপরীত স্রোতে গিয়ে বন্ধুত্বের কথা ভাবতে শেখাল এই নাটক।

জলপাইগুড়ি কলাকুশলী নাট্যদলের প্রযোজনা 'আবোল তাবোল' ছিল সুকুমার রায়ের বিভিন্ন হাস্যরসের কবিতা অবলম্বনে একটি নাট্যকোলাজ। আবহ ও আলো ছিল দুর্দান্ত। নির্দেশনা তমোজিৎ রায়ের। থিয়েটার স্কুলের তৃতীয় নাটক হিসেবে পরিবেশিত হয় দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে 'উস্তি থানার ওসি'। নির্মাণ ও নির্দেশনায় ছিলেন মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ি, সহযোগী শাওন রক্ষিত। আবহ নির্মাণ করেছেন শুভঙ্কর দে। মেকআপ ও সাজসজ্জায় শিবানী গুপ্ত, পাপিয়া দেব, অনীতা রায়, মুনমুন রক্ষিত, সুরভী দত্ত প্রমুখ। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

প্রাণের টানে বসন্ত

শান্তিনিকেতনের আদলে শিলিগুড়িতে বসন্ত উৎসবের সূচনা হয় ৩৩ বছর আগে। দাগাপুরের বসুন্ধরায় এই আয়োজনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশকর্মী সুজিত রাহা। তিন দশকের এই বাসন্তিক যাত্রাপথে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন অনেকেই। এবার এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। সূচনালগ্ন থেকে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য এবার সম্মাননা জানানো হয় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও গুরু সংগীতা চাকিকে। বসুন্ধরা পরিবারের পক্ষে তাঁকে সংবর্ধিত করেন সুজিত রাহা, নন্দিনী রাহা এবং অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল। সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করে ৬৫টি নৃত্য, সংগীত এবং চিত্রকলার দল।

রঙে ও ছন্দে বসন্তের আহ্বান জানিয়েছিল অন্য আলো। এই সংস্থার ডাকে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্কে সাংস্কৃতিক অর্ঘ্য নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৫০০-রও বেশি শিল্পী। প্রায় ৩৫টি নৃত্য সংস্থা, ১৫টিরও বেশি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র এবং আবৃত্তি ও চিত্রকলার শিল্পীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা ও দর্শকদের উচ্ছ্বাসে এই অনুষ্ঠান মিলনমেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান সংস্থার তরফে সম্পাদক দেবাশিস দে।

শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে ইচ্ছেরাঙা বসন্ত উৎসবের একটি মুহূর্ত। (ডানে) দাগাপুরে বসুন্ধরার বসন্ত উৎসবে।

ইচ্ছেরাঙা বসন্ত উৎসবের আয়োজন ছিল সূর্য সেন পার্কে। এ বছর ছিল এই উৎসবের নবম বর্ষ। এখানেও সারাদিন ধরে নৃত্য, সংগীত, আবৃত্তি ও চিত্রকলার সমন্বয়ে উৎসব জমজমাট হয়ে ওঠে। ২৫টিরও বেশি সংগীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল ভাবনার অঙ্কন কর্মশালা। শিল্পী মানস মজুমদারের নেতৃত্বে বহু শিল্পী ও শিক্ষার্থী ক্যানভাসে বসন্তের রূপ ফুটিয়ে তোলেন। পাশাপাশি 'আঁকিয়েদের মেলা' নামে একটি শিল্পীগোষ্ঠীও এই অঙ্কন কর্মশালায় যোগ দেয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় শ্রেয়সী ভট্টাচার্য সাবলীল, প্রাণবন্ত ও সুচারু উপস্থাপনা সমগ্র অনুষ্ঠানকে একসূত্রে গেঁথে রাখেন এবং দর্শকদের মুগ্ধ করেন। আয়োজক সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক ডঃ দেবাদিত্য চক্রবর্তী ও সম্পাদক কুণাল ভট্টাচার্য এই আয়োজনকে মিলনমেলা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশবন্ধুপাড়ার দাদাভাই ক্লাবের মাঠে বৈকালিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সৌমী। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক শ্রাবণী চক্রবর্তী এই শহরের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আয়োজনে নৃত্যগীত বিশেষ গুরুত্ব পায়। ৪৮টি নাচ-গানের স্কুল যোগদান করেছিল এই অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্র নজরুলের গানে নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও ছিল আধুনিক আর লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান। আর বিশেষ আকর্ষণ ছিল নৃত্যগীতি আলেখ্য 'তোমার অরূপ মূরতিখানি' ৭৫২ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন সৌমীর এই অনুষ্ঠানে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন সৌমীর প্রেসিডেন্ট মিলি সিনহা এবং সেক্রেটারি শ্রাবণী চক্রবর্তী। *–ছন্দা দে মাহাতো*

সমবেত।। *মালদা জেলা টাউন হলে 'রাগে রঙে নজরুল' সংগীতানুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।*

রাগে রঙে নজরুল

মালদা জেলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল এক ব্যতিক্রমী সংগীতানুষ্ঠান 'রাগে রঙে নজরুল'। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলেন সংগীত প্রতিষ্ঠান সুরসৃষ্টির কর্ণধার অঞ্জনা বিশ্বাস এবং তাঁর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী এবং সংগীত গবেষক দিলীপ সান্যাল ও বিশিষ্ট সংগীত গবেষক শুভঙ্কর দাস। প্রখ্যাত তবলাশিল্পী সুনীল বর্মন, সুমন চক্রবর্তী এবং কিবোর্ডশিল্পী উজ্জ্বল সেনগুপ্তকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'রাগে রঙে নজরুল' শীর্ষক পরিবেশনা। রাগ সংগীত এবং নজরুলগীতিতে রাগাশ্রয়ী গানের যে অনন্য বৈচিত্র্য, তা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। অসাধারণ সৃজনশীলতা ও মুনশিয়ানায় নাতাশা, সুদিতি, অহর্ষ, সূর্যতপা, অনুষ্কা, সৈবিন্দ্রি, অনিশা পরিবেশন করে ইমন, ভৈরব, দেশ, পুরিয়া-ধানেশ্রী, বিভাস, পটদীপ, ছায়ানট প্রভৃতি রাগ। *–সৌকর্য সোম*

না বলা সমস্ত কথা

কোনও গল্প শুনে যদি মনে অতৃপ্তি থেকে যায়, যদি মনে হয় যেন 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ'-- তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সেটাই হবে সেরা ছোটগল্প। ছোটগল্পে বর্ণনার জাঁকজমক বা ঘটনার ঘনঘটা থাকে না। সেখানে কল্পনার অনেক শূন্যস্থান থাকে। এই শূন্যস্থান ঠিকমতো পূরণ করতে পারলেই একটি ছোটগল্প যে একটি অসাধারণ নাটক হয়ে উঠতে পারে তা দেখিয়েছে নৈহাটি ব্রাত্যজনের প্রযোজনা 'কনকচাঁপা'। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

অকালবিধবা এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত এক নারীর সুপ্ত প্রেম এবং সেই প্রেম ব্যর্থ হওয়ার কারণজনিত মনোবেদনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্প 'কঙ্কাল'। এই গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন গৌতম রায়। নাটকের প্রধান নারী চরিত্রের নামে প্রযোজনার নামকরণ হয়েছে 'কনকচাঁপা'। পরিচালনা করেছেন রঞ্জন দত্ত।

ভালোবাসতে চাওয়ার, ভালোবাসার মানুষকে পেতে চেয়ে না পাওয়ার যন্ত্রণাই এ নাটকের মূল বিষয়বস্তু। আর এই যন্ত্রণাকে অনন্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কনকচাঁপা চরিত্রের অভিনেত্রী দেবলীনা সিংহ। আর তাঁকে তাঁর চরিত্র মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে রবীন্দ্রনাথের ভট্টাচার্য ও অরণ্য দত্ত। প্রযোজনার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন পার্থ ভৌমিক। নাটকের পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলতে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রোজেক্টরের মাধ্যমে বেশ কিছু দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই প্রযোজনায়

অনন্য।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'কনকচাঁপা' নাটকের একটি দৃশ্য।*

গান। এই নাটকে তিনিই একমাত্র নারী চরিত্র। অন্য চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন সায়ন্তন মৈত্র, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোহিন শূর, অতনু মিত্র, অনুরণ সেনগুপ্ত, রোহন পোশাক, আবহ, মঞ্চ উপকরণও ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে নৈহাটি ব্রাত্যজনের এই প্রযোজনা গল্পের গভীর থেকে কঙ্কাল খুঁড়ে মঞ্চে কনকচাঁপাকে প্রতিষ্ঠা করল। *– ছন্দা দে মাহাতো*

বই প্রকাশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সামসী কলেজে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মসিউর রহমানের ছোটগল্প সংকলন 'Father's Radio & Other Stories' প্রকাশিত হল। কলেজের অধ্যক্ষ ও অন্য অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তাপসকুমার বর্মন বলেন, 'লেখকের শৈশবস্মৃতি ও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এই বইটির পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে।' বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ মোফাজ্জল হোসেন বললেন, 'খুব সহজ সরল ভাষায় লেখা গল্পগুলি কিশোর পাঠকদের বেশ ভালো লাগবে।' *–মুরতুজ আলম*

ভালো থেকো অমর একুশ

সমবেত উদযাপন

নানা দেশ, নানা ভাষা। এই থিমকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করল জলপাইগুড়ির 'সৃজনীধারা' পত্রিকা গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক সংস্থা। আলোচ্য থিম সামনে রেখে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সুভাষ কর্মকার, বিশিষ্ট মূক নাট্যশিল্পী সব্যসাচী দত্ত প্রমুখ। সূচনা সংগীত হিসাবে নিবেদিত হয় নিধুবাবুর বিখ্যাত টপ্পা 'নানান দেশের নানান ভাষা'। সংগীতশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী গানের যথাযথ নির্বাচন ও চমৎকার উপস্থাপনায় শুরুতেই অনুষ্ঠানের গভীরতা বুঝিয়ে দেন। 'অমর একুশ'-এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন পত্রিকার সম্পাদক তথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক পার্থপ্রতিম মল্লিক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে 'মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'- গানে নৃত্য রূপারোপ করেন ওডিশি নৃত্যশিল্পী শিবম ঘোষ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত 'বঙ্গ ভাষা' কবিতাটি আবৃত্তি করেন বাচিকশিল্পী তথা বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী রচনা পারভীন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল গীতি আলেখ্য- 'আমার বাংলা'। আলেখ্যে অংশ নেন দেবকন্যা চন্দ, প্রিয়াংকা ঘোষ, মৈনাক প্রামানিক, শিবম ঘোষ প্রমুখ। 'যে দেশের মাটির টানে বাংলা ভাষা, এ ভাষা পাখির কলতানে'- গানে অসাধারণ নৃত্যরূপ পরিবেশন করেন রূপসা দত্তরায়। অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। *–সাগরিকা দাশগুপ্ত*

নকশালবাড়িতে শহিদ স্মরণ

নাচে-গানে

ভারতীয় নাট্য সংঘের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হল নকশালবাড়িতে। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না সেনগুপ্ত, মুনমুন মণ্ডল, বাপ্পা দাস, মেঘা দে, সঞ্চিতা ঘোষ, জয়দীপ সেনগুপ্ত, ধরিত্রী রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করেন মনামি মিত্র সান্যাল, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, কিরণ ঘোষ, রাখি দাস, সৌনক দাস প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সুবীর পাল। এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাকে সম্মান জানিয়ে নৃত্য পরিবেশন করেন সোনালি সরকার, পিয়ালি সাহা, সুমেধা দাস, ধৃতি সাহা প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য সুবীর পাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চন্দন দাস, মনামি মিত্র, ডঃ কৃষ্ণা বর্মন, মালতী কর্মকার, প্রদীপ সেন প্রমুখ। *–শুভজিৎ বোস*

অনাড়ম্বর আয়োজন

এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল। আলোচনা সভার পাশাপাশি ও সংগঠনের জেলার মুখপত্র শিক্ষা সংবিক্ষণের মোড়কও উন্মোচিত হয় এই অনুষ্ঠানে। ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে মাল্য অর্পণ করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত 'আ মরি বাংলা ভাষা' পরিবেশন করেন শিক্ষিকা মন্দিরা সরকার। মুখপত্রের মোড়ক উন্মোচন করেন তমাল চন্দ, বিদ্যুৎ রাজগুরু, মহুয়া রুদ্র প্রমুখ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরেন তমাল ও বিদ্যুৎ। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও আবৃত্তিতে অংশ নেন দেবজিৎ কুণ্ডু, মহুয়া রুদ্র, বিদ্যুৎ রাজগুরু, ছন্দা দত্ত, সাঁওতালি ভাষায় কবিতা, গান ও বাঁশিতে সুর দেন সঞ্জয় হেমব্রম এবং অনন্যা চক্রবর্তী। হিন্দি কবিতা পাঠ করেন শম্ভু প্রসাদ ও অঞ্জু রায়। 'আমি বাংলায় গান গাই' এবং 'মোদের গরব মোদের আশা' সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন জয়িতা মিত্র ভট্টাচার্য, মন্দিরা মুখোপাধ্যায়, তানিয়া চক্রবর্তী, শর্মিলা দাস প্রমুখ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন পার্থসারথি দাস, পরাগ বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম মিত্র। সঞ্চালনায় ছিলেন ইন্দ্রনীল সাহা। *–সম্পা পাল*

মাতৃভাষার জন্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারি গাজোল সাহিত্য মঞ্চের উদ্যোগে করা হয়েছিল একাধিক কর্মসূচি। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আদর্শবাণী অ্যাকাডেমি হলে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী সংবর্ধনা ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান। রাজ্যের তিনজন বিশিষ্ট কৃতীকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্য ও শিক্ষায় পদ্মশ্রী অশোককুমার হালদার, বাংলা সাহিত্যে সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার প্রাপক ডঃ সুদেষ্ণা মৈত্র এবং সংগীতে অনন্য সুরস্রষ্টা দেব গৌতমকে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট লেখক ও সময়-সূত্রাংশ গর্ভতত্ত্বের আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী আশুতোষ সরকার, প্রাক্তন আরক্ষা প্রশাসক, লেখক-অভিনেতা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গাজোল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লেখক-নাট্যকার ডঃ মনোজ ভোজ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন গাজোল সাহিত্য মঞ্চের সভাপতি ডঃ গৌরাঙ্গদেব ভার্মা। প্রকাশিত হয় সাহিত্য মঞ্চের সাহিত্য পত্রিকার ভাষা-সংখ্যা 'অমর একুশে'। প্রায় চল্লিশজন কবি-সাহিত্যিক এই পত্রিকায় লিখেছেন। অনুষ্ঠানে ভাষা-শহিদদের স্মরণে নির্মিত দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করেন অজিত সরকার ও পল্লবী ঘোষ। একক সংগীত পরিবেশন করেন দেব গৌতম ও নিমাই চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গাজোল সাহিত্য মঞ্চের যুগলকিশোর চক্রবর্তী ও সঞ্জীবকুমার সরকার। কবিতা পাঠ করেন একাধিক কবি। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কামনা সরকার ও দোলন দুয়ারি। *–গৌতম দাস*

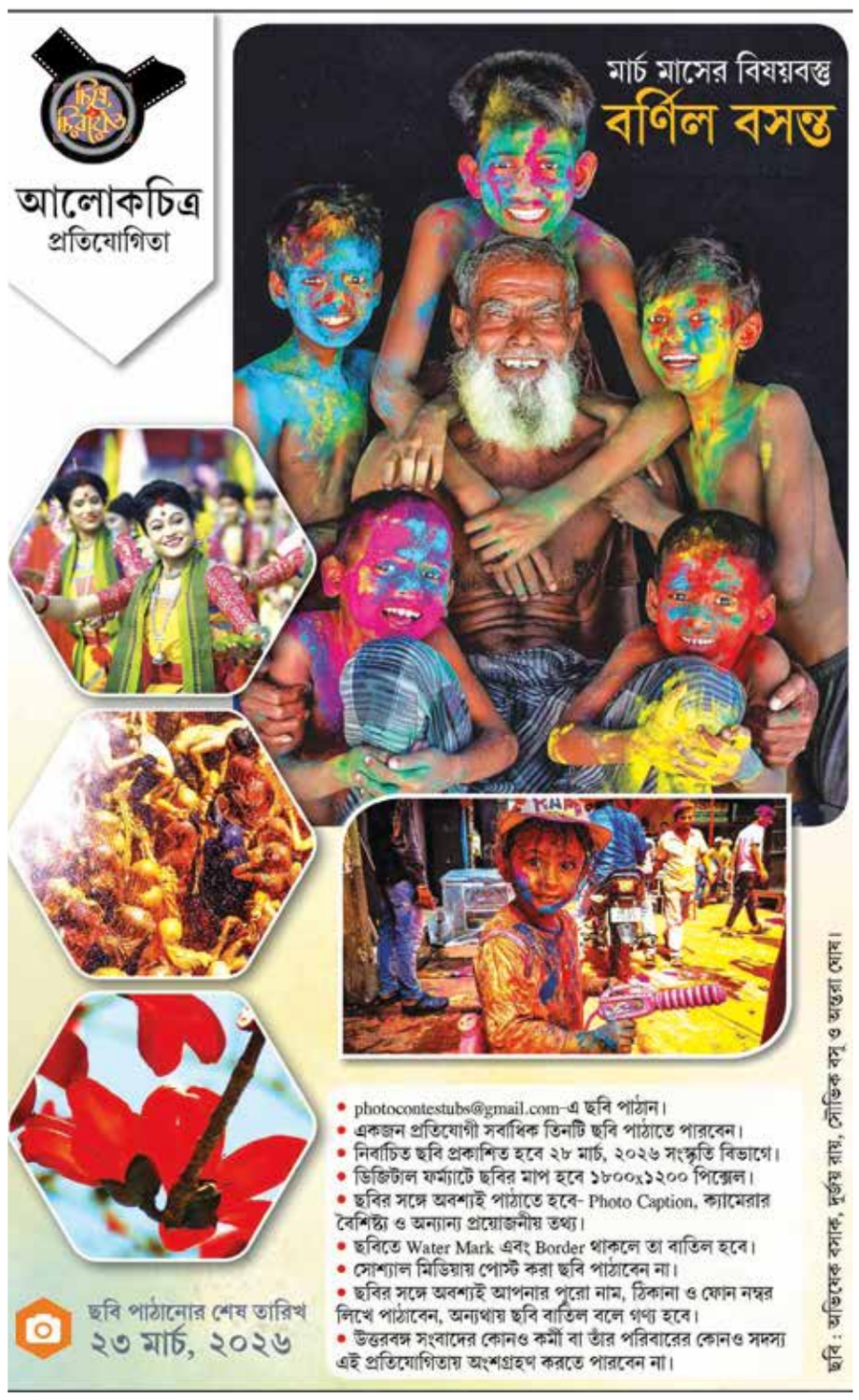

বইটই

হাইকুর কামাল

পাঠক কি কখনও আন্দামান গিয়েছেন? গেলে ভালো, না গেলেও ক্ষতি নেই। কবিতা যদি পড়তে ভালো লাগে, আন্দামানের অপরূপ প্রকৃতি চোখের সামনে ফুটে উঠবে কবি উত্তম চৌধুরীর লেখা **হাইকুতে আন্দামান** পড়লে। তিন খুদে লাইনের এক একটি কবিতা। সব মিলিয়ে ১১২টি হাইকু কবিতার এক কোলাজ এই খুদে কাব্য সংকলন। কবিতাগুলিতে ধরা পড়েছে আন্দামানের ইতিহাস, পুরাণ, জনজাতি ও নীল সমুদ্রের মায়াটান। আলিপুরদুয়ারের এই কবি শব্দ নিয়ে খেলায় তুখোড়। ঝোলায় বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ, কবিতা সংকলন। হাইকু কবিতার এই সংকলন তাতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ সৃষ্টি করেছেন কবি নিজেই।

শ্রুতিনাটকে জীবন

জন্মসূত্রে কলকাতার হলেও মালদার আনাচকানাচে বিচরণ করতে করতে বেড়ে ওঠা মধুমিতা কর্মকারের। বড় হওয়ার ফাঁকেই সাহিত্য-সংস্কৃতিকে মন সঁপা। তিরিশটিরও বেশি মঞ্চসফল শ্রুতিনাটকের সফল রূপায়ণ করেছেন। সেই সমস্ত শ্রুতিনাটকের বাছাই করা ২৪টিকে নিয়ে তাঁর বই **শ্রুতিরত্নাবলি**। শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হলেও এ নিয়ে বই খুব একটা বেশি নেই। সেদিক থেকে মধুমিতার এই বই পথিকৃৎ। যাঁরা নাটক ভালোবাসেন তাঁদের তো ভালো লাগবেই, নাটকের দুনিয়ার বাইরে থাকা পাঠকও খুব সহজে এই বইয়ের লেখাগুলির সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারবেন। পাঠতালিকায় রয়েছে ক্ষুধিত পাষাণ, পথের পাঁচালী, পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি।

সিনেমাই সব

টুকরো টুকরো কত্ত স্মৃতি। বাবা প্রখ্যাত গীতিকার পরিচালক মোহিনী চৌধুরী। অন্যদিকে বাংলা সিনেমার স্বনামধন্য পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী। এই দুজনের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মোহিনীবাবুর ছেলে দিগ্বিজয় চৌধুরীর জীবনে সিনেমা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে তাতে আর আশ্চর্য কী! দিগ্বিজয়ের লেখা **জীবনটাই সিনেমা**র পাতায় পাতায় সেই সিনেমারই জয়গান। স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ার সেই সোনালি স্মৃতি, শিলিগুড়িতে এসে শুটিং করতে গিয়ে একবার সমস্যায় পড়া, এনবিএসটিসি'র বাস ভাড়া করার সেই গল্প...এই বই একবার পড়তে শুরু করলে পাঠক বাংলা সিনেমাকে নিয়ে সেই নস্টালজিয়ায় ভাসতে বাধ্য। সাদা-কালো বেশ কয়েকটি পোস্টার পাঠকের বাড়তি প্রাপ্তি।

বাঁচার লড়াই

একবিংশ শতকের পরিবর্তনশীল সমাজ ও এক নারীর আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইকে নিয়ে সনাতন পালের উপন্যাস **বৈশাখী**। লেখকের জীবন প্রতিকূলতায় ভরা। অসুস্থ অবস্থায় দেড় বছর বয়স থেকে দাদুর কাছে মানুষ। শৈশবেই একবার ঘর ছেড়েছিলেন। প্রাথমিকে ভর্তির বয়স পেরিয়ে যাওয়ায় পড়াশোনা শুরু করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। সমস্ত প্রতিকূলতা সামলে সনাতন আজ নিজে শিক্ষক। নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখালেখি করছেন। ইতিমধ্যে চারটি বই প্রকাশিত হয়েছে। 'নিশীথে' আলো নামে আগে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। গ্রন্থাকারে 'বৈশাখী'ই অবশ্য তাঁর প্রথম উপন্যাস। হাজার সমস্যার মধ্যেও কীভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হয় এই লেখায় সেই হদিস মিলবে।

ডুয়ার্সকে ঘিরে

সবুজই সব। এই ভাবনাকে সঙ্গী করেই পাঠকের হাতে ধরা দিয়েছে **ডুয়ার্স বীক্ষণ**-এর **দ্বিতীয় বর্ষ হেমন্ত সংখ্যা**। পরিমল দে'র লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব পদাবলী', প্রমোদ নাথের লেখা 'আদিম আদিবাসী টোটো সমাজে নারী', দেবব্রত চাকির 'কর্মে ও মননে ডুয়ার্স গান্ধী যজ্ঞেশ্বর রায়' পাঠককে অজানা অনেক কিছুই জানায়। আজকের দিনে কীভাবে রায়ডাক, সংকোশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে তা পরিষ্কার হয় শিলা সরকারের লেখাটি পড়লে। 'আমার ডুয়ার্স, আমার নদী' শীর্ষকে খুব সুন্দর একটি লেখা লিখেছেন অরূপ গুহ। শিশুমন নিয়ে পিয়ালি সরকারের লেখাটি বেশ। সুকান্ত দাসের প্রচ্ছদ রূপায়ণ সার্থক।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

রাজস্থান রয়্যালস জার্সিতে প্রথম ট্রেনিং সেশনের পর রবীন্দ্র জাদেজা।

১৬ বছর পর ‘গোলাপি’ সংসারে স্যর জাদেজা

জয়পুর, ১৩ মার্চ : ক্রিকেট আক্ষরিক অর্থেই এক বিরাট চক্র। যেখানে সব শুরু হয়, সেখানেই আবার ফিরে আসতে হয়! রবীন্দ্র জাদেজার ক্রিকেটীয় জীবনের এই নতুন অধ্যায় যেন সেই প্রবাদটিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে অবশেষে নিজের প্রথম আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতেই পুরোদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার।

স্মৃতি রোমন্থন করলে দেখা যাবে, ২০০৮ সালে আইপিএলের একেবারে প্রথম মরশুমে এই ‘গোলাপি’ জার্সিতেই প্রথম নজর কেড়েছিলেন তরুণ জাদেজা। সেবার শেন ওয়ার্নের জাদুকরী নেতৃত্বে রূপকথার মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজস্থান। তবে ২০০৯ সালের পর দল ছাড়েন তিনি। এরপর চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে দীর্ঘ দেড় দশক দাপটের সঙ্গে খেলে একাধিক ট্রফি জিতলেও, এবার মেগা নিলামের আগে তাঁকে রিলিজ করে দেয় সিএসকে। এরপরই পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে দলে টেনে নেয়। পুরোনো দলে ফিরে ইতিমধ্যেই নাগপুরে আয়োজিত রয়্যালসদের ফিটনেস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত শিবিরে যোগ দিয়েছেন তিনি।

সেখানে রাজস্থানের বর্তমান অধিনায়ক রিয়ান পরাগ, উঠতি তারকা বৈভব সূর্যবংশী, অভিজ্ঞ সন্দীপ শর্মা এবং স্পিনার রবি বিষ্ণোইদের সঙ্গে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে দেখা গিয়েছে স্যর জাদেজাকে। তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া আগামী মরশুমে রয়্যালসদের বড় সম্পদ হতে চলেছে। আগামী ১৭ মার্চ থেকে জয়পুরের সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে শুরু হবে দলের মূল প্রস্তুতি শিবির। সেই শিবিরেও স্পটলাইট যে জাদেজার দিকেই থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কাকতালীয়ভাবে, আগামী ৩০ মার্চ চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধেই এবারের আইপিএল অভিযান শুরু করছে রাজস্থান। নিজের পুরোনো দলের বিরুদ্ধে জাদেজার এই মেগা-ম্যাচ এখন থেকেই পারদ চড়াচ্ছে ক্রিকেট মহলে।

ছাত্রদের গুরুমন্ত্র মাহির

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : নিজেকে রিচার্জ করে নিতে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভরসা বাইক চালানো, ব্যাডমিন্টন! ‘ক্যাপটেন কুলের’ মতে মানসিকভাবে তাজা থাকতে সুইচ অন এবং সুইচ অফ-ও ভীষণভাবে জরুরি। আর এই ভাবনায় ক্রিকেটের বাইরে একাধিক খেলায় অনেকটা সময় কাটানোকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। বাইক বরাবর ভালোবাসার জায়গা মাহির। গ্যারাজে একঝাঁক নামীদামি ব্র্যান্ডের বাইক। পাশাপাশি ব্যাডমিন্টন, প্যাডেল স্পোর্টসেও নেমে পড়েন ভারতীয় ক্রিকেট আইকন। ‘রাইস টু টপ’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্রদেরও একাধিক খেলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। ধোনি বলেছেন, ‘সুইচ অন এবং সুইচ অফ করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে যেমন বাইক চালানোর পাশাপাশি ব্যাডমিন্টন, প্যাডেলের মতো খেলায় অংশ নেওয়া নতুন করে অক্সিজেন জোগায়। ছাত্রদেরও উচিত বিভিন্নরকম খেলায় অংশ নেওয়া। কারণ, নতুন কিছু নিয়ে চেষ্টা না করলে তুমি বুঝতে পারবে না, কোনটা তোমার জন্য সঠিক।’

জয় পেতে বাগানের লক্ষ্য আক্রমণাত্মক ফুটবলই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে দুই গোল করে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু তারপরেই চোটের জন্য ছিটকে গেলেন রবসন রোবিনহো। তাঁকে ছাড়াই বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচও খেলতে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ওডিশা এফসি ম্যাচের পর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষেও দলের নির্ভরযোগ্য ব্রাজিলীয় উইং হাফকে পাচ্ছে না মোহনবাগান। টানা চার ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলে এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকেও পুরো পয়েন্টের লক্ষ্যে সের্জিও লোবেরার দল। অ্যাওয়ে ম্যাচ নিয়ে অবশ্য বাড়তি স্নায়ুর চাপে ভুগতে রাজি নয় মোহনবাগানের হেড কোচ। তিনি যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ‘এখনও পর্যন্ত খেলার ফলে আমরা খুশি। কিন্তু ফুটবলে সবটাই বর্তমান। অতীত নিয়ে ভেবে লাভ হয় না। তাই পরের ম্যাচে যে আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে আছে এখন সেটা নিয়েই ভাবছি। এটা আমাদের দলের কাছে ভালো পরীক্ষা। এবং অবশ্যই জেতা কঠিন হবে। তবে আমরা আশা করছি এই কঠিন চ্যালেঞ্জ পার করে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ঘরে নিয়ে আসতে পারব। আমাদের চারটে কঠিন অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে। যার শুরুটা হবে শনিবারের ম্যাচ দিয়ে।’ এখন প্রতি ম্যাচেই প্রায় দলে একাধিক পরিবর্তন করলেও আক্রমণাত্মক ফুটবল থেকে সরছেন। প্রয়োজনে তিন বিদেশি অ্যাটাকার দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স ও জেমি ম্যাকলারেনকে একসঙ্গে নামিয়ে দিয়ে তিনি প্রতিপক্ষের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করাকেই সেরা স্ট্র্যাটেজি বলে মনে করছেন। গোলের মধ্যে দারুণভাবে আছেন ম্যাকলারেন। আর তাতেই আসছে সাফল্য। যদিও বেঙ্গালুরু এফসি এখনও পর্যন্ত নিজেদের সেরা ছন্দে নেই, তবু সুনীল ছেত্রীদের ছোট করার সাহসও দেখাবে না কোনও দল। তবু লোবেরা বলছেন, ‘ট্রফি জিততে গেলে জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা জরুরি এবং সঙ্গে আত্মবিশ্বাস। এবং আমি কোনও কারণ দেখছি না দলের আত্মবিশ্বাস কম আছে এটা বলার।’

এবার মোহনবাগান, জামশেদপুর এফসি কী ইস্টবেঙ্গলের মতো কয়েকটা দল ছাড়া বাকিদের শক্তি অনেকটাই কম ফুটবলের টালমাটাল পরিস্থিতির জন্য। যদিও লোবেরা বলছেন, ‘সব দলই এবার আলাদা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে খুব খারাপ পরিস্থিতি সবার। অবশ্যই গতবারের মতো শক্তিশালী ওরা নয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমাদের পরীক্ষার সামনে পড়তেই হবে। আর তার জন্য আমরা তৈরি। ভালো জায়গায় যেতে হলে এই রকম ম্যাচ দরকার।’ মহমেডানের বিপক্ষে বেঙ্গালুরুর গোল পেতে দেরি হলেও জয় আসায় তারাও যে চাঙ্গা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও সুনীল ছেত্রীকে নিয়েই আলোচনা বেশি কিন্তু দলে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, রাহুল ভেকে, সুরেশ সিং ওয়াংজামদের মতো নামীরাই পারেন পার্থক্য তৈরি করতে। আর সেই কারণেই হয়তো সাবধানি মোহনবাগান। এখন দেখার শেষপর্যন্ত পাঁচ নম্বর ম্যাচেও দিমি-কামিন্সরা পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরে লিগ শীর্ষেই থাকেন কিনা।

বেঙ্গালুরু এফসি-র মুখোমুখি হওয়ার আগে গলফে মজে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সরা। শুক্রবার।

> সব দলই এবার আলাদা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে খুব খারাপ পরিস্থিতি সবার। অবশ্যই গতবারের মতো শক্তিশালী ওরা নয় কিন্তু তার মানে এই নয় যে একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমাদের পরীক্ষার সামনে পড়তেই হবে। আর তার জন্য আমরা তৈরি। ভালো জায়গায় যেতে হলে এই রকম ম্যাচ দরকার।
>
> -সের্জিও লোবেরা

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

বেঙ্গালুরু এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়াম

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপ

আজ পুরো পয়েন্টের আশায় ইস্টবেঙ্গল

বিতর্কিত মন্তব্যে চাকরি খোয়ানোর পথে ব্রুজোঁ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ মার্চ : জামশেদপুর এফসি ম্যাচের আগে সংবাদমাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে তোপ দেগেছিলেন। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁর নিশানায় ক্লাব কর্তারা। এর জেরেই চাকরি খোয়ানোর পথে স্প্যানিশ কোচ।

এবার আইএসএলে এখনও পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি ডেভিড কাটালার কেরালা। সেই দুর্বল কেরালার বিরুদ্ধে শনিবার তিন পয়েন্ট পেতে হয়তো সমস্যা হবে না ইস্টবেঙ্গলের। তবুও সমর্থকরা চিন্তামুক্ত হতে পারছেন কি! পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট। ব্যর্থতা ঢাকতে এখন স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি সাজাতেই ব্যস্ত লাল-হলুদ হেড কোচ। এই পরিস্থিতির জন্য ঘুরিয়ে ক্লাব কর্তাদেরই তোপ দাগলেন অস্কার।

দলের পারফরমেন্সে হতাশ সমর্থকরা। ব্রুজোঁ তা অস্বীকার করছেন। তাঁর দাবি, ‘সমর্থকদের থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাচ্ছি। বরং ওদের সামনে রেখে এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষই এই কাজ করছেন। তাঁরা হয়তো ইস্টবেঙ্গলের অগ্রগতি চান না।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘এবার যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়েই ব্যতিক্রমী পথে হেঁটেছে ম্যানেজমেন্ট। অতীতে যাঁরা সব সিদ্ধান্ত নিতেন তাঁরা হয়তো এতে খুশি নন।’ এখন প্রশ্ন হল অস্কারের এই বক্তব্যের কি আদৌ কোনও যৌক্তিকতা রয়েছে?

এবার মোটের ওপর নিজের পছন্দ মতোই দল পেয়েছেন তিনি। খাতায়-কলমে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পর অন্যতম শক্তিশালী। প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পেয়েছেন। তারপরও সাফল্য না এলে প্রশ্ন তো উঠবেই। অস্কার বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন তিনি ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের দায়িত্বে রয়েছেন। যারা মাঠে নামে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। নইলে কী আর বলতেন, ‘আইএসএলের ইতিহাসে এবারই সবচেয়ে ভালো শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। ধাপে ধাপে এগোচ্ছি আমরা। প্রথম পাঁচে থাকাই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। বাকিটা স্বপ্ন!’ ঘুরিয়ে কি তিনি বলেই দিলেন, এই ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে খেতাব জয় সম্ভব নয়! নাকি অস্কার জানেন না, এবার আইএসএলে প্লে-অফ পর্ব নেই।

এদিকে, ক্লাব প্রসঙ্গে মন্তব্য করায় পালটা লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ‘আমরা ব্রুজোঁর ওপর আস্থাশীল। ও নিজে হাতে দল তৈরি করেছে। কোচের কাছে আমার অনুরোধ, সমর্থকরাই আমাদের সম্পদ। ওদের ভাবাবেগে আঘাত করো না। অস্কারের যদি কোনও বক্তব্য থাকে তা বোর্ড মিটিংয়েই বলতে পারে।’

ক্লাব ও লগ্নিকারী সংস্থার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ঢুকে পড়ায় ইস্টবেঙ্গল থেকে অস্কারের বিদায় কার্যত সময়ের অপেক্ষা। কেরালা ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার ভাবনা রয়েছে ম্যানেজমেন্টের। না হলেও তাঁকে আর রাখতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্তে এই মরশুমটা বিনো জর্জ ও থংবোই সিংটোকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়ার ভাবনা রয়েছে।

জামশেদপুর ম্যাচেই স্পষ্ট হয়ে যায়, মিগুয়েল ফিগুয়েরাকে আটকালেই ইস্টবেঙ্গলের সাপ্লাই লাইন বন্ধ। এফসি গোয়া ম্যাচেও তার পুনরাবৃত্তি হয়। সঙ্গে সাউল ক্রেসপোর না থাকা আরও বিপদে ফেলেছিল অস্কারকে। কেরালা ম্যাচের আগে সুখবর লাল-হলুদ শিবিরে। চোট সারিয়ে ফিরছেন সাউল। যা সম্ভাবনা হয়তো মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েলের সঙ্গে তাঁকে রেখেই প্রথম একাদশ সাজাবেন। যদিও ব্রুজোঁ জানালেন, এখনই ৯০ মিনিট সাউলকে খেলানোর ঝুঁকি নেবেন না। মিগুয়েলের ওপর বাড়তি প্রত্যাশা রয়েছে সমর্থকদের। অস্কারের ধারণা তা সামলাতে গিয়েই অতিরিক্ত চাপ নিয়ে ফেলছেন ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার। যে কারণে কেরালা ম্যাচে তাঁর ভূমিকায় বদল আনতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

এই ম্যাচে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে আরও কিছু অদল-বদল দেখা যেতে পারে। রক্ষণে আনোয়ার আলির সঙ্গে জিকসন সিংই হয়তো শুরু করবেন। তবে দুই সাইডব্যাক কারা হবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এক্ষেত্রে কেরালা ম্যাচে চমক দেখা যেতে পারে। পিভি বিষ্ণুকে লেফট ব্যাকের ভূমিকায় দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো। অপরদিকে, মহম্মদ রাকিপের খেলা কার্যত নিশ্চিত। দুই উইংয়ে যথারীতি বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকা। আর সামনে ইউসেফ এজেজ্জারি।

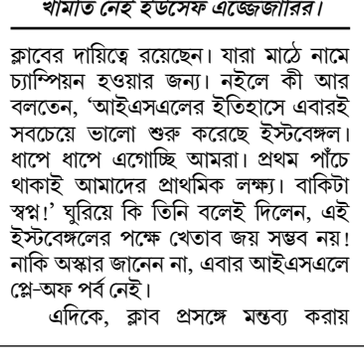

প্রথম দুই ম্যাচের ফর্মে ফিরতে প্রস্তুতিতে খামতি নেই ইউসেফ এজ্জেজারির।

আবরার বিতর্কে হাত ধুল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ পাকিস্তানি রহস্য-স্পিনার আবরার আহমেদকে কিনে প্রবল বিতর্কের মুখে সানরাইজার্স লিডস। ভারতীয় মালিকানাধীন দল হয়েও নিলাম থেকে পাক ক্রিকেটার কেনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো তুলোধোনা করা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালকিন কাব্য মারানকে। আইপিএলে তাঁর দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে বয়কটের ডাকও দিয়েছেন উগ্র সমর্থকদের একাংশ। তবে, এই মেগা-বিতর্কে সন্তর্পণে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লার সাফ কথা, ‘হান্ড্রেড আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। বিদেশি লিগের নিলামে ওরা নিজেদের মতো দল গুছিয়েছে, এক্ষেত্রে বিসিসিআইয়ের করণীয় কিছুই নেই।’

সমালোচনার প্রবল চাপের মুখে দাঁড়িয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির মালকিন কাব্য মারান এবং হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির দাবি, এর নেপথ্যে কোনও রাজনীতি নেই, সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ক্রিকেটীয়। তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিলেন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ স্পিনার আদিল রশিদ। কিন্তু তাঁকে না পেয়েই অগত্যা আবরারের দিকে ঝুঁকতে হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজির দাবি, হান্ড্রেড কর্তৃপক্ষের তরফে পাক প্লেয়ার নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞাও ছিল না। তবে, এই সাফাইয়ের মাঝেই রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে সানরাইজার্স লিডসের অফিশিয়াল এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টটি রাতারাতি সাসপেন্ড হওয়ার ঘটনায়। আবরারকে কেনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়া অ্যাকাউন্টটি উধাও হয়ে যাওয়ায় ‘দুইয়ে দুইয়ে চার’ করছেন নেটিজেনরা। এর পিছনে সাইবার আক্রমণ রয়েছে কি না, তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে।

অন্যদিকে, এই চরম বিতর্কের মাঝেই আইপিএলের দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানাধীন জিএমআর গ্রুপের দল ‘সাউদার্ন ব্রেভ’-এর হেড কোচ হেমাঙ্গ বাদানি ইঙ্গিত দিয়েছেন, সুযোগ পেলে আগামী দিনে তাঁরাও পাক ক্রিকেটারদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারেন। তাঁদের শর্ট লিস্টে ইতিমধ্যেই কয়েকজন পাক ক্রিকেটারের নাম রয়েছে। অর্থাৎ, গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের আঙিনায় এখন জাতীয়তাবাদের আবেগের চেয়ে ব্যবসায়িক এবং ক্রিকেটীয় সাফল্যই যে শেষ কথা, তা কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল।

সাফাই সানরাইজার্সের

পাক সেনার হাতে আটক ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার অভিনন্দন বর্তমানকে কটাক্ষ করে অতীতে ছবি পোস্ট করেছিলেন আবরার আহমেদ।

প্রয়াত ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব কুশল

নিজস্ব প্রতিনিধি কলকাতা ১৩ মার্চ : প্রয়াত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব কুশল দাশ। তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবসান হল ভারতীয় ফুটবলের একটি যুগের। শুক্রবার সকালে দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। একদিন আগেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি লম্বা সময় কাজ করে গিয়েছেন ফেডারেশনের জন্য। কুশল ছিলেন ক্যানসার সারভাইভার। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে।

২০১০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি ফেডারেশনের সচিব পদে ছিলেন। শুধু ফুটবলই নয়, কুশল একটা সময়ে দুবাইতে আইসিসি-র চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসারের দায়িত্বেও ছিলেন। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। সম্ভবত সেই কারণেই এদেশের ফুটবলের উন্নতিতে যে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন সেটা শুরুতেই উপলব্ধি করেন। এবং তাঁর সময়েই এআইএফএফ গাঁটছড়া বাঁধে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের সঙ্গে। যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক থাকলেও এখন পরিষ্কার কতটা সঠিক ছিলেন তিনি। এছাড়াও তাঁর সময়ের স্মরণীয় ঘটনা এদেশে অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ হওয়া। যার সফল রূপায়ণের জন্য কুশলের অবদান এদেশের ফুটবল মহল চিরকাল মনে রাখবে। ফুটবল ও ক্রিকেটে আসার আগে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। ১৯৯৬ সালে আইএমজি যখন ভারতের খেলাধুলোর বাজার ধরার চেষ্টা শুরু করে তখনই তারা কুশলবাবুকে চিফ ফিন্যান্স অফিসার হিসাবে নিয়োগ করে। তিনিই এদেশে মহিলা ফুটবলের অগ্রগতির জন্য ২০১৭ সালে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ শুরু করেন। তাঁর সময়ের এদেশে অনুষ্ঠিত বহু টুর্নামেন্টের মধ্যে ২০২২ সালের মহিলাদের এএফসি উইমেন্স কাপ উল্লেখযোগ্য।

কুশলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও সহ সচিব এম সত্যনারায়ণন ও প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল। কল্যাণ বলেছেন, ‘কুশল দাশ ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসক হিসাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। চিরকাল তাঁর কাজের জন্য তাঁকে মনে রাখা হবে।’ প্রফুল প্যাটেল এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘এআইএফএফের প্রাক্তন সচিব কুশল দাশের মৃত্যুর খবরে আমি মর্মাহত। ভারতীয় ফুটবলের নানা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ছাড়াই তাঁকে মনে রাখা হবে যুব ফুটবলের উন্নতির জন্য।’ শোকপ্রকাশ করেন প্রাক্তন ফেডারেশন সহ সভাপতি সুব্রত দত্ত, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত ও দেশের বিভিন্ন ক্লাব।

টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে অক্ষর প্যাটেল, হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের লজ্জায় ফেলে দেন জসপ্রীত বুমরাহ।

বুমরাহ-বন্দনায় এবিডি

ব্যাটারদের খেলায় উপেক্ষিত বোলাররা!

জোহানেসবার্গ, ১৩ মার্চ : সদ্য সমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের বিশ্বজয়ের দুই প্রধান নায়ক জসপ্রীত বুমরাহ এবং সঞ্জু স্যামসন। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার হিসেবে সঞ্জু পুরস্কৃত হলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি এবি ডিভিলিয়ার্সের মতে, বুমরাহর আরও বেশি সম্মান প্রাপ্য ছিল। টি২০ ক্রমশ ব্যাটারদের খেলা হয়ে উঠছে এবং বোলাররা প্রাপ্য কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন-এই দিকটিতেই আঙুল তুলেছেন ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’।

পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বকাপে ১৪ উইকেট নিয়ে কামাল করেছেন বুমরাহ। মেগা ফাইনালে ১৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে কার্যত একাই ম্যাচ ছিনিয়ে আনেন তিনি। অন্যদিকে, সুযোগ পেয়েই নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সঞ্জুও। ১৯৯.৩৮ স্ট্রাইক রেটে ৩২১ রান এবং শেষ তিন ম্যাচে অর্ধশতরানের হ্যাটট্রিক তাঁকে টুর্নামেন্ট-সেরার সম্মান এনে দিয়েছে। দুজনের দাপট স্বীকার করেও এবিডি বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে একজন ব্যাটারের তুলনায় বোলারের কাজটা অনেক বেশি কঠিন। ডেথ ওভারে যখন বিপক্ষ মরিয়া হয়ে ব্যাট চালায়, তখন বোলারদেরই ম্যাচের ভাগ্যনির্ধারণ করতে হয়। বুমরাহ ঠিক এই কঠিন কাজটাই অবিশ্বাস্য দক্ষতায় করেছে।’ প্রোটিয়া কিংবদন্তি আরও যোগ করেন, ‘সঞ্জুর কৃতিত্ব কেড়ে নেওয়ার জায়গা নেই। সেরা বাছাটা সত্যিই খুব ক্লোজ কল। কিন্তু বোলার হিসেবে বুমরাহ যা করেছে, তার জন্য ওর আরও সম্মান প্রাপ্য।’

অদ্ভুত আউটে মেজাজ হারালেন সলমন

ঢাকা, ১৩ মার্চ : অদ্ভুত রান আউট। মেজাজ হারিয়ে হেলমেট ছুড়লেন পাকিস্তানের সলমন আলি আঘা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ৩৯তম ওভারে বল করছিলেন বাংলাদেশের মেহিদি হাসান মিরাজ। ব্যাট করছিলেন মহম্মদ রিজওয়ান। নন স্ট্রাইক এন্ডে দাঁড়িয়ে আঘা। রিজওয়ানের স্ট্রেট ডাইভ পা দিয়ে থামান মিরাজ। বলটি পুরোপুরি থামার আগে তা ধরার চেষ্টা করেন সলমন। পাক ব্যাটার তখন পপিং ক্রিজের বাইরে। তবে তিনি বলে হাত দেওয়ার আগেই তা ধরে নিয়ে আন্ডার আর্ম থ্রোয়ে উইকেট ভাঙেন মিরাজ। আউট হয়ে ফেরার সময়ই মেজাজ হারিয়ে বাংলাদেশের লিটন দাসের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়ান আঘা। বাউন্ডারি লাইন পেরোনোর সময় ছুড়ে ফেলে দেন গ্লাভস ও হেলমেট। এদিন প্রথমে ৪৭.৩ ওভারে পাকিস্তান ২৭৪ রানে অল আউট হয়। জবাবে বাংলাদেশ ৬.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ২৭ রানে পৌঁছানোর পর বর্জ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি নামে। দীর্ঘসময় পর খেলা শুরু হলে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৩২ ওভারে বাংলাদেশের টার্গেট হয় ২৪৩ রান। ২৩.৩ ওভারে তারা ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়। এই জয়ে পাকিস্তান সিরিজে ১-১ সমতা ফেরাল।

রানআউট হয়ে ফেরার সময় মাঠেই ব্যাট, হেলমেট ছুড়ে ফেললেন সলমন আলি আঘা।

পন্থের নয়া ইনিংস, ফোকাস টিম বন্ডিংয়ে

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : ২০২২ সালে আইপিএলের মঞ্চে পা রেখেই চূড়ান্ত চমক দিয়েছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন লখনউ সুপার জায়েন্টস (এলএসজি)। কিন্তু অভিষেকের সেই দুর্দান্ত বছরগুলোর পর গত দুটো মরশুম একেবারেই ভালো কাটেনি লখনউয়ের। গত চার আসরে ট্রফির ভাঁড়ার শূন্যই থেকেছে। এবার সেই খরা কাটাতে এবং মেগা লিগে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে অধিনায়ক ঋষভ পন্থের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া এলএসজি। আগামী ১ এপ্রিল নবাবের শহরের একানা স্টেডিয়ামে নিজেদের পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেই মেগা-অভিযান শুরু করতে চলেছেন ঋষভ।

মরশুম শুরুর আগে দলের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় টিম বন্ডিংয়ের ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন এলএসজি-র এই নয়া সেনাপতি। ডিসেম্বরের মিনি নিলামে মোট ৬ জন নতুন তারকাকে দলে নিয়েছে লখনউ। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা, জোশ ইনগ্লিসের পাশাপাশি পেস আক্রমণের ধার বাড়াতে নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আনরিখ নর্তজেকে। এছাড়া মুকুল চৌধুরী, নমন তিওয়ারি, অক্ষত রঘুবংশীর মতো তরুণরাও রয়েছেন। নিলামের আগেই ট্রেডিং উইন্ডোর মাধ্যমে অর্জুন তেন্ডুলকার ও মহম্মদ সামিকে দলে নিয়ে চমক দিয়েছিল এলএসজি। নতুন চেহারার দলের উদ্দেশ্যে পন্থ তাঁর বার্তায় বলেন, ‘দলে পুরোনো প্লেয়ারদের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন মুখ এসেছে। প্রত্যেককে স্বাগত। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে ক্রিকেটারদের মধ্যে একটা দুর্দান্ত সম্পর্ক তৈরি করা। সাফল্য পেতে হলে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া এবং ক্রিকেট সংক্রান্ত মতামত বিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিনায়ক হিসেবে আমার লক্ষ্য থাকবে, দলের সবার থেকে সেরাটা নিংড়ে আনা এবং আসন্ন মরশুমের জন্য যথার্থ অর্থে একটা টিম হয়ে ওঠা।’

গত মরশুমে শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও ১৪ ম্যাচে মাত্র ৬টি জয় পেয়েছিল লখনউ। এবার সেই জঘন্য পরিসংখ্যান বদলাতে বদ্ধপরিকর ঋষভ। তাঁর মতে, নিজের দায়িত্ব বোঝা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরাই আসল চাবিকাঠি। পন্থ বলেছেন, ‘১৫-১৬ মার্চের মধ্যে আমরা পুরো দল পেয়ে যাব। প্রাক-মরশুম শিবিরে টিম বন্ডিংয়ের জন্য বেশ কিছুদিন সময় মিলবে। আমার বিশ্বাস, হাসি-ঠাট্টার পাশাপাশি আমরা ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে কাজ করতে পারব এবং পরস্পরের থেকে অনেক কিছু শিখতেও পারব।’

নাইটদের বোলিংয়ে জিম্বাবোয়ের 'ব্লেসিং'

কলকাতা, ১৩ মার্চ : অবশেষে জল্পনার অবসান। রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে আসন্ন আইপিএল থেকে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমান বাদ পড়ার পর তাঁর যোগ্য বদলি খুঁজে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আসন্ন মরশুমে পেস বিভাগের শক্তি বাড়াতে নাইট শিবিরে যোগ দিচ্ছেন জিম্বাবোয়ের দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার ব্লেসিং মুজারাবানি। সদ্য সমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে তিনি ঝুলিতে পুরেছেন ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। তাঁর এই অন্তর্ভুক্তি চোট-আঘাতে জর্জরিত নাইটদের বোলিং বিভাগকে যে অনেকটাই স্বস্তি দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখার বিষয়, নামের মতোই এই জিম্বাবোয়ের পেসার ইডেনের বাইশ গজে কেকেআরের জন্য সত্যিই কোনও 'ব্লেসিং' বা আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারেন কি না! তাঁকে বেছে নেওয়ার দিনেই নাইট শিবিরে নেমে এল এক বিরাট ধাক্কা। চোটের কারণে মেগা টুর্নামেন্ট থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন কেকেআর-এর তারকা অলরাউন্ডার হর্ষিত রানা। টি২০ বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোটের পর থেকে আর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরা হয়নি তাঁর। লিগ শুরুর ঠিক মুখে দলের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের এই ছিটকে যাওয়া নাইটদের টিম কম্বিনেশনে বড়সড় ধাক্কা দিল বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল।

এবারের আইপিএলে নেই হর্ষিত

তবে তাঁর পরিবর্ত হিসেবে এখনও পর্যন্ত কারও নাম চূড়ান্ত করেনি কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যানেজমেন্ট।এবারের মেগা নিলামের টেবিলে বেশ অঙ্ক কষে এবং যত্ন নিয়েই নিজেদের বোলিং বিভাগ সাজিয়েছিল কেকেআর থিংকট্যাংক। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক মুখেই একের পর এক চোট-আঘাত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক নাইট শিবিরকে রীতিমতো কোণঠাসা করে দিয়েছে। দেশের ভাবাবেগ এবং রাজনৈতিক কারণে মুস্তাফিজুর আইপিএল থেকে ছিটকে যাওয়ায় বোলিং আক্রমণে একটা বড় শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল। সেই ফাঁক ভরাট করতেই মুজারাবানিকে দলে টেনেছে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি। মুজারাবানির উচ্চতা এবং পিচ থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করার ক্ষমতা নাইটদের বড় অস্ত্র হতে পারে।

তবে নাইটদের চিন্তা শুধু হর্ষিত নয়, বাড়িয়েছেন মাথিশা পাথিরানাও। শ্রীলঙ্কার এই ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট বিশ্বকাপের মাঝপথেই হ্যামস্ট্রিংয়ের গুরুতর চোট নিয়ে ছিটকে গিয়েছেন। তিনি কবে পুরোপুরি ফিট হয়ে মাঠে ফিরবেন, তা এখনও অজানা। এই জোড়া ধাক্কা এবং চরম অনিশ্চয়তার মাঝে, ফর্মে থাকা মুজারবানির আগমন নাইট শিবিরের বোলিং আক্রমণকে যে অনেকটাই অক্সিজেন জোগাবে, তা নিশ্চিত।

মুস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্ত হিসেবে ৬ ফুট ৮ ইঞ্চির জিম্বাবোয়ের পেসার ব্লেসিং মুজারাবানিকে দলে নিল কেকেআর।

রোকোর প্র্যাকটিসের জন্য বাড়ছে ওডিআই

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ : মিশন ২০২৭! আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপই সম্ভবত হতে চলেছে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট। এই দুই মহাতারকার 'লাস্ট ডান্স'-কে স্মরণীয় করে রাখতে এবং পর্যাপ্ত ম্যাচ-প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা করতে এবার একদিনের ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ

টি২০ ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন রোকো জুটি। বর্তমানে তাঁরা শুধু একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অন্য ফরম্যাটে না খেলায় বিশ্বকাপের আগে তাঁরা যাতে 'ম্যাচ-রাস্টি' না হয়ে পড়েন, তা নিশ্চিত করতেই এই অভিনব পদক্ষেপ। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার বিদেশ সফরগুলিতে অন্তত একটি করে বাড়তি ওডিআই আয়োজনের আর্জি জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ডগুলি। বিসিসিআই সূত্রে খবর, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কার মতো বোর্ডগুলি থেকে ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাব এসেছে। সম্প্রচার স্বত্ব এবং টিকিটের বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। শেষ পর্যন্ত রোকো-র প্রস্তুতির জন্য শুভমান গিলরা বাড়তি ম্যাচ খেলবেন কি না, তা সময়ই বলবে। তবে মেগা প্রস্তুতির নীল-নকশা যে তৈরি, তা কার্যত স্পষ্ট।

সেমিতে ইউকি

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চ : ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন ভারতের ইউকি ভামব্রি ও সুইডেনের আন্দ্রে গোরানসন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ৬-৩, ৭-৬ (৭/২) গেমে আলেকজান্ডার আর্লার-আন্দ্রেয়া ভাভাসরিকে হারিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া ও জানিক সিনার।

স্মরণে

মীরা সাহা রায়, শিক্ষিকা, উঃ মাঃ, ১০ম প্রয়াণ বর্ষ, আজ ফিরে এসেছে সেই বেদনার দিন, অনন্তে তুমি হয়েছ বিলীন।
-শোকার্ত স্বামী, পুত্রদ্বয়, পুত্রবধূদ্বয়, কন্যা, নাতি-নাতনিরা ও 'Mira Optics'-এর কর্মীবৃন্দ।

চ্যাম্পিয়ন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ মহিলাদের কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন হল ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাঘরে শুক্রবার ফাইনালে তারা ২৯-২৩ পয়েন্টে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কলেজকে। সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি কলেজ ৪৭-১০ পয়েন্টে বিধ্বস্ত করে বীরপাড়া কলেজকে। পরে সুকান্ত ৩৫-১১ পয়েন্টে ময়নাগুড়ি কলেজকে হারিয়ে দেয়।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়।

লাজংকে বাড়তি সমীহ ডায়মন্ডের

কলকাতা, ১৩ মার্চ : শনিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে শিলং লাজং এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। প্রতিপক্ষ দলকে সমীহ করছেন ডায়মন্ড কোচ কিবু ভিকুনা। বলেছেন, 'লাজং খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ওখানকার কৃত্রিম ঘাসের মাঠ ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াও চ্যালেঞ্জের।' গত ম্যাচে ডেম্পো স্পোর্টসকে হারানোর পর এই ম্যাচেও ছন্দ বজায় রাখতে চান লুকা মাজসেনরা।

বিশ্বকাপে ভারত

হায়দরাবাদ, ১৩ মার্চ : চলতি বছর হকি বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ভারতীয় মহিলা হকি দল। এফআইএইচ হকি ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারের সেমিফাইনালে শুক্রবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইতালিকে। ৪০ মিনিটে মনীষা চৌহান একমাত্র গোলটি করেন।

উত্তরের দিশারীর চ্যালেঞ্জার্স কাপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : উত্তরের দিশারীর ষষ্ঠ বর্ষের অল বেঙ্গল ভিশন চ্যালেঞ্জার্স কাপ টি২০ ক্রিকেট শুক্রবার সূর্যনগর পুরনিগম মাঠে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে শিলিগুড়ি রাইজার্স ১ উইকেটে জয় পেয়েছে। ডুয়ার্স তেরাই সুপার ইলেভেনের জয় এসেছে ১০৫ রানে।

সূর্যনগর পুরনিগম মাঠে চলছে ভিশন চ্যালেঞ্জার্স কাপ।

ফাইনালে গয়েশপুর

জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ : মিলন সংঘ ক্লাবের বেঙ্গল মহিলা নকআউট ফুটবলের ফাইনালে উঠল গয়েশপুর স্কাইজ অ্যাকাডেমি। শুক্রবার সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে বিন্নাগুড়ির ডুয়ার্স ডায়নামিক দলকে।

KHOSLA ELECTRONICS

5 EXTRA BONANZA

BUY AC from KHOSLA & GET EXTRA

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY at KHOSLA 6 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

40% DISCOUNT at KHOSLA Upto 50% DISCOUNT ON AC

EXCHANGE OFFER ₹5,000 KHOSLA EXCHANGE OFFER ₹10,000 ON OLD AC*

CASHBACK OFFER ₹5,000 KHOSLA CASHBACK OFFER ₹6,000

PAY ₹1 0 DOWN PAYMENT at KHOSLA

FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*

DAIKIN (Highest Energy Efficiency)	LG (AI + DUAL INVERTER)	VOLTAS (Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER)	BLUE STAR (80 YEARS OF TRUST)	Carrier (Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER)	Panasonic (Convertible 7 with additional AI mode)	SAMSUNG (Wind Free Cooling with 23000 microholes)
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,860*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,614*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,400*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,273*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,528*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,292*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,100*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,713*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,888*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,400*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,998*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,028*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,990*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,150*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,999*		2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,455*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,583*		2 Ton 3* Inv. EMI ₹1,990*

HITACHI (ICE CLEAN Frost Wash Tecnology)	LLOYD (5 in 1 expandable with AQ tech)	Godrej (Tri Filtration System)	Haier (10sec. Supersonic Cooling)	GENERAL (THE EXTREME MACHINE)	Whirlpool (6th Sense Technology)	MITSUBISHI HEAVY DUTY (Eco Smart Hyper Inverter Electricity Saving Upto 65%)
1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,368*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,177*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,850*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,147*	1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,958*	1.1 Ton 2* EMI ₹4,501*
1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,559*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,584*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,042*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,818*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,613*	1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,997*	1 Ton 3* EMI ₹4,501*
1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,999*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,793*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹2,525*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,994*	1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹3,833*	2 Ton 3* Inv. EMI ₹2,497*	1.6 Ton 3* EMI ₹5,501*

UP TO 10% INSTANT DISCOUNT* SBI card

*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 20 Feb - 31 Mar 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24 X 7 @khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

Easy Finance by

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offer price under Exchange Amount, *Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

Locate your nearest Khosla store